বিশ্বমানবকুল সবাই আমরা অনন্তপথের যাত্রী
কবরদরজার ওপারে আসছে ঐযে
এক জগত-অনন্তজগত। সে জগতে
অনন্তময়ের কাছে আবার
আমরা ফিরে যাচ্ছি।

জ্বী, নির্জনে বসে প্রতিটি অনুচ্ছেদের গভীরে প্রবেশ করুন, গভীরভাবে অনুধাবন করুন। মহান কৃষ্টিকর্তা এমন ধন (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) দান করবেন যে ধন কোনোদিন কোনো রাজ-কোষাগারে মিলিবেনা। টুকরী ভরা রুটি মাথার উপর অথচ এক টুকরা রুটির জন্যে সবাই আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছি। আবার হাটু পর্যন্ত জলে থেকেও পিপাসায় যেন ছটফট করছি। জ্বী, পাথরের ভিতর যেমন আগুন আছে আশেকহৃয়ও হচ্ছে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড। সে আগুনে সে জ্বলে যায়। মুসাফিরের গভীরে প্রবেশ করুন। ইনশাল্লাহ্, আপনিও জ্বলতে জ্বলতে একদিন দয়াময়ের দরবারে পৌছে যাবেন।

মুহম্মদ খলিলুর রহমান

মুসাফির

মুহম্মদ খলিলুর রহমান

-ঃ গ্রন্থসত্ত্ব ঃ-

লেখক

প্রকাশকাল ঃ ৭ই নভেম্বর, ২০০৮ ইং

প্রকাশক ঃ মিসেস রেহানা পারভীন (আরশী বেগম)
বাসা-সরদার ফ্যামিলী, বোর্ড হাট,
গোপীনাথপুর, বদরগঞ্জ, রংপুর।

সহযোগীতায় ঃ দ্বীনের পথে নিবেদিত প্রাণ
কে, বি, আহসান
৬/১, লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

মুদ্রণে ঃ শাহ্ শরীফ (রহঃ) প্রিন্টার্স।
৫২, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০

ডিজাইন এন্ড কম্পোজ ঃ শাহ্ শরীফ (রহঃ) প্রিন্টার্স।

বিনিময় ঃ ১১৫/= (একশত পনের) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বিশ্ব মানবকুল মহান সৃষ্টিকর্তার গুনাবলীতে
নিজেদেরকে সুশোভিত করে আত্মা
ও চারিত্রিক পরিশুদ্ধির মাধ্যমে
আধ্যাত্মিক উন্নয়নে অনন্ত অস্তিত্বের
বিভিন্ন স্তরগুলো অতিক্রম করতে
পারে এবং পারলৌকিক জীবনকে
আলোকিত করার লক্ষ্যে
দুনিয়ার প্রতি অনাষক্তি
এবং আখেরাতের প্রতি
গভীর আকর্ষনে
আকর্ষিত হতে পারে
তজ্জন্য অত্র বইটি
উৎসর্গ করা
হয়েছে।

www.pathagar.com

শেষ যাত্রার বাহন

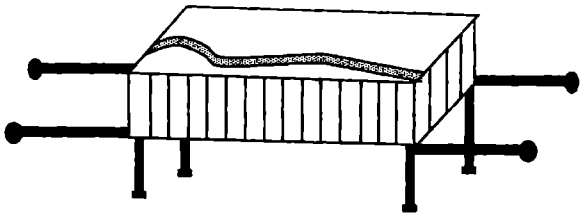

হ্যাঁ পথিক, তুমিও একদিন হারিয়ে যাবে ঐ খাটলিতে শুয়ে। পৌঁছে যাবে তোমার চির আবাস সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে। জীবন সঙ্গিনীর আর্তনাদ আর তোমাকে ফেরাতে পারবেনা। মহান রাব্বুল আলআমীনও একই ইঙ্গিত দিয়েছেনঃ

(ক) "যে-মৃতুর ভয়ে তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ উহা তোমাকে একদিন পাকড়াও করবেই"।

(খ) "তুমি যদি অতই শক্তিশালী হও, তাহলে মৃত্যুর সময় কণ্ঠাগত আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারো না কেন। অতঃপর, তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে"

তাই হে পথিক, চিরদিন বেঁচে থাকার গ্যারান্টি নিয়ে কেহই আসেনি এ পৃথিবীতে। পরপারের ডাকে সবাইকে একদিন তাদের শেষ খেয়া পাড়ি দিতেই হবে। তাই যাবার বেলায় পাপের বোঝা মাথায় লয়ে যেওনা বন্ধু। তুমি নিষ্পাপ হয়ে এসেছো, নিষ্পাপ হয়েই চলে যাও। এ দুনিয়ার অলিক আনন্দে আখেরাতকে আর ভুলে থাকিও না। ভুলে থাকিও না আসছে, কবর দরজার ওপারে ঐ যে এক জগত

"অনন্তগজত"

www.pathagar.com

হ্যাঁ- অনন্ত পথের যাত্রী

এ নশ্বর পৃথিবী তথা আঠারো হাজার মাখলুকাতের সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে তোমার যদি জানার স্বাধ জাগে তাহলে মিথ্যা পরিহার পূর্বক হালাল পোষাক এবং হালাল রিজিকে অভ্যস্ত হইও -

এর পর যে কোনো বৃহস্পতিরবার গভীর রাতে শোয়ার পূর্বে এ ভাবে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতে হবে ঃ প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আয়তুল কুরসী আয়াত একবার এবং সূরা এখলাছ ১৫ (পনের) বার। দ্বিতীয় রাকাতেও অনুরূপ। নামাজ শেষে যে কোনো দরুদ অথবা আল্লাহুম্মা সাল্লে'আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদেনীন নাবীইয়্যিইল উম্মিয়ে-এক হাজার বার পড়তে হবে। তোমার আর কোনো সংশয় থাকবে না- দয়াল নবী (সাঃ) স্বপনে চলে আসবেন। পরিতৃপ্ত হবে তুমি মহান স্রষ্টা এবং তাঁর সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে অবগত হয়ে। পর জতৎ হতে এ জগৎে বেড়াতে এসে বহুতল বিশিষ্ঠ ইমারত-অট্টালিকা নিয়ে আর অত টেনশনে ভুগবে না। যেখানে গোণার কাজগুলোও তোমাকে স্পর্শ করবে না।

হ্যাঁ পথিক দয়াল নবী (সাঃ) কে দেখলে মনে হবে এ নূরের মানুষকে দেখার যেন আর শেষ না হয়। মিষ্টি হাঁসি ও মধ্যম গরনের মানুষ তিনি যেন হাজার মানুষের মাঝে তিনিই উঁচু। তাঁর দু'ভুরুর মিলনে নূরানী মুখের সোন্দ্যোর্য যেন চাঁদকে হার মানিয়েছে। তাঁর গলার স্বর উঁচু নয় এবং গোটা বিশ্ব মানবকুলকে চলার কায়দা জানিয়ে দিয়ে তিনি যেন পরিপূর্ন বিজয়ী।

হ্যাঁ- বন্ধু, তোমার একটি কান্না, একটি অনুতাপে যদি খোদার আরশ কেঁপে ওঠে তাহলে দেখবে তিনি তাঁর প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন তোমার আখিঁজল মুছে দিতে।

www.pathagar.com

মুসাফিরের আবির্ভাব

হ্যাঁ বন্ধু-প্রতিবাদ করেছিল ফেরেস্তাকুল সেদিন, যেদিন মহান রাব্বুল আল-আমীন প্রস্তাব রেখেছিলেন যে, আমি দুনিয়াতে প্রতিনিধি (মানুষ) পাঠাতে চাই, কিন্তু ইহাতে আপত্তি তুলে ফেরেস্তাকুল কি বলেছিলেন, বলেছিলেন যে 'না প্রভু তারা কাটাকাটি হানাহানি আর মারামারি করে রক্ত প্রবাহিত করবে, যেখানে কোটি কোটি ফেরেস্তা রুকুতে গিয়ে, কোটি কোটি ফেরেস্তা সেজদায় পড়ে এবং কোটি কোটি ফেরেস্তা দন্ডায়মান হয়ে সদা সর্বদা আপনাকে স্মরণ করছে।' (সুরা বাকারা)।

ইহাতে মহান রাব্বুল আল-আমীন ফেরেস্তাকুলকে কি বলেছিলেন, বলেছিলেন যে 'আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জান না।' আর তাই ফেরেস্তাকুলের শত আপত্তি সত্ত্বেও হায়াতে জিন্দেগীর সময়সীমা নির্ধারণ করে, এ দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সেই প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) কে।

এ পৃথিবীটা হচ্ছে একটি পান্থশালা আর এই পান্থশালার প্রতিটি পথচারীই হচ্ছে এক একজন মুসাফির (পরিভ্রমণকারী)। এ বিশ্ব ভ্রমণে যাদের আসা আর যাওয়ার পালা তারা মুসাফির বৈ কি। এ ধরার ধুলিতে যে যে ধর্মের আনুগত্যে বিচরণ করিনা কেন কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রিস্টান, সবাই যে আমরা মুসাফির। পরজগৎ হতে এ জগতে এসে ছোট থেকে বড়, বড় থেকে বুড়ো, তারপর কবর বা শ্মশান হয়ে আবার পরজগতে গমন। এই যে পরিভ্রমণ, পরিভ্রমণকারী সবাই আমরা মুসাফির।

www.pathagar.com

মুসাফিরের চলার কায়দা এবং ফলাফলের আলামত

যুগে যুগে মহামানবগণ যেভাবে চলার কায়দা জানিয়ে দিয়েছেন; প্রতিটি মুসাফিরের জীবনে তা কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তারই পরিমাপ করবেন মহান সৃষ্টিকর্তা কাল কেয়ামতের মাঠে। ফয়ছালা হবে প্রতিটি মুসাফিরের জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশের। তাই যুগে যুগে মুসাফির যখন তার পথ হারিয়েছে গোমরাহীর গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে মনুষ্য সমাজের সার্বিক অকল্যাণে পা বাড়িয়েছে ঠিক তখনই সঠিক পথের সন্ধান নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন মহামানবগণ এবং অন্ধকার হতে আলোয় এনেছেন সমাজের পথহারা প্রতিটি পথচারীকে।

ঠিক এমনি এক সময়ে এ বিশ্বের গোটা মনুষ্য সমাজ যখন গোমরাহীর গহীন অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, পিতার কাছে ছিল না মেয়ের জীবনের কোনো ভরসা এবং অসামাজিক কাজকর্মে, ব্যাভিচার অনাচারে পরিপূর্ণ হয়েছিল গোটা মনুষ্য সমাজ, ঠিক তখনই দয়াল নবী (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন অন্ধকার সমাজে আলোর প্রদীপ হয়ে। তাঁহার অমীয় বাণী এবং দিক নির্দেশনায় সমাজের প্রতিটি মানুষ খুজে পেয়েছিল তাদের মুক্তির পথ, 'সিরাতুল মুস্তাকীম'। শরীয়ত, তরিকত, হাকীকত ও মারেফাতের গভীর সাগরে অবগাহন করে এই মানুষই আল্লাহ্ পাগল হয়ে ঘৃণা করেছে দুনিয়াকে এবং আখেরাতের আকর্ষণে দয়াময়কে পাওয়ার প্রয়াসে পথে পথে ঘুরেছে আউলিয়া, দরবেশ ও সন্ন্যাসীর বেশে। তাই আসুন, মহামানবগণের জীবনাদর্শে জীবনকে গড়ে তুলি এ পৃথিবী হতে বিদায়ের পূর্বে। যেখানে সেই মহা প্রলয়ের দিনে হাশরের মাঠে কঠিন ভয়াবহতা কাটিয়ে উঠার পথ সুগম হবে এবং মহাশান্তির প্রতীক জান্নাত একদিন নছিব হবে।

www.pathagar.com

হে পথিক ! ব্যস্ততার মাতাল অশ্বে আরোহন করে
কোথায় চলেছ বন্ধু! রাজাধিরাজ হতে!
জ্বীনা-কোন লাভ নেই এতে!

বাদশাহ্ জুলকারনাইন আজ আর নেই। তিনি সুর্যোদয়ঞ্চল ক্যাসপিয়ান সাগরের তীর হতে শুরু করে সূর্যাস্তঞ্চল কৃষ্ণ সাগরের তীর পর্যন্ত গোটা বিশ্বের অধিপতি হয়েছিলেন। কিন্তু পরপারে যাবার বেলায় এ ধরিত্রী তাঁকে বিদায় জানিয়েছে শূণ্য হাতে! রাজ-ঐশ্বর্য্যের এক কপর্দকও তাঁর সঙ্গে যায়নি। (সুরা কাহাফ)। জ্বী, প্রত্যেকেই একদিন হারিয়ে যাবে এমনি করে, চির জনমের তরে। আর কোনোদিন আসিবেনা সে ফিরে।

তাই, ফিরে এসো পথিক, বেঁচে থাকার দীর্ঘ আশা হতে। এখনই হয়ত পরপারের ডাক এসে যাবে। নেই যেখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা, কি হবে বন্ধু, কি হবে এখানে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে!

জ্বী-জন্মের সময় আমাদের আযান হয়েছে, এখন হবে নামাজ-জানাযার নামাজ। এই আযান এবং নামাজের মধ্যে সে সময়কাল (হায়াতে জিন্দেগী) উহা ঘড়ির কাটার ন্যায় দ্রুত দিন দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ধাপে ধাপে সবাই আমরা এগিয়ে চলেছি মৃত্যুর দিকে।

হ্যাঁ বন্ধু, এমন দিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন সব বাহাদুরীর গর্ব খর্ব হবে। আমিত্ব আর বড়াই বিদ্রোহ করবে না। অস্থিচর্ম নুয়ে যাওয়া শরীর নিস্তেজ হতে শুরু করবে, রক্তের তেজ কমে যাবে এবং গলার স্বর নীচু হবে। সেদিন দয়াময়ের সাহায্য ছাড়া আর কোনো গতি থাকবে না।

www.pathagar.com

তাই, একটু অন্তত: স্বরণ করো তাঁদের কথা, সমাজ-চোখের অন্তরালে যাদের বিচরণ, সেই সব আউলিয়া, দরবেশ ও কুতব-আবদালগণের কথা। যারা বারবার ঈঙ্গিত দিয়েছেন যে ঃ

'যাবার বেলায় পাপের বোঝা, মাথায় লয়ে যেওনা বন্ধু
তুমি নিষ্পাপ হয়ে এসেছো, নিষ্পাপ হয়েই চলে যাও।'

তাহলে কি সত্যি আসছে! জ্বী আসছে! কবর দরজার ওপারে ঐ যে একজীবন, "অনন্তজীবন"!

—গ্রন্থকার

www.pathagar.com

আহ্বান-এক

হে অনন্ত পথের যাত্রী মুসাফির, তুমি যদি বিশ্বাস করো যে মহান সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। তাহলে শরীয়তের রাস্তা ধরে তরীকত, হাকীকত, মারেফাতে গমন করো এবং ফানাফিল্লাহ্ হতে বাকাবিল্লাহ্ এর গভীরে প্রবেশ করো। দেখবে, অনন্ত-অস্তিত্বের সিঁড়িগুলো পার হতে আর কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। বিশ্বসৃষ্টির নিগুঢ় রহস্য তোমার চোখে প্রতিভাতো হতে থাকবে। মহান স্রষ্টার প্রতি আপনা হতেই মাথা নোয়ায়ে আসবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মিথ্যা পরিহার পূর্বক, হালাল পোষাক ও হালাল রিজিকে অভ্যস্থ হতে হবে। মিথ্যা, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অবৈধ এবং সুদ ইত্যাদির অন্তর্ভূক্ত যত আয় সেগুলো হতে দূরে থাকিও। এ অর্থ থেকে যেকোনো ছাদকা, দান-খয়রাত ইত্যাদি বৈধ নয়।

ঠিক তেমনি, তোমার মন যদি মেনে নেয়, ইসলাম শান্তির সন্ধান দিয়েছে, তাহলে সে আদর্শে তোমার জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলো। যেমনঃ হযরত মনসুর হিল্লাজ (রহঃ) অনন্ত অস্তিত্বের গভীর স্তরে প্রবেশ করে তিনি যে উক্তি গুলো করেছেন তাহলো, "তোমরা এক পয়সার বিনিময়ে হলেও দুনিয়াকে কিনিওনা"। মহান আল্লাহ্পাক একটি লুকায়িত ধন ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্য কামনায় রত হও। তিনি প্রতিটি বান্দার জন্যে বড় দয়াশীল (ইন্নাল্লাহা বিন্নাছে লা রাউফুর রাহিম)। তোমরা যদি তাঁর হুকুম নাও মানো, তাঁর ইবাদত যদি নাও করো এবং তাঁর আনুগত্য যদি তোমাদের ভালো নাও লাগে তবুও তিনি তোমাদের রিজিক তোমাদের কাছে পৌঁছায়ে দেবেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান বলে কোনো জাতি ভেদাভেদ নেই। রিজিক বন্টনে তাঁর কি গভীর নিশ্চয়তা। তাঁর সৃষ্টিতে এমন কোনো ভ্রমণশীল

www.pathagar.com

প্রাণী নেই যার রিজিক তাঁহার আয়ত্বাধীন নহে। হ্যাঁ বন্ধু, দোযকের আগুন কখনোই স্পর্শ করবে না ঐ চুক্ষুকে, যে চক্ষু স্রষ্টার ভয়ে ক্রন্দন করে এবং তাঁরই রাস্তায় জাগরিত থেকে রাত্রি যাপন করে।

ক) যারা হারাম উপার্জন থেকে সরে এসেছেন এবং পশ্চাত্যের অশ্লীল দৃশ্যগুলো যাতে তাদের চোখ দু'টোকে প্রতারিত করতে না পারে তজ্জন্য সতর্ক হয়েছেন।

খ) যারা তাদের চিন্তাশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন।

গ) যারা মিজান (দাঁড়িপাল্লা) কে সামনে রেখে ইনছাফ ও হক প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবনভর সংগ্রাম করেছেন।

হ্যাঁ বন্ধু! আশেক হৃদয় হচ্ছে জলন্ত অগ্নিকুন্ড! সে আগুনে সে জ্বলে যায়। তুমিও অনন্ত অস্তিত্বের গভীরে প্রবেশ করো, জ্বলতে জ্বলতে একদিন খোদা পর্যন্ত পৌছে যাবে। টুকরি ভরা রুটি তোমার মাথার উপর, অথচ এক টুকরা রুটির জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ফিরছো। ঠিক তেমনি, হাটু পর্যন্ত জলের মধ্যে থেকেও পিপাসায় কেনো ছটফট করছো।

জ্বী বন্ধু, তোমার মাঝে আধ্যাত্মিক রহস্য সমূহ প্রতিভাতো হতে থাকবে যদি সমাজ চোখের অন্তরালে যাদের বিচরণ, সেই সব আউলিয়া দরবেশ ও গাউস, কুতুব, অলি-আবদালগণের সান্নিধ্যে আসতে পারো। কেননা তাঁরা যে ধনের ধনী – সে ধন কোনোদিন কোনো রাজ-কোষাগারে মিলিবে না। তুমি যদি তাঁদের সাহচর্য্যে আসতে পারো তাহলে মহান আল্লাহ্পাক অবশ্যই তোমার জান্নাতের জিম্মাদার হবেন।
গ্রন্থগার।

www.pathagar.com

আহ্বান-দুই

হে পথিক,

কাল কেয়ামতের মাঠে পাপ-পূণ্যের যখন ওজন হবে তখন ফেরেস্তাকুল এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে মিজান (দাড়ি পাল্লা) এর দিকে। পূণ্যের ওজন হালকা হলে বড় আফছোস হবে তার জন্যে। জাহান্নামে নেওয়ার পূর্বে মহান রাব্বুল আলামীন যে কথাটি বলবেন –

হে বনি আদম ঃ

ক) তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম;

খ) সম্পদ দিয়েছিলাম (হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি);

গ) বুদ্ধি দিয়েছিলাম (বিবেক)।

বলো, আজ তুমি কি নিয়ে এসেছো আমার কাছে। আমার নবী ও রাসুল, নায়েবে রাসুল তোমাকে যে পথ দেখিয়েছে তা সবে অগ্রাহ্য করে বলো আজ তুমি কি নিয়ে এসেছো আমার কাছে!

হে পাঠকহৃদয়, শত ব্যস্ততার মাঝে একটু অন্ততঃ ভাবুন, ভাবুন এ বিশ্ব ছেড়ে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। চলে যেতে হবে অনন্তময়ের কাছে এবং সে চলে যাওয়ার দিনটি যদি আজিকার দিনই হয় কিংবা এখনই হয় তাহলে মৃত্যুর সময় চলে যাওয়া আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে কি! জ্বীনা-সম্ভব হবে না। কেননা এ যে বিধির বিধান প্রাণ-পাখি একবার বিদায় নিলে, সে আর কোনোদিন ফিরে আসেনা। তাহলে দাম্ভিকতার মাতাল অশ্বে আরোহন করে কোথায় চলেছি আমরা! কি লাভ এতে। যেখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই, নেই বেঁচে থাকার কোনো গ্যারান্টি, সেখানে কি হবে বন্ধু, কি হবে এখানে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে। এ নিয়ে একটু অন্ততঃ ভাবুন।

– গ্রন্থকার

www.pathagar.com

আহ্বান-তিন

জ্বী, ইহ জগৎ ও পরজগতের অফুরন্ত কল্যাণের আঁধার ইসলাম সকল প্রকার জাহেলী প্রথার মূল্যৎপাটন করার নিমিত্তে যে পয়গাম নিয়ে এসেছে, অত্র বইটি সে ইঙ্গিতে ইঙ্গিত করেছে। যেখানে মানব দেহের অভ্যন্তরে মহাশক্তির আঁধার "ক্বালব" মানব মনকে ভালোর দিকে, কল্যাণের দিকে এবং বিশ্ব প্রভূর নৈকট্য লাভে প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করছে।

অপর দিকে একই দেহে মহাশক্তির আঁধার "নাফ্স" সকল প্রকার খারাপির উৎস অকল্যাণের দিকে, অন্যায়-অবিচার, কুফর-শেরেক, কাম ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ এবং মাৎসর্য্য এর দিকে আকর্ষিত করে চলেছে।

হ্যাঁ বন্ধু, ক্বালব ও নাফসের এইযে চিরন্তন জিহাদ, এখানে ক্বালব যদি বিজয়ী হয়, তবে মনযিলে মাকসুদ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক স্তরগুলো এক এক করে পার হতে অবশ্যই মহান রাব্বুল আলামীনের সহায়তা পাবে এবং আখেরাতের আকর্ষণে রুহানী রশ্মিগুলো নূরে তাজল্লী তাঁকে (খোদাকে) পাওয়ার পথ দেখাবে।

আর "নাফস" যদি বিজীয় হয় তাহলে জাহান্নামের প্রজ্জলিত অগ্নিশিখা অনন্তকাল ধরে তোমাকে গ্রাস করবে।

www.pathagar.com

আহ্বান-চার

হে অনন্তপথের যাত্রী!

ইসলাম সর্ব যুগের মানুষকে

সরল পথের সন্ধান দিয়েছে, যে পথ খোদা

পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। সে পথই হচ্ছে

"সিরাতুল মুস্তাকীম"।

তুমি যদি সে পথের অনুসারী হও, অবশ্যই

দয়াল নবী (সাঃ) এর সাক্ষাৎ পাবে –

– হয় মৃত্যুর আগে

– মৃত্যুর সময়

নইলে মৃত্যুর পরে।

– গ্রন্থকার

www.pathagar.com

আহ্বান-পাঁচ

হে পথচারী। তুমি কি একটুও স্মরণ করবে না যে, ক্ষণিকের জন্যে এ পৃথিবীতে তোমার আগমণ। সকাল বেলায় যদি মনে করো সন্ধাবেলায় তোমার লাশ কবরে যাবে এবং সন্ধ্যাবেলায় যদি মনে করো সকাল বেলায় তোমার বিবি-বাচ্চা এতিম হবে যাদের আর্তনাদ আর তোমাকে ফেরাতে পারবে না। ঠিক তেমনিই নিশিথে নিভৃতে সেই গভীর রাতের নিরব ক্রন্দন তোমার শূন্যতার জন্যে কত যে হৃদয় বিগলিত করবে! হে মুসাফির তুমি যদি এ নিয়ে একটু ভাবতে!

— গ্রন্থকার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-এক

হ্যাঁ মুসাফির, এ ভবের বাজার সাঙ্গ হলে সবাইকে আবার ফিরে যেতে হবে, সেই অচিনপুরে(পরজগতে)। যাওয়া আসার পালা। আমরা মুসাফির বৈ কি। রং উল্লাসে লালিত সেই উন্মত্ত জীবন একদিন চলে যাবে কবর দরজার ওপারে আলমে বরজখে, যেখান হতে কেউ আর কোনোদিন ফিরে আসতে পারে না এ পৃথিবীতে। দেখতে পায় না তারই শূণ্যতা অনুভব করে নিশীথে নিভৃতে নিরব রোদনে বিবি বাচ্চা কত যে আঁখিজলে ভাসছে। হ্যাঁ পথিক, নিয়তির ইহাই বিধান ইহাই নিয়ম, প্রাণ পাখি একবার বিদায় নিলে সে আর কোনোদিন ফিরে আসে না।

তাহলে সর্বগ্রাসী মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় কি ? আদিকাল হতে এমন কেউ আছেন যার মৃত্যু হয়নি কিংবা মৃত্যুর পর পরজগৎ হতে ফিরে এসেছেন এমন কেউ। জ্বী-না।

আবহমানকাল ধরে বিশ্বমানবকুল মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে কত যে সাধনা করে আসছে কিন্তু নিরুপায় হয়ে মেনে নিতে হয়েছে নিয়তির সেই চিরন্তন বিধানকে, চাকতে হয়েছে মৃত্যুর স্বাদকে, ছেড়ে যেতে হয়েছে বিবি-বাচ্চা-সংসারকে এবং চলে যেতে হয়েছে সেই এক অচিন দেশ অনন্তজগতে।

তাই, কোনো ব্যক্তির জীবনে মৃত্যুক্ষণ যখন উপস্থিত হয়, তখন সে বার বার পালাবার পথ খুঁজে বেড়ায় কিন্তু বড় ভয়ংকর এবং শক্তিধর আজরাইল (আঃ) এর হাত থেকে সে পালাতে

www.pathagar.com

পারে না। জীবন্ত প্রাণীকে জবেহ করলে সে যেমন ছটফট করতে থাকে তদ্রূপ কণ্ঠাগত আত্মা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে। তাই মহামানবগণ তাঁহাদের অনুসারীদের কাছে মৃত্যু যন্ত্রণার করুণ চিত্রের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে নিজেও কেঁদেছেন, অনুসারীরাও কেঁদেছে।

জ্বী, এ ধরিত্রীর রং উল্লাসে লালিত উনমত্ত মন নিঃসন্দেহে একদিন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করবে। সে ভয়াবহ দৃশ্যের কথা ভাবতে গিয়ে দয়াল নবী (সাঃ) উম্মতের জন্য বহুবার কেঁদেছেন এবং মহান আল্লাহর দরবারে উম্মতের মুক্তির জন্যে বার বার ফরিয়াদ করেছেন।

মৃত্যু যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জান কবজের সময় আজরাইল (আঃ) ঐরূপ মূর্তি ধারণ করে থাকেন যেমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকাশ-পাতালব্যাপী দীর্ঘ কলো পোষাক পরিহিত এক ব্যক্তি, যার মাথায় লোহার কাঁটার ন্যায় খাড়া চুল আর মুখ দিয়ে যেন অগ্নুৎপাত হচ্ছে। হযরত মুসা(আঃ)ও বলেছেন জীবন্ত পাখিকে জ্বলন্ত কড়াইয়ে ভাজিলে যেমন কষ্ট অনুভব হয় ঐ রূপ কষ্ট অনুভূত হবে জান কবজের সময়।

হযরত ইদ্রিস (আঃ) বলেছেন, কোনো চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া জীবন্ত অবস্থায় ছড়ায়ে লইলে যেরূপ কষ্ট মনে হবে তার চেয়েও ভীষণ কষ্ট অনুভূত হবে মৃত্যু যন্ত্রণার সময়। নবীদের বাণী চির সত্য বাণী। তাই, সবার জীবনে মৃত্যু একদিন আসবে। দেহ

www.pathagar.com

পিঞ্জর ছেড়ে প্রাণ-পাখি চলে যাবে কিন্তু, কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণা কিভাবে রহিত হবে। যেখানে মহান আল্লাহ্পাকের নৈকট্য লাভ করেও সাহাবা আজমাইন হতে শুরু করে গাউস, কুতুব, ওলী আবদালগণও ভয়াবহ মৃত্যু যন্ত্রণার কথা ভাবতে গিয়ে, তাঁরা কতইনা কেঁদেছেন। কিন্তু কেন এ ক্রন্দন।

কেঁদেছেন এই জন্য যে, মৃত্যুক্ষণ বড় কঠিন মূহুর্ত যেখানে অসাড় দেহ নিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী বিবি-বাচ্চাদেরকে দেখার শক্তি থাকলেও কিছু বলার শক্তি থাকে না। ওদিকে পূর্ব পুরুষদের আত্মা সকল উপস্থিত থাকলেও তারাও কিছু করতে পারে না। দেহের সমস্ত রক্তকণিকার সঙ্গে জড়িত জীবাত্মাকে কবজ করে নিয়ে যান আজরাইল (আঃ) এবং কবর ফেরেস্তাদ্বয়ের সওয়াল জবাবের নিমিত্তে জীবাত্মা পুনরায় ফিরে আসে তার মরদেহে।

তাই, দয়াল নবী (সাঃ) এর এক প্রশ্নের উত্তরে আজরাইল (আঃ) কি বলেছিলেন, বলেছিলেন যে, হে খোদার হাবীব, আপনার উম্মতের মধ্যে যারা গভীর ঈমানের অধিকারী হবে, মহান স্রষ্টার হুকুম-আহকামগুলো পুরোপুরিভাবে মানতে চেষ্টা করবে, আপনার আদেশ নিষেধের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে এবং ফরজ নামাজ বাদ আয়তুলকুরসী পড়ে বুকে দম করবে, তাদের রূহ্ কবজ হবে ঐভাবে, যেমন দুগ্ধ পান করতে করতে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে যায় শিশু তার মায়ের কোলে, তাহলে আসুন পাঠক বন্ধুগণ, আমাদের নবী করিম(সাঃ) এর মহান আদর্শে আমাদের জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করি।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-দুই

হে পাঠকহৃদয়, এ দুনিয়াটা যে অসীম সাগর, যার কিনারা হচ্ছে 'কবরজীবন'। তাই, পরজগতের পরমাত্মার পরম শান্তির নিমিত্তে ফিরে আসুন এ দুনিয়ার মোহ থেকে, কেননা, নেই যেখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা, কি হবে বন্ধু, কি হবে এখানে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে। মুসাফির যদি তার চলন্ত পথে দু'ধারের সৌন্দর্য দেখে মোহিত হয় অর্থাৎ ইমারত অট্টালিকা আর দুনিয়াকে নিয়ে সে যদি ব্যস্ত থাকে তাহলে সে মনযিলে মাকসুদে পৌঁছাতে পারবে না।

তাই, দয়াল নবী (সাঃ) বার বার এরশাদ করেছেন যে, জন্মের সময় তোমার আযান হয়েছে এখন হবে নামাজ, জানাযার নামাজ। এই আযান এবং নামাজের মধ্যে যে সময়টুকু পেয়েছো, উহাই হচ্ছে তোমার হায়াতে জিন্দেগী। মহাগ্রন্থ কোরআন ও সুন্নার বিধি বিধানগুলো তোমার জীবনে কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে তারই জবাবদিহী করতে হবে কাল কেয়ামতের মাঠে।

তুমি কি কিয়ামতকে সন্দেহ কর? জ্বীনা, সন্দেহ করা যাবে না। কেননা স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীনই হবেন কিয়ামত দিনের মালিক (সুরা ফাতেহা)। তুমি কি তাহাকে দেখেছো যে কিয়ামতকে মিথ্যে বলে জানে (সুরা মাউন) এবং কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবেই যা আদৌ মিথ্যে নয় (সুরা ওয়াকেয়া)। সেদিন প্রতিটি মুসাফিরের মুখে মোহর মেরে (বন্ধ করে) দেয়া হবে। হস্তদয় কথা বলবে, পদদ্বয় স্বাক্ষ্য দেবে এবং তার কর্মফলের উপর ভিত্তি করে ফয়ছালা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশের।

www.pathagar.com

জ্বী বন্ধু সেই কিয়ামত বড় ভয়ংকর দিনে সবাই সবাইকে ভুলে যাবে। কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। সেদিন হবে সকল বনি আদমের কর্মফলের উপর ভিত্তি করে তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দিন। ইয়া নফছি, ইয়া নফছি রবে সবাই খুঁজে বেড়াবে তাদের আপনজনকে। খুঁজে বেড়াবে তাদের মুক্তির পথ। সেদিন পাপ পূণ্যের উপর ভিত্তি করে এলান হবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশের এবং মহান রাব্বুল আলামীনই হবেন সেদিনের একমাত্র বিচারক (কাজী)। সেদিন ফেরেস্তাকুল বড় উৎসুক হয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবেন দাঁড়িপাল্লার দিকে।

পূণ্যের ওজন হালকা হলে বড় আফছোছ হবে তার জন্যে মহান রাব্বুল আলামীন যে প্রশ্ন করবেন –

হে বনি আদম,
তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম
সম্পদ দিয়েছিলাম (চক্ষু-কর্ণ-হস্তপদ-ইত্যাদি)
বুদ্ধি দিয়েছিলাম (বিবেক),
বলো আজ তুমি কি নিয়ে এসেছো,
আমার কাছে!

তোমার দুনিয়ার জীবনে, আমার নবী ও রাসুল, নায়েবে-রাসুল, তোমাকে যে পথ দেখিয়েছে তা সবে অগ্রাহ্য করে বলো আজ তুমি কি নিয়ে এসেছো আমার কাছে।

দুনিয়াতে তোমাকে যে চলার কায়দা জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তা সবে অবহেলা করে ভ্রান্ত পথকে সঠিক পথ হিসেবে বেছে নিয়েছো এবং রং উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে যত প্রকার খারাপি, অন্যায় অবিচার লোভ লালসায় মত্ত হয়েছো। আমার ফেরেস্তারা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিপিবদ্ধ করেছে। রেকর্ডকারী ফেরেস্তা তা

www.pathagar.com

সঠিকভাবে রেকর্ড করেছে যেখানে তোমার হস্তদ্বয় কথা বলছে এবং পদদ্বয় স্বাক্ষ্য দিচ্ছে।

হে বনি আদম তোমাকে তোমার অপকর্মের জন্যে জাহান্নামে অনন্তকাল ধরে জ্বলতে হবে এ কথা, আমার নবী ও রাসুল, নায়েবে রাসুল তোমাকে অবহিত করেছে তা সবে অগ্রাহ্য করে তুমি যে ভুল পথে গমন করেছো, যেখানে তোমার বড় নেয়ামত অঙ্গপ্রতঙ্গ ও চোখ দুটোকে দেয়া সত্ত্বেও পরকালকে তুমি অবহেলা করে অকল্যাণ ও অপকর্মের পথকে বেছে নিয়েছো। কাজেই জাহান্নামই তোমার উপযুক্ত স্থান এবং জাহান্নামেই তুমি গমন কর।

হে পাঠকহৃদয়, শত ব্যস্ততার মাঝে একটু অন্ততঃ ভাবুন। ভাবুন, ইহজগত হতে বিদায়ের মূহুর্তে আমাদের কর্মফল যদি জাহান্নামের উপযোগী হয় তাহলে বিধির বিধান মতে অনন্তকালের খোরাক সেই জ্বলন্ত আগুনের লেলীহান শিখা হতে আমাদের আত্মাগুলো কি মুক্তি পাবে ? জ্বী না, পাবে না।

আবার কিয়ামতের মাঠে বিচার কালে যার পাপের ওজন হালকা হবে, সে হবে বড় ভাগ্যবান। বিবাহ উৎসবের ন্যায় আনন্দ উল্লাস করে ফেরেস্তারা পৌঁছে দেবে তাকে জান্নাতের দ্বারে, অপেক্ষমান সুন্দর সুলোচনা, মন-মোহিনী, সুন্দরী হুরগণ দু-বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গন করে নিয়ে যাবে তাকে তাদের চেয়ে শতগুণে সুন্দরী সর্দার হুরের কাছে, যে হুরের একটি আংগুলের রূপ-রশ্মি, সপ্ত সূর্যের আলো রশ্মির চেয়েও মনোরম সুন্দর। মধুর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হবে সেখানে।

হ্যাঁ বন্ধু, জান্নাতে এমন এমন কুদরতী নেয়ামত সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা জ্বীন ও ইনছানের বোধগম্যের বাইরে।

www.pathagar.com

জান্নাতে কেউ বৃদ্ধ থাকবেনা, থাকবেনা কোনো শিশু। জান্নাতবাসীরা তাদের যৌবনকাল প্রাপ্ত হবে এবং জোড়ায় জোড়ায় দু'জন, দু'জন করে জান্নাতে বিচরণ করবে। উন্মত্ত-যৌবনা, কামনা বাসনায় ঘেরা দুটি জীবন। সেখানে অনাবিল আনন্দে আপ্লুত করবে তাদের দুটি মন। রূপার মেঝে আর স্বর্ণখচিত মহলে অবস্থান করবে তারা অনন্তকাল ধরে, সেখানে জান্নাতীদের সেবার জন্যে থাকবে হাজার হাজার অপেক্ষমান হুর এবং যাদেরকে ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি, স্পর্শ করেনি কখনও, না ইনছান, না জ্বীন (লাম ইয়াত মিসহুন্না ইনছোন কাবলাহুম ওয়া জান্নোন ঃ সুরা রহমান)।

জ্বী, জান্নাতকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে জান্নাতি তার চিরসঙ্গী মনমোহিনী হুরকে নিয়ে অনাবিল আনন্দের গহীন সাগরে অবগাহন করবে অনন্তকাল ধরে। দুনিয়ার কোনো ছোয়াছ সেখানে নেই। নেই কোনো দুঃচিন্তা আর দুর্ভাবনার কালিমায় ভরা দুঃখময় কোনো একটি দিন। সেখানে শুধু ভালো আর ভালো (হাল যাযাউল ইহছানে-ইল্লালইহছান ঃ সুরা-রাহমান)। যেখানে জান্নাতী তার চিরসঙ্গীকে যতই দেখবে, ততই বিস্মিত হবে এবং এতই ভালো লাগবে যে উভয় উভয়কে অতি সুন্দর বলে মনে হবে। আর খাওয়ার জন্যে কোথাও যেতে হবে না। ইচ্ছে করা মাত্রই যা খেতে চাবে তা মুখের কাছে চলে আসবে। তৃপ্তির কমও না, বেশীও না। জান্নাতে পায়খানা প্রস্রাবের কোনো বালাই নেই। নেই কোনো অসুখ-বিসুখ নিয়ে হাজারও দুঃশ্চিন্তা। জান্নাতে এ বিধান দেয়া হয়েছে। ফলমুল একবার খেলে যে স্বাদ পাবে, দ্বিতীয়বার খেলে সে স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে পূর্বের চেয়ে আরও ভালো লাগবে।

www.pathagar.com

হ্যাঁ পথিক, উন্মত্ত যৌবনময় দু'টি জীবন, জান্নাতে হাজারও ফুলের হাজারও বাগানে যখন পরিভ্রমণ করবে, তখন ফুটন্ত ফুলের সৌরভে আরও মোহিত করবে তাদের দু'টি মন। ইচ্ছে করবে যে এ ভালো লাগার যেন আর শেষ না হয়। শেষ না হয় এত নিবিড় করে পাওয়া একটু পরশ, একটু ছোঁয়ার।

জান্নাতে ভ্রমণ করতে করতে তুবা বৃক্ষের ছায়ায় এসে মনে হবে এত শান্ত-শীতল তৃপ্তির ছায়া ছেড়ে যেন আর কোথাও না যাই।

জ্বী, একটা পিপিলিকার কাছে এ পৃথিবীটা যে কত বড় বিশাল তার পক্ষে অনুমান করা যেমন দুঃসাধ্য ঠিক তেমনি জান্নাতে তুবা বৃক্ষের ছায়ার কত যে বিস্তৃতি তা অনুমান করা একটা মানুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য। সাত-সাতটা পৃথিবীও যার সমকক্ষ হবে না কোনোদিন। সেখানে দুঃখময় জীবনের কোনো ছোয়াছ কোনো দিনই প্রবেশ করতে পারবে না। আর কেউ ছোট কেউ বড়, কেউ শিশু, কেউ বৃদ্ধ, এভাবে কেউ থাকবে না। জান্নাতীরা বিচরণ করবে পূর্ণ যৌবনকাল নিয়ে। যেখানে যে যত বয়সে ছেড়ে যাক এ মায়াময় পৃথিবীকে।

তাই হে পাঠকহৃদয়, আসুন অনন্তকালের এই সুন্দর জান্নাতি-জীবনকে নিয়ে একটু অন্ততঃ চিন্তা করি। চিন্তা করি মহান সৃষ্টিকর্তার সেই কথাটুকু –

হে বনি আদম,
তোমাকে জীবন দিয়েছিলাম,
সম্পদ দিয়েছিলাম,
বুদ্ধি দিয়েছিলাম,
বলো আজ তুমি কি নিয়ে এসেছো, আমার কাছে!

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-তিন

জ্বী বন্ধু এ বিশ্ব চরাচরে আপনি, আমি তথা বিশ্ব মানবকুল সবাই আমরা পরিভ্রমণকারী, মুসাফির। এ পৃথিবীটা হচ্ছে একটি পান্থশালা আর এই পান্থশালায় আমরা শুধু ক্ষণিকের পথচারী মাত্র। এখানে আমাদের কারোও কোনো স্থায়িত্ব নেই। নেই কোনো বেঁচে থাকার চির নিশ্চয়তা। আমাদের পূর্ববর্তী যারা এসেছিলেন তাঁরা আজ আর নেই। তাঁদেরই মত আমরাও একদিন এ বিশ্ব থেকে চির বিদায় নেব। তাই দিন ভিখারী হতে রাজাধিরাজ পর্যন্ত যে যেধর্মের আনুগত্যে বিচরণ করিনা কেন, আমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে সেই অনন্তজগতে, অনন্তময়ের কাছে, যেখানে অবস্থান করতে হবে অনন্তকাল ধরে।

তাই, জন্ম হতে জানাযা – জন্ম হতে শ্মশান পর্যন্ত যে সময়কাল (হায়াতে জিন্দেগী) উহা ঘড়ির কাটার ন্যায় দ্রুত দিন দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি সবাই আমরা মৃত্যুর দিকে। তাই, এ মুহূর্তে প্রাণ বায়ু চলে গেলে কি নিয়ে যাচ্ছি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে, শত ব্যস্ততার মাঝে একটু অন্তত ভাবুন! ভাবুন অস্তিচর্ম নুয়ে যাওয়া এ বৃদ্ধ বয়সে, শৈশবের সেই প্রাচুর্য এবং হারিয়ে যাওয়া উজ্জ্বল দিনগুলো কি আবার কোনোদিন ফিরে আসবে। ফিরে আসবে কি উন্মত্ত যৌবনের হাঁসি-আনন্দে ভরপুর সেই মুছে যাওয়া স্মৃতি বিজড়িত ক্ষণগুলো কিংবা সেই হৃদয় মাতানো প্রেমের করুন উচ্ছাস, কোনোদিন কি আবার ফিরে আসবে। জ্বী না, কোনোদিনও ফিরে আসবে না। কেননা এ যে বিধির বিধান –

জন্ম হতে জানাযা
জন্ম হতে শ্মশান
কি হিন্দু, কি মুসলমান
কি বৌদ্ধ, কি খ্রিস্টান

সবাইকে যে তার কর্মফলের ফিরিস্তি নিয়ে পাড়ি দিতে হবে পরজগতে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে।

www.pathagar.com

তাই, হে পথিক শত ব্যস্ততার মাঝে একটু অন্ততঃ ভাবো, ভাবো কোথায় ছিলে, কোথায় এলে, আবার একদিন কোথায় বা যাবে চলে!

অনুচ্ছেদ- চার

হে মুসাফির যে অভ্যাসগুলো মহান আল্লাহ্পাক মোটেও পছন্দ করেন না আর তা হচ্ছেঃ-(১) লোক দেখানো নামাজ। জ্বী, সকল প্রকার খারাপ অভ্যাসগুলোকে নিধন (ধ্বংস) করার মূল বাহন হচেছ নামাজ। গভীর মনোযোগী নামাজ কুৎসিত (পাপ) কাজগুলোকে ধ্বংস করে দেয়; যেমন- কাঠকে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করে দেয় জ্বলন্ত আগুন।

তাই, পরহেজগারী লেবাস পরে এবং ঘন ঘন মসজিদে গিয়েও কোনো নামাজী যদি শরীয়ত বহির্ভূর্ত কাজ হতে বিরত না থাকেন তেমন নামাজীর নামাজ আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত নয়, যাহা প্রথম আসমান হতেই উক্ত নামাজকে নামাজীর মুখে ছুড়ে মারা হয়। গভীর মনোযোগের সাথে পড়ুন এবং লোক দেখানো নামাজ হতে বিরত থাকুন।

কথিত আছে যে, হুজুর পাক (সাঃ) কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে মসজিদে নববীতে বসে সঠিক সময়ে ওয়াক্ত মোতাবেক নির্ভুলভাবে নামাজ আদায় সম্পর্কে নছিহত করছিলেন। এমন সময় একজন সাহাবী প্রশ্ন করেন যে, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সাঃ) আমি এত নামাজ পড়ি, নফল ইবাদত করি কিন্তু ইবাদতে কোনো মিষ্টতা পাই না।

ইহাতে দয়াল নবী (সাঃ) বলেন যে, নিশ্চয়ই তোমার পোষাক ও খাওয়ার মধ্যে সন্দেহ রয়েছে নইলে এমন তো

www.pathagar.com

হওয়ার কথা নয়; যে ব্যক্তি তার মুখকে সংযত করেছে, মিথ্যা পরিহার করেছে, হালাল পোশাক ও হালাল রিজিক আহরণে অভ্যস্থ হয়েছে সে নামাজে মিষ্টতা পেয়েছে। হুজুর পাক (সাঃ) আরও বলেন- জান্নাতের চাবি হচেছ নামাজ এবং নামাজের চাবি হচ্ছে অজু। অজু দ্বারা নামাজের দরজা খোলা হয় এবং তাহরীমা বেঁধে নামাজ শুরু করা হয় যেখানে তাহরীমা হতে সালাম না ফেরা পর্যন্ত দুনিয়াবী কোনো চিন্তা যদি দিলে আসে তাহলে সে নামাজ কখনই কবুল হয় না। তাই দয়াল নবী (সাঃ) আরও বলেছেন তোমরা যখন নামাজ পড়, এখলাসের সহিত পড়, খুশু খুজুর সাথে পড়, তাক্বওয়ার সাথে পড় এবং পারলে গভীর রাতেও কিছু কিছু ইবাদত করিও।

২। ধনীর কৃপণতাঃ

কোনো ধনী ব্যক্তি যদি তার সম্পদের মোহে অস্থির হয়ে যায় যেখানে সমাজের কাছে তার কৃপণতা প্রকাশ পায় তেমন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর লানত বর্ষিত হয়। তাছাড়া, কৃপণ ব্যক্তি যখন মারা যায়, বিরাট এক আফসোস নিয়ে অতৃপ্ত হৃদয়ে, দুনিয়া হতে সে চলে যায়।

৩। লজ্জাহীনা রমণীঃ

লজ্জাহীনা নারী সমাজে সংক্রামক ব্যাধি তুল্য। এদের মোহে আকৃষ্ট হলে খোদার গজবে পতিত হবে এবং আর্থিক কষ্টে পড়ে যাবে। কাজেই লজ্জাহীনা নারী হতে সর্বদা দূরে রবে।

৪। যুবকের অলসতাঃ

কোনো যুবক যদি অলসতা বসতঃ তার যৌবনকাল নষ্ট করে এবং বিদ্যা বা ধন কোনটাই উপার্জন করতে না পারে তাহলে সামাজিক দৃষ্টিকোণে তাকে গলগ্রহ হিসাবে আখ্যায়িত হতে হয়।

www.pathagar.com

তার অলসতা তাকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দিকে ধাবিত করে যেখানে সমাজ চোখে সে অত্যন্ত ঘৃণিত ও কুৎসিত বলে বিবেচিত হয়।

তাই হে যুবকগণ অসৎ আনন্দ হতে ফিরে এস, যৌবনকালকে উত্তম কাল মনে করে যত পার কষ্ট কর এবং গুরুজনকে মান্য করে 'মধুর জীবন' গড়ে তোল।

জ্বী-বন্ধু, মহান আল্লাহ্পাক বড়ই খুশি সব যুবকদের জন্যে-

(ক) যারা অকারণে কারও সাথে বিবাদ করে না এবং বিপদ সংঘটিত হওয়ার পুর্বে উহা বন্ধ করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্র আশীষ নেমে আসে সেই সব যুবকদের জন্যে যারা ক্রোধে ধীর এবং যারা অন্তরের বক্রতা পরিহার করে তাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও চিন্তা শক্তি সম্পর্কে সজাগ হয়েছে।

(খ) মহান আল্লাহ্পাক বড়ই খুশি সেই সব যুবকদের জন্যে যারা অনন্তকালের জীবনকে জ্বলন্ত আগুণে নিক্ষেপন হতে রক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

(গ) যারা কোমল উক্তির অভ্যাস করেছে, গলার স্বর নিচু করেছে ও ক্রোধ নিবারণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্পাক বড়ই খুশি।

তাছাড়া যে সমস্ত যুবক মিথ্যা হতে দূরে থাকে, ভাল স্বভাব গড়ে তোলে, মহান আল্লাহ্পাক তাঁর সন্তুষ্টির কথা ফেরেস্তাদের কাছে আনন্দ ভরে প্রকাশ করেন।

তাই, হে নবীন যুবক যে অভ্যাসগুলো মহান আল্লাহ্পাকের কাছে মোটেও গৃহীত নয়, তেমন অভ্যাসগুলো পরিহার করিও।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- পাঁচ

হে পাঠকহৃদয়, সমস্ত দুনিয়াকে যারা এক পয়সার বিনিময়েও কিনতে চাননি এবং মসনদের আশায় রাজাধীরাজও হতে চাননি, এমনকি জীবনের কামনা বাসনাকে পরিহার করে আল্লাহ্পাগল হয়ে পরজগতে, পরমাত্মার, পরম শান্তির জন্যে সমাজের প্রতিটি মানুষকে ডাক দিয়ে তাঁরা যে কথা গুলো বলেছেন; দিশেহারা এ সমাজের সবাইকে সে গুলো অনুধাবন করতে অনুরোধ করছিঃ-

(১) প্রকৃত প্রেমিকের শ্বাস আল্লাহ্র জিকির হতে কখনও খালি থাকে না।

(২) প্রকৃত প্রেমিক সেই, যে খোদা ব্যতীত কাহারও উপর ভরসা রাখে না।

(৩) তোমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকো এবং জীবনের আশার রশি কেটে দাও। শত তকলিফে অভিযোগ করিও না। আরাম হলে খোদার শোকরিয়া আদায় করো আর তকলিফে ভয় পেওনা। কেননা খোদার দেয়া জিনিসে ভয় পাওয়া এশ্কের বিপরীত।

জ্বী,সমাজের সবাই যদি তাদের হৃদয়কে কালিমা ও কুৎসিত চিন্তামুক্ত করতঃ মানবিক কল্যাণে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে তাহলে গোটা বিশ্বটাই একদিন হয়ত আনন্দে হেঁসে উঠতো।

৪। মরে যাবে তবুও কারও কাছে হাত প্রসারিত করবে না।

৫। কাহার কোনো জিনিস অনিষ্টের খেয়ালে দেখবে না।

৬। প্রকৃত খোদা প্রেমিক দুনিয়ার জন্যে ভাবে না কিন্তু খোদার জন্যে জান সোপর্দ করে।

৭। মহান আল্লাহ্পাক প্রত্যেক জিনিসের মালিক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর শক্তিশালী। মনে করিও ভাল মন্দ সব খোদার তরফ হতে আসে। প্রকৃত প্রেমিক সেই-যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করতে পেরেছে।

www.pathagar.com

৮। যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করতে চায় আল্লাহ্ তার হতে পৃথক হয়ে যান। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে আল্লাহ্পাক তার আনজাম করে দেন।

৯। কাউকে খারাপ মনে করিও না বা খারাপ বলিওনা। মনের মধ্যে কারও প্রতি শত্রুতার স্থান দিওনা। তার সাথে ভাল ব্যবহার করিও। ইহা হযরত আলী (রাঃ) এর নছিহত।

১০। মনে রাখিও, যে হৃদয়ে মহব্বত আছে তাহা শত্রুতা হতে দূরে থাকে।

১১। পূর্ণ বিশ্বাস রাখিও, যার ভাগ্যে যাহা আছে সে তাহা আবশ্যই পাবে; হয় মৃত্যুর সময়, নইলে মৃত্যুর পরে।

১২। আল্লাহ্র আশেক দুনিয়াকে বেখবর জানে। আশেকের শ্বাস বিনা জিকির হলেও ইহা ইবাদত।

১৩। যে লোভের মধ্যে ডুবে থাকে সে খোদা প্রেমিক হতে পারে না।

১৪। আশেকান ঐ ব্যক্তি যে অন্যের নিকট হাত পাতে না যদি কেউ কিছু দেয় তা সে ফিরায়ে দেয় না।

১৫। ঐ বিদ্যা হাসিল করো যা মৃত্যুর সময় কাজে লাগে এবং মৃত্যুর সময় মুখ হতে বের হয়।

১৬। মহব্বত কর। মহব্বতের দ্বারাই সব কাজ হয়। মহব্বত ব্যতীত নামাজ রোজা সব বেকার।

১৭। মারফত এমন একটি জিনিস খোদা যাহাকে দেন তাহার হয়, আর যাহাকে দেন না তাহার হয় না।

১৮। মসজিদ মন্দির ও গীর্জা যেখানে যাবে খোদা এক শান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবেনা।

তাই, বুজর্গানে দ্বীনের উল্লেখিত আমিয় বাণী সমুহ গভীরভাবে অনুধাবন করুন। দিলের চক্ষু খুলে যাবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-ছয়

হ্যাঁ পথিক– মহান আল্লাহপাক বার বার তাগিদ দিয়েছেন যে হে বনি আদম, তোমরা আলমে কবীর সম্পর্কে অবগত হও। আলম অর্থ জগত আর কবির অর্থ সবচেয়ে বড়।

আলমে আমর এবং আলমে খল্‌ক এই দুই জগত মিলেই হচ্ছে আলমে "কবীর"। আবার আলমে 'আমর' হচ্ছে অদৃশ্য জগত এবং আলমে 'খলক' হচ্ছে বাস্তব জগত। এই উভয় জগতের সৃষ্টি সমূহ জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ।

আলমে আমর অর্থাৎ অদৃশ্য জগৎ পরিবেষ্টিত হয়েছে নিম্নোক্ত জগৎ সমূহকে নিয়ে ঃ-

(ক) আলমে মালাকুত
(খ) আলমে রূহ্
(গ) আলমে বরজখ
(ঘ) আরশে মুয়াল্লাহ
(ঙ) লাওহে মাফুজ
(চ) জান্নাত-জাহান্নাম
(ছ) ছেদরাতুল মুনতাহা

(ক) আলমে মালাকুত ঃ

ইহা ফেরেস্তাদের জগৎ। এখানে কোটি কোটি ফেরেস্তা রুকুতে, কোটি কোটি ফেরেস্তা সেজদায় এবং কোটি কোটি ফেরেস্তা দন্ডায়মান হয়ে মহান আল্লাহ্‌পাককে তাঁরা স্মরণ করছেন।

www.pathagar.com

জ্বী বন্ধু, ইবলীস যাহাতে বিভ্রান্ত করতে না পারে তজ্জন্য প্রতিটি মোমেন বান্দার সর্ব শরীরে সর্ব মোট ৩৬০টি জোড়ায় জোড়ায় এক একজন ফেরেস্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্পাকের হুকুম অনুযায়ী কোটি কোটি ফেরেস্তা ইল্লিয়্যীন হতে সিজ্জিয়্যীন পর্যন্ত প্রয়োজন মাফিক পরিভ্রমণ করছেন। তাঁরা পূত ও পবিত্র। তাঁদের খাওয়া পরার কোনো বালাই নেই। তাঁরা মহান খোদার হুকুমের অপেক্ষায় সদা জাগ্রত।

(খ) আলমে রূহ ঃ

আলমে রূহ হচ্ছে রুহ্র জগৎ। এখানে একদিনে সমস্ত রুহ্কে সৃষ্টি করে রেখে দেয়া হয়েছে এবং প্রয়োজন মাফিক ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়ে থাকে।

জ্বী বন্ধু, মহান আল্লাহ্পাকের সৃষ্টিনৈপূণ্যতা কত যে বিচিত্র তা জ্বীন এবং ইনছানের বোধগম্যের বাইরে। দেখুন – প্রতিটি রুহ্কে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট করার সময় উক্ত রুহ্ সন্তান হয়ে ভুমিষ্ট হওয়ার পর একদিন যেখানে তার কবর হবে সেখানকার এক বিন্দু মাটির সংমিশ্রণে মালাকুল আরহাম নামক ফেরেস্তা কর্তৃক রুহ্কে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট করা হয়। (বই = দাকায়েকুজ আখবার, পাতা-২১, ইমাম গায্যালী (রহঃ)। কি বিচিত্র এই সৃষ্টি রহস্য, কি বিচিত্র দয়াময়ের কলাকৌশল!

আবার মাতৃগর্ভে সন্তানের মুখ যাহাতে অপবিত্র না হয়, তজ্জন্য নাভীর সাহায্যে তাকে খাদ্য খোরাক সরবরাহ করা হয়। হ্যাঁ পাঠকমন, মাতৃগর্ভে সন্তানের কি খাদ্য খোরাক তা কারও অজানা নয়।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহপাক অতিব পূত ও পবিত্র। তাই, যে সন্তান বড় হয়ে একদিন যে মুখ দিয়ে মহান আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে সেই হেতু মুখটাকে পবিত্র রাখা হয় এবং ভূমিষ্ট হওয়ার পর মুখ দিয়ে তাকে নরম খাদ্য প্রদান করা হয়।

ইহার পর শক্ত খাদ্য খাওয়ার নিমিত্তে দাঁত আসে এবং মাতৃগর্ভের সেই সন্তান একদিন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করে

তাই, কোনো বান্দা যখন নাফরবানী কওে তখন মহান আল্লাহ্‌পাক বড় নাখোশ হয়ে বলেন, (আফারাইতুম মাতুমনুন) তোমরা কি শুক্র বিন্দু সম্পর্কে ভেবে দেখেছো। (ফা ইজা হুয়া খাছিমুম মোবিন)- অতঃপর সে কিনা প্রকাশ্যে আমার বিরোধিতা করে।

জ্বী-রুহ্‌র কার্যকারিতা এখানেই শেষ নয়। প্রতিটি মানুষের মাঝে দু'টি করে রুহ্‌ বিদ্যমান আছে, স্বর্গজাত রুহ্‌ এবং মর্ত্যজাত রুহ্‌। স্বর্গজাত রুহ্‌ চির অবিনশ্বর কিন্তু মর্ত্যজাত রুহ্‌ ধ্বংসশীল।

তাই, রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে যে রুহ্‌ বিচরণ করে উহাই স্বর্গজাত রুহ্‌। দেহ পড়ে থাকে বিছানায় অথচ ঘুমন্ত মানুষ ঐ দেহ নিয়েই ঘুরে বেড়ায় বিভিন্ন জায়গায়। মৃত্যুর পরও ঐ দেহ নিয়েই সে ঘুরে বেড়াবে বিচারের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত। তবে কবরটাই হবে তার আসল ঠিকানা। এ পৃথিবীতে আগমনকারী প্রত্যেক রুহ্‌ই ফিরে পাবে তার দেহ এবং যৌবনকাল। ফয়ছালা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশের।

জ্বী-স্বর্গজাত রুহ্‌ অর্থাৎ আত্মার কোনো ক্ষয় নেই। উহা পরিবর্তনশীল মাত্র। পানি যেমন ঃ সমুদ্র হতে আকাশে এবং

www.pathagar.com

আকাশ হতে পৃথিবীতে খাল বিল নদী-নালা পরিপূর্ণ করে চলে আসে আবার সমুদ্রে। এখানে পানির কোনো পরিবর্তন নেই।

অনুরূপ স্বর্গজাত রূহ্ রুহ্র জগৎ হতে পিতৃ ঔরশে সেখান থেকে মাতৃগর্ভে এবং এরপর জন্ম নেয় পৃথিবীতে। জ্বী, কি বিচিত্র এই সৃষ্টি রহস্য! আবার রুহ্ ছোট থেকে বড়, বড় থেকে বুড়ো তারপর একদিন কবর হয়ে ফিরে যাবে রুহ্ সেই পরজগতে আলমে বরজখে এবং দুনিয়াবী ভালো-মন্দ কাজের উপর ভিত্তি করে তার উপর শান্তি অথবা শাস্তি বর্তাবে।

তাই, দয়াল নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে উম্মতগণ মহান আল্লাহ্পাকের কুদরতী নেয়ামত সম্পর্কে তোমরা একটু চিন্তা কর, চিন্তা কর তোমাদের হস্ত-পদ চক্ষু কর্ণ সম্পর্কে। শত কোটি অর্থ ব্যয়ে একটি চক্ষুকে কি কোথাও পাওয়া যাবে কোথাও?

জ্বী-বন্ধু, ভূ-মণ্ডলে তথা প্রতিটি মানুষের মাঝে মহান আল্লাহ্পাকের যে কুদরতী নেয়ামত (সৃষ্টিরহস্য) সন্নিবেশিত করা হয়েছে সে দিকে একটু ফিরে তাকাও, তাহলে মহান আল্লাহ্কে খুঁজে পাবে।

তাই, হে মুসাফির রুহ্ হচ্ছে মহান আল্লাহ্পাকের আদেশ মাত্র, যেখানে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহ্ওয়ালাগণ রুহ্ সমূহের আসল স্থান আরশের সঙ্গে মনোরম পরিবেশে দেখতে পান।

(গ) আলমে বরজখ ঃ

কেনো মাইয়্যেতকে কবরে নেওয়ার পর হতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত যে সময়কাল উহাই হচ্ছে বরজখ জীবন। দুনিয়ার জীবনে ভাল-মন্দ কর্মফলের উপর ভিত্তি করেই অতিবাহিত হবে সে জীবন। পারলৌকিক জীবন এবং

www.pathagar.com

প্রতিটি মানবাত্মার কবরই হচ্ছে তার আসল ঠিকানা। কবরাত্মা প্রতিটি মানুষের গমনাগমন উপলব্ধি করতে পারে। সেজন্য কবরের পাশ দিয়ে যাবার মূহুর্তে কবরবাসীকে "আসসালামু আলাইকুম ইহা আহালাল কবুরে" বলে সালাম জানাতে হয়। ঈদের দিন, জিয়ারতের সময় কবরবাসী তাহাদের আত্মীয়স্বজনকে চিনতে পারে। সেদিন তাহাদের আর আনন্দের শেষ থাকে না।

(ঘ) আরশে মুয়াল্লাহ্

ইহা সপ্ত আসমান উপরে আলমে আমর (অদৃশ্য জগৎ) এবং আলমে খলক সৃষ্টিজগত উভয় জগতের মধ্যখানে অবস্থিত (দেখতে ইয়াকুত পাথরের ন্যায়) ঢাকনা স্বরূপ।

(ঙ) লাওহে মাহফুজ

ইহা আলমে আমর অর্থাৎ অদৃশ্য জগতে মনিটরিং বোর্ড হিসেবে কাজ করছে। এখানে জন্ম হতে মৃত্যু প্রতিটি মানুষের ভাগ্য লিপিকা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং মহাগ্রন্থ কোরআনকে লাওহে মাফুজে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

(চ) জান্নাত-জাহান্নাম ঃ

অত্র বইয়ের ২নং অনুচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে।

(ছ) ছেদরাতুল মুনতাহা ঃ

ছেদরাত হচ্ছে গাছ এবং মুনতাহা হচ্ছে শেষ অর্থাৎ সর্বশেষ গাছ। ফেরেস্তাকুল হতে শুরু করে আর কাহারও ইহার উর্ধ্বে যাওয়ার বিধান নেই। একমাত্র দয়াল নবী (সাঃ) মেরাজ হতে ফেরার পথে উক্ত ছেদরাতুল মুনতাহার নীচে একটু বিশ্রামকালে বলেছিলেন হে মাবুদ তোমাকে যেভাবে চেনা উচিত ছিল আমি

www.pathagar.com

ঠিক সেভাবে চিনিতে পারি নাই (মা আরাফ নাকা হাক্কা মারে ফাতেকা)।

অনুচ্ছেদ-সাত

হে মুসাফির তুমি যদি তোমার হৃদয়কে জীবিত করতে চাও, তাহলে খারাপীর উৎস নাফসই হচ্ছে মহান খোদাকে পাওয়ার অন্তরায় (বাধাস্বরূপ)। যে তার নাফসকে পুরোপুরি ভাবে দমন করতে পেরেছে সেই সিদ্ধি লাভ করেছে।

তাই, তোমার এখলাসের তরবারী দ্বারা মাখলুকের যাবতীয় ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে কতল কর এবং সমস্ত কু-প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খাকে আল্লাহ্‌র মহব্বতে বলি দাও। দেখবে, তুমি খোদা পর্যন্ত পৌঁছে গেছো।

হযরত ছিররী ছাকতী(রহঃ) এর নাফস দীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) বৎসর যাবত মধু খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল কিন্তু তিনি সে ইচ্ছা পূরণ হতে দেননি। তাই, তিনি বলেছেন- যে পর্যন্ত তোমার নাফস মরে না যায় সে পর্যন্ত তোমার হৃদয় জীবিত হবে না। খারাপীর উৎস কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ মাৎসর্য্য কুপ্রবৃত্তিগুলো পরিহার কর তাহলে তোমার দিলের চক্ষু খুলে যাবে।

জ্বী- যে নিজের কু-প্রবৃত্তি গুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সেইতো মোমেন এবং যে তার নাফসের সাথে যুদ্ধ করে সেই প্রকৃত জিহাদী।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-আট

হে অনন্তপথের যাত্রী মুসাফির, তুমি কি মহাগ্রন্থ কোরআনকে সন্দেহ কর (আফাবেহাদাল হাদিসে ওয়া আনতুম, মুদহেনুন) জ্বী-না ইহার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। উক্ত কোরআনের প্রথমেই বলে দেয়া হয়েছে (যালিকাল কিতাবু-লা রাইবা ফিহে) ইহা ঐ কিতাব যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই)।

হ্যাঁ বন্ধু, বিশ্ব পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে, ইতিপূর্বে যা কিছু ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও যা কিছু ঘটবে সবই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মহাগ্রন্থ কোরআনে।

যে ব্যক্তি কোরআনকে আকড়ে ধরেছে, সম্মান দিয়েছে এবং গভীরভাবে বিনয়ের সাথে তেলাওয়াত করেছে সে ঐরূপ ধন্য হয়েছে যেমন আকাশ হতে বৃষ্টি নেমে মরুভূমিকে সমৃদ্ধ করে এবং বাগিচায় পরিণত করে।

কথিত আছে যে খোদা প্রেমিক আধ্যাত্মিক সাধক হযরত রাবেয়া বসরী কোনো এক জঙ্গলের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তন্ময় হয়ে মধুর সুরে কালামে পাক তেলাওয়াত করছিলেন। ইহাতে উক্ত জঙ্গলের পাখীরা তাঁকে ঘিরে ধরে রাখে এবং কালামে পাকের মধুর সুর হৃদয়াঙ্গম করে। ঠিক এমনি সময়ে হযরত হাসান বসরীও ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত রাবেয়া বসরীর কাছাকাছি হতেই পাখীরা সব পালিয়ে যায়। হযরত হাসান বসরী ব্যাথিত হন এবং হযরত রাবেয়া বসরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন- উত্তরে হযরত রাবেয়া বসরী জানান আপনি যদি মধুর সুরে কালামেপাককে তেলাওয়াত করতে পারেন তাহলে বনের পাখি কেন ফেরেস্তাকুল পর্যন্ত আপনার সান্নিধ্য চাবে, পরিতৃপ্ত হবে। কে পাখির গোস্ত ভোজী, পাখীরা তা বুঝতে পারে এবং সেখান থেকে তারা পালিয়ে যায়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-নয়

ভাই মুসাফির, তুমি কোনো সময় কাউকে মোশরেক, মোনাফেক-কাফির বলে গালিগালাজ করিও না এবং হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান জাতি ভেদাভেদে কাহারো প্রতি ঈর্ষান্বিত হইওনা। কেননা মহান সৃষ্টিকর্তাই জানেন কে মোশরেক, কে মোনাফেক এবং কে কাফের।

তুমি যাবতীয় ঈর্ষা পরিহার করে বিনয়, নম্রতা ও ভালবাসার প্রেমালীঙ্গনে এক মানুষ আর এক মানুষকে আঁকড়ে ধর, দেখবে গোটা সমাজ প্রতিহিংসার দাবানলে আর জ্বলবেনা।
তাই আমরা যদি প্রত্যেকেই এক অপরের কল্যাণ সাধনে ব্রত হই, নিশ্চয় এ ধরিত্রী একদিন নির্মল আনন্দে হেঁসে উঠবে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-দশ

ভাই মুসাফির, যখন কোনো আশেকান অনন্ত অস্তিত্বে আত্মালীন হওয়ার নিমিত্তে আধ্যাত্মিক সাধনায় অনুপ্রাণিত হয় এবং আত্মার পবিত্রতা হৃদয়ের বিশুদ্ধতায় আল্লাহর ওয়াহাদানিয়াত বা একত্ববাদকে মুলমন্ত্র হিসেবে সে তার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, তখনই শুরু হয় তার তাসাউফ বা সুফীবাদের উপর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ।

তাই, যখন কোনো সাধক রূহানী জিন্দেগী হতে রূহানী জগৎ এবং রূহানী জগৎ হতে রূহানী রশ্মি পেতে চায় তখন তাকে বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হয়ে আধ্যাত্মিক পথে এগুতে হয়। জ্বী তার সাধনার গভীরতা মোরাকাবা হতে ফানাফিল্লাহ্ এবং ফানাফিল্লাহ্ হতে বাকাবিল্লাহ্ পর্যন্ত উন্নীত করতে হয় যেখানে সুফিবাদের বিধি বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করতে হয়।

(ক)সাধককে বিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী হতে হয়।

(খ)নিশীথে নিভৃতে নির্জনকক্ষে মোরাকাবায় রত হতে হয়।

(গ)সাধককে মাখলুক হতে আলাদা হয়ে মহান আল্লাহকে ক্বালবে ধারণ করত: গভীর হতে গভীর ধ্যানে মোরাকাবায় চলে যেতে হয়। তবেই হয়ত রূহানী জগতের রূহানী রশ্মি তাহার নছিব হয় এবং সে তখন খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যায়।

এ সময় আশেকানের সারা শরীরে ৩৬০টি জোড়ায় জোড়ায় এক একজন ফেরেস্তাকে নিয়োগ করা হয় যাহাতে ইবলিস বিভ্রান্ত করতে না পারে। সাধক কুদরতী সহায়তা লাভ করে খোদাকে পাওয়ার নেশায় এক প্রকার উনমাদ হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এ সময় আশেকের হৃদয় হয় জ্বলন্ত অগ্নীকুন্ডসম তখন সে সে আগুনে জ্বলে যায়। তার দিলে তখন

(ক) ইবাদতের আধিক্য বেশী হয়।

(খ) দিল হতে দুনিয়ার আধিক্য উঠে যায়।

(গ) মহান সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকৌশল নিয়ে তার দিল মশগুল থাকে এবং

(ঘ) দুনিয়া হতে সে নিস্কৃতি চায়।

হ্যাঁ বন্ধু, পাথরের ভিতর যেমন আগুন আছে ঠিক তেমনি, সাধকের হৃদয়াগুন মহান খোদাকে পাওয়ার নেশায় অস্থির হয়ে যায়। অবশেষে সে নির্জনবাস বা জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

এ পথ বড় কঠিন পথ। নিজ নিজ তরীকার শায়েখের সাহচর্যে থাকতে হয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-এগার

হ্যাঁ বন্ধু, তুমি কি শুক্রবিন্দু সম্পর্কে চিন্তা করেছো (আফারাইতুস মা তুমনুন। সুরা ওয়াক্বিয়া-৫৮ আয়াত)। যেখানে তুমি পূর্বেও ছিলে না, পরেও থাকবে না। তাই, ক্ষণস্থায়ী বিশ্বে অধিক সম্পদের মোহে নিজের আরাম আয়েশকে বিসর্জন দিয়ে ব্যস্ততার পাগলা ঘোড়ায় আরোহন করে ভীষণ ছুটাছুটি করছ। ইহা তোমার নিছক পাগলামী। ইহাতো বলার অপেক্ষা রাখে না যে নিশ্বাস বন্ধ হলে এ দেহ যে পঁচে যাবে, সেখানকার সম্পদ সেখানে রবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জ্বী-মহান আল্লাহপাকও ইঙ্গিত করেছেন তুমি আসমানে কিংবা জমিনে যতই সৌখিন বাড়ীঘর তৈরী কর, দুনিয়ার রং উল্লাসে মেতে থাক - তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে (ছুম্মা এলাইহে তুরজাউন- সুরা ইয়াছিন)।

তাই হে মুসাফির- তুমি দুনিয়ার যেপ্রান্তেই অবস্থান করোনা কেন মৃত্যু তোমাকে একদিন পাকড়াও করবেই। তুমি যদি অতই শক্তিশালী হও তাহলে মৃত্যুর সময় চলে যাওয়া আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনতে পার না কেন! তাই দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে একটু অন্ততঃ ভাবো-

কোথায় ছিলে, কোথায় এলে
আবার তোমার ওঘর শূণ্য করে।
একদিন কোথায়বা
যাবে চলে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-বার

হে মুসাফির,তোমার অনেক বয়স হয়েছে, অস্থিচর্ম নুয়ে যাচ্ছে, অলসতা, ক্ষীণতা ভীরুতা তোমাকে পেয়ে বয়েছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে গভীর বিশ্বাসে মহান আল্লাহ্পাকের নিম্নোক্ত নাম দু'টি আমল করো, ইনশাআল্লাহ মনে এক অনাবিল আনন্দ বিরাজ করবে। শত্রু, দুশমন ও দুরাচাররা আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। লক্ষ টাকার ঔষধের চেয়ে মহাশক্তিশালী। এ নাম দু'টি ঃ-

(ক) ইয়া কাবিয়্যু

(খ) ইয়া মাতিনু

কাযা না করে ফজরের নামাজ বাদ ১৩০ বার পড়তে হবে। যদি তাড়াতাড়ি ফলাফল পেতে মন চায় তাহলে ২২৬ বার। যদি আরও তাড়াতাড়ি ফলাফল পেতে চান তাহলে ১০০০ বার পড়তে হবে।

জ্বী-সকল আমলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে – মিথ্যা পরিহার পূর্বক হালাল রিজিক ও হালাল পোষাকে অভ্যস্থ হওয়া।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-তের

হ্যাঁ বন্ধু, অসুর প্রকৃতি লোকদের সংস্পর্শে আসিও না,

(ক) এরা বিশৃংখল সৃষ্টির মানুষ

(খ) পরকাল নষ্টের মানুষ

(গ) স্বর্গসুখ নষ্টের মানুষ

মানবজীবনের কর্মফল অনুযায়ী শুরু হবে শ্মশান ও কবর দরজার ওপারে আসছে ঐ যে আর এক জীবন, সেই অনন্ত জীবন। অনন্ত জীবন সম্পর্কে এরা অজ্ঞ। অনন্তজীবনকেও এরা মানে না। তাই এদের থেকে বহু দূরে থাকিও। অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান যিনি সেই পরমশ্বেরকে পাওয়ার প্রয়াসে সার্বক্ষণিক অন্তর অনলে জ্বলিও। তবেই হয়ত কোনো একদিন নূরে তাজল্লীর দেখা মিলবে।

বিশ্বমানবকুল যে তিনটি জিনিষের প্রতি আসক্ত কিন্তু আসলে উহারা কাহারও নয়। আর তা হচ্ছে –

(১) খারাপির উৎস নাফস ঃ

উহা সকল কু-প্রবৃত্তির উন্মত্ততার উৎস এবং ইবলীসের সহযোগী। নাফসকে যে আয়ত্বে আনতে পেরেছে সেই আল্লাহর নৈকট্য লাভে সফলতা অর্জন করেছে। খারাপির উৎসসমূহ হচ্ছে – কাম, ক্রোধ লোভ, মদ,মোহ, মাৎসর্য। এগুলো হতে বহু দূরে থাকাই হচ্ছে নাফসের সহিত বড় জিহাদ।

www.pathagar.com

(২) **রুহ্ ঃ**

ইহা আল্লাহ্‌র হুকুম মাত্র। মহান আল্লাহ্‌পাকের হুকুমে মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয় এবং তাঁরই ডাকে একদিন দেহ পিঞ্জর ছেড়ে পরপারে চলে যায়। ইহা কাহারও অধীন নয়। মহান খোদার আদেশে ইল্লিয়্যীন হতে সিজ্জিয়্যীন পর্যন্ত বিচরণ করে থাকে।

(৩) **অর্থ ঃ**

অসংখ্য চাহিদা নিয়ে বিশ্ব-মানবকুল শত চেষ্টা করেও পারছে না ইহাকে ধরে রাখতে। শান্তির চেয়ে অশান্তির কারণই বেশি।

উল্লেখিত তিনটি জিনিসের প্রতি বিশ্বমানবকুল খুবই আসক্ত কিন্তু উহারা কাহারও নয়।

ঠিক একইভাবে বিশ্ব মানবকুল হন্নি হয়ে খুঁজছে ২টি জিনিষকে। কিন্তু পাচ্ছে কি ? পাচ্ছে নাঃ তা হচ্ছে (ক) আনন্দ, (খ) শান্তি।

তাই তুমি দয়াময়ের কাছে চলে এসো। আসার মত এসো। পরম শান্তি আসবে। আনন্দে হৃদয় নেচে উঠবে।

তুমি যদি সজাগ হও তোমার কর্মফল সম্পর্কে এবং তোমার জ্ঞান গরিমা কতটুকু ব্যয় করেছো ভালোর দিকে, ন্যায়ের দিকে এবং কল্যাণের দিকে তাহলে পারলৌকিক জীবনে তুমি শান্তি পাবে। তোমার মন অবশ্যই নির্মল আনন্দে হেঁসে উঠবে যদি তুমি দানবীয় ইন্দ্রিয়সমূহ কাম, ক্রোধ, লোভ সম্পর্কে একটু সজাগ হও।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-চৌদ্দ

প্রিয় পাঠকমন, 'মা' যে বড় ধন তা কি একবারও চিন্তা করে দেখেছো। ইহা নিশ্চিত জানিও মাতা পিতার দোয়া পর জগতে নাজাতের উছিলা। কোনো কারণে 'মা' যদি দুঃখ পান। কষ্ট অনুভব করেন তাহলে অমঙ্গলের গহিন সাগরে পতিত হয়েছো মনে করিও।

তুমি হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর গভীর রাতে মায়ের পিপাসা নিবৃতির ঘটনাকে একটু স্মরণ কর। তাহলে আশ্বস্ত হবে। বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) মায়ের দোয়ার বরকতে জবরদস্ত ওলীর পদ লাভ করেছিলেন।

হ্যাঁ বন্ধু, তুমি যদি তোমার সন্তানের দিকে একটু তাকাও, তাহলে তোমার গর্ভধারিনী মাকে অনুভব করতে পারবে। তুমি যদি জীবনভর মায়ের সেবা করো তবুও মায়ের এক ফোটা দুধের ঋণ পরিশোধ করতে পারবেনা। দয়াল নবী(সাঃ)ও এরশাদ করেছেন মাতা-পিতার পদতলে সন্তানের বেহেস্ত। মাতাপিতা যেন – তোমার কথায়, কাজে, ব্যবহারে এতটুকু কষ্ট না পান সে দিকে খেয়াল রাখিও।

তুমি যদি একটু চিন্তা করো যে মাতৃগর্ভে তোমাকে যিনি হেফাজত করেছেন, দুনিয়াতে রেখে রিজিকের ব্যবস্থা করেছেন, সেই পালনকর্তার হুকুম আহকাম গুলো কতটুকু মেনে চলেছো এবং গর্ভধারিনী অসহায় মা কবরে যদি সত্যি আযাবে গ্রেফতার হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর মাগফেরাতের জন্যে তোমার

www.pathagar.com

চিন্তাশক্তিকে কতটুকু ব্যয় করেছো, এ নিয়ে একটু অন্ততঃ ভাবিও।

অনুচ্ছেদ-পনের

মহান আল্লাহ্পাক জান্নাতের জিম্মাদার তাদের জন্য –

(ক) যারা জীবনভর কু-প্রবৃত্তি হতে তাদের মনকে ফিরায়ে রেখেছে।

(খ) যারা সমাজ প্রতিনিধি হয়ে অপরাধ অনুযায়ী ন্যায্য বিচার করেছে।

(গ) যারা যৌবনে পদার্পণের পর নির্জনে বসে তাদের মাবুদের জন্যে রোঁদন করেছে।

(ঘ) যাদের অন্তর মসজিদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং যারা তাকওয়া তাওয়াক্কুল সম্পর্কে সজাগ হয়েছে। সেইসব বান্দাদের জন্যে আল্লাহ্পাক জান্নাতের জিম্মাদার।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-ষোল

মহান আল্লাহ্পাক বার বার ইঙ্গিত করেছেন যে হে বান্দা তোমরা অধিক রিজিক পাওয়ার নেশায় দুনিয়ার পানে ছুটিওনা। রিজিক ইহাতো আমার হাতে। তোমাদের মধ্যে যার ভাগ্যে যতটুকু রিজিক নির্ধারণ করা হয়েছে, তার অতিরিক্ত তোমরা পাবে না।

পাখিদের দিকে তাকাও। সারাদিন আহার করে তারা গাছের ডালে ফিরে আসে। আগামীকাল কি খাবে সে সংস্থান তাদের নেই। ঠিক তেমনি সমুদ্রে মাছ ডিম ছেড়ে চলে যায়, সে ডিমকে আমিই রক্ষণাবেক্ষণ করি। মাছ একদিন বড় হয়ে আবার তোমাদের কাছে চলে আসে। তোমরা একটু লক্ষ্য কর, আমার সৃষ্টিতে এমন কোনো ভ্রমণশীল প্রাণী নেই যার রিজিক আমার আয়াত্বাধীন নহে।

অনুচ্ছেদ-সতের

আবহমানকাল ধরে বিদায় নিচ্ছে এ পৃথিবীর মানুষ। বিবি বাচ্চা, সংসার, সম্পদ এগুলো কোনোভাবেই আটকাতে পারছেনা মৃত্যু পথযাত্রীকে। কেউ বিদায় নিচ্ছে রোগ ভোগের পর, কেউ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আবার কেউবা বার্ধক্যের কারণে হার্টফেল করে। মহান সৃষ্টিকর্তার চিরাচরিত বিধি বিধানের ফাটল হয়নি আজও। তাই তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন,"তোমাদেরকে আমার কাছে ফিরে আসতেই হবে।" পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকো মৃত্যু তোমাদেরকে একদিন পাকড়াও করবেই এবং মৃত্যুর করুন চিত্র তোমাদের প্রত্যেকের জীবনে দেখা দেবেই।

www.pathagar.com

পাঠক ভাই, সেদিন দেখলাম, ছোট দু'টি সন্তানের জনক, হাঁসিখুশি মনের মানুষ, সাদেকুল ইসলাম গভীর রাতে হার্টফেল করে মৃত্যু বরণ করেছেন। শিক্ষক জীবনে তার সুনাম অনেক। আমারও পাশ্ববর্তী গ্রাম। তাই দেখতে গেলাম। দেখলাম শুভ্র কাফনে তাকে ঢেকে রাখা হয়েছে। পাশে দু'টি সন্তান জলভরা চোখে লাশের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বলছিল। আব্বু আমাদের অনেক কিছু কিনে দেবেন, বেড়াতে নিয়ে যাবেন, গত রাতে পড়ার টেবিলে ওয়াদা করেছেন।

হাঁ বন্ধু (পাঠকমন), শিক্ষক সাদেকুল ইসলাম আর কোনো দিন ফিরে আসবেনা, কোনো দিন আর তার সন্তানকে দেয়া ওয়াদা পূরণ হবে না এ কথা আমাদের একটু ভেবে দেখা উচিৎ।

লক্ষ্য করলাম আকাশটা যেন মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে। মেঘাবৃত জলবিন্দু তার টলমল বারিধারায় গোটা বিশ্বটাকে হয়তো এখনিই ছয়লাব করে দেবে।

হ্যাঁ-বন্ধু, ঐ সাড়ে তিন হাত মাটির নীচে শিক্ষক সাদেকুল ইসলাম হারিয়ে গেছে। আমরাও একদিন হারিয়ে যাবো তাঁরই মতো ভিন্ন আর এক জগতে (আলমে বরজখে) ঃ-

তাই আসুন একটু অন্ততঃ ভাবি –
যাদের চুল পেকেছে,
দাঁত পড়েছে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে,
তাদের জীবন প্রদীপ
নিভে যাওয়ার আর কতদিন বাকি!

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-আঠার

হে পথিক ! তুমি যদি জীবন ভর লাখো বালতি পানি তুলে সাগরকে শুকাতে চাও, তা তুমি কখনই সক্ষম হবে না। কেননা ইহা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ঠিক তেমনি, মহান খোদার কুদরতী নেয়ামত মানুষের জবান। সে জবানে সমস্ত দিন ধরে শত কথা বললেও তা কখনও নিঃশেষ হবে না। এ যে সৃষ্টিগত ঐশ্বরিক বিধান।

তাই, হে বন্ধু-তুমি অকারণে কখনও তোমার জবানকে ব্যয় করিওনা। যে কথা বললে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ হয়, তেমন কথাই বলিও। এটা নিশ্চিত যে জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তুমি তোমার জবানকে ভালোর দিকে, কল্যাণের দিকে মন্দ কিংবা অকল্যাণের দিকে যে ভাবে ব্যয় করবে তাঁর জবাবদীহিতা করতে হবে কাল কিয়ামতের মাঠে।

জ্বী, কাল কিয়ামতের মাঠে বন্ধ করে দেয়া হবে প্রতিটি বনি আদমের জবানকে। হস্তদ্বয় কথা বলবে, পদদ্বয় স্বাক্ষী দেবে এবং রেকর্ডকারী ফেরেস্তার রেকর্ড অনুযায়ী ফয়ছালা হবে জান্নাত অথবা জাহান্নামে প্রবেশের।

হে পরিভ্রমণকারী মুসাফির, মহান আল্লাহপাক কণ্ঠনালী হতে অতি নিকটে (নাহানু আকরাবু ইলাইহে মিন হাবলুল অরীদ)। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে, জ্বী বন্ধু,

www.pathagar.com

প্রদীপের আগুনের সহিত তেলের সম্পর্ক যেমন বিদ্যমান, ঠিক তেমনি মহাশক্তির আঁধার বিশ্ব প্রভুর সহিত প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুর সম্পর্কও বিদ্যমান। তাই আসমান ও জমিন ভেদ করে যতই অগ্রসর হও তাঁর সীমার বাহিরে যেতে পারবে না।

তিনি এমনই দয়ার সাগর যে তিনি কখনই বান্দার কোনো কষ্ট সহ্য করতে পারেন না। বান্দা যে ধর্মেরই আনুগত্যে বিচরণ করুক না কেন, হউক না সে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, তিনি অতি দয়ার সুরে ডাক দিয়ে বলেন হে আমার বান্দা তুমি যদি আমার হুকুম নাও মানো, আমার ইবাদত যদি নাও করো কিংবা আমার আনুগত্য যদি তোমার ভালো নাও লাগে তবুও তোমার রিজিক আমি তোমার কাছে পৌঁছে দেব।

তাই হে বন্ধু, যে প্রভু তোমাকে এত ভালোবাসেন, রিজিকের ফয়সালা দিয়ে থাকেন, তাঁর হুকুম আহকাম পরিপালনে কেন এত অনিহা ! দাম্ভীকতার মাতাল অশ্বে আরোহন করে কোথায় চলেছো তুমি, কি লাভ এতে ! মৃত্যুর সময় চলে যাওয়া আত্মটাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে কি। হ্যাঁ বন্ধু হায়াতে জিন্দেগীর সময় সীমা ফুরিয়ে গেলে কেউ রবেনা এ পৃথিবীতে। তাই একটু অন্ততঃ ভাবো, ভাবো এখনই যদি ডাক আসে তাহলে কি সামান নিয়ে শেষ খেয়া পাড়ি দিচ্ছ! এ নিয়ে একটু অন্নতঃ ভাবো।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-উনিশ

হে মুসাফির মহান আল্লাহপাক তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী করে তিনি প্রতিনিধিত্বদান করেছেন এবং সেই সাথে প্রতিটি বান্দার প্রতি মূহুর্তের কৃতকর্মকে সঠিকভাবে নিরূপন করার নিমিত্তে প্রত্যেকের জন্যে তিনজন করে ফেরেস্তাকেও নিয়োগ করেছেন।

প্রথমতঃ প্রতিটি বান্দার ভাল বা পূণ্যের কাজকে নিরূপণ করার জন্যে একজন ফেরেস্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে (যিনি ডান ঘাড়ে অবস্থান করেছেন এবং যাবতীয় ভাল কৃতকর্ম নিরূপণ করে থাকেন। এ প্রেক্ষীতে রাসুলে পাক (সাঃ) বার বার এরশাদ করেছেন যে তোমরা ভালো কথা বলতে এবং ভালো কাজ করতে অভ্যস্থ হও কেননা যাররা পরিমাণ ভালো কাজের পুরস্কার হতে তোমারা কখনই বঞ্চিত হবে না। কাজেই ভালো কাজে অভ্যস্থ হইও।

দ্বিতীয়তঃ যাবতীয় মন্দ বা গোনাহ্‌র কাজকে নিরূপন করার জন্যে আর একজন ফেরেস্তাকে নিয়োগ করা হয়েছে যিনি বাম ঘাড়ে অবস্থান করছেন। জ্বী-বন্ধু মন্দ বা অভালো কাজ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, তার শাস্তি হতে কেহই রক্ষা পাবেনা।

তৃতীয়তঃ প্রতিটি মূহুর্তের কথোপকথনকে রেকর্ড করার জন্যে পরিভ্রমণকারী অপর একজন ফেরেস্তাকেও নিয়োগ করা হয়েছে (মা আরেফুল কোরআন:১৩০-৩১) এবং কাল কেয়ামতের

www.pathagar.com

মাঠে হায়াতে জিন্দেগীর সমস্ত কথোপকথনের রেকর্ডসহ পাপও পূণ্যের আমল নামা সমূহ প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচরে আনা হবে। যেখানে মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে অর্থাৎ জবান বন্ধ করে দেয়া হবে। হস্তদ্বয় কথা বলবে, পদদ্বয় স্বাক্ষী দেবে।

তাই, হে মুসাফির তোমার ভিতর যদি এমন চিন্তা জাগে যে তুমি যা কিছু বলছো মহান আল্লাহ্পাক তা শুনছেন এবং তুমি যা কিছু করছো তিনি তা দেখছেন তাহলে এমন কাজ করিওনা যে হাতের গোনাহ হয়, এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিওনা যে চোখ দু'টি কলুষিত হয় এবং এমন স্থানে গমন করিওনা যে তোমার পায়ের গোনাহ হয়। অনুরূপভাবে এমন কথা বলিওনা যে আল্লাহ্পাকের নাফরমানী হয়।

তুমি যদি মহান আল্লাহ্পাককে পুরোপুরিভাবে ভয় কর
কুফর-শেরেক হতে দূরে থাকো
হারাম বর্জন কর,
দিলে তাকওয়া প্রতিষ্ঠা কর
গভীর ঈমানের অধিকারী হতে পারো এবং
পরহেজগারী হাসিল করো; তাহলে
জান্নাত তোমার জন্য ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-বিশ

হে পরিভ্রমণকারী (মুসাফির), মহান সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির শক্তি কেন্দ্র। তুমি যদি প্রতিদিন এ দুনিয়ার যাবতীয় মোহ থেকে একটু আলাদা হয়ে নির্জনে বসে প্রাণ ভরে আল্লাহু রবে তাঁকে সমরণ কর এবং এভাবে বল যে হে দয়াময় শক্তির আঁধার-

আমাকে মাফ করে দাও;
আমার মা-বাবাকে মাফ করে দাও
এবং যত মোমিন-মুসলীম নরনারী
ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকেও মাফ
করে দাও। তাহলে দেখবে মহান

সৃষ্টিকর্তার কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর পতিত হয়েছে এবং তোমার মন রূহানী রসে পরিতৃপ্ত হয়ে তোমাকে তাঁর দিকে, তাঁর হাবীবের দিকে এবং তাঁর দ্বীনের দিকে আকর্ষিত করেছে।

তাই তোমার আত্মা যখন অনন্তময়ের গভীর প্রেমে "প্রেমময়" হবে তখন তুমি দেখতে পাবে যে সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর সহিত মহান সৃষ্টিকর্তার ঐরূপ সম্পর্ক যেমন প্রদীপের আগুনের সহিত তেলের সম্পর্ক বিদ্যমান। ইহা তোমার দৃষ্টি গোচরে আসবে।

হে মুসাফির- শরীয়তে যাহা নিষেধ উহা বর্জন কর এবং যাহা আদেশ উহা গ্রহণ কর। আদেশ নিষেধের পরিপূর্ণতাই হচ্ছে তাকওয়া। জ্বী, কোরবানীর রক্ত মাংস মহান আল্লাহ্‌র দরবারে পৌঁছায়না, পৌঁছায় 'তাকওয়া'।

তাই মহান আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার আঁখিজল সমস্ত সৃষ্টি বস্তুর চেয়ে বড় মধুর। জ্বী! মহান আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমার চক্ষু যদি কোনোদিন ক্রন্দন করে এবং তাঁরই রাস্তায় জাগরিত থেকে রাত্রি যাপন করে, তাহলে সে চক্ষুকে দোজখের আগুন কখনই স্পর্শ করবেনা। তাই দুনিয়াতে তুমি যদি বেশী বেশী করে কাঁদতে পারো আখেরাতে খোঁশ হবে এবং দুনিয়াতে খোদাকে যদি বেশী বেশী করে ভয় করো তাহলে আখেরাতে নির্ভয় থাকবে।

www.pathagar.com

অনচ্ছেদ-একুশ

হে অনন্তপথের যাত্রী মুসাফির, তুমি যদি মদীনার ধুলো বালিকে সুরমা হিসাবে মেনে নাও, তাহলে পশ্চাত্যের অশ্লীল দৃশ্যগুলো তোমার চোখ দু'টোকে আ'র প্রতারিত করতে পারবে না এবং নিশীথে নিভৃতে মহান খোদার প্রেমে তোমার আঁখি জল যদি ঝরে কিংবা তোমার একটি কান্না, একটি অনুতাপে খোদার আরশ কেঁপে উঠে, তাহলে দেখবে দয়াল নবী(সাঃ) ছুটে এসেছেন তোমার আঁখিজল মুছে দিতে। হ্যাঁ বন্ধু, তুমি যদি অতি মহব্বতের সুরে রাসুলেপাক (সাঃ) কে ডাকতে পারো কিংবা এক হাজার বার (এভাবে) সালাম প্রেরণ করতে পারো ঃ

(ক) আচ্ছালাতু আসসালামু আলায়কা ইয়া রাসুলুল্লাহ্
(খ) আচ্ছালাতু আসসালামু আলায়কা ইয়া নাবী উল্লাহ্
(গ) আচ্ছালাতু আসসালামু আলায়কা ইহা হাবীবুল্লাহ্

তাহলে তিনি আর স্থির থাকতে পারবেন না এবং ঐ রাতেই স্বপ্নযোগে ছুটে আসবেন তোমার সালামের জবাব নিতে। সাক্ষাৎ নছিব হলে, তুমি বিজয়ী হবে উভয় জগতের।

হাদিস সুত্রঃ দয়াল নবী(সঃ) কে সালাম পৌছানোর নিমিত্তে একজন ফেরেস্তা সব সময় নিয়োজিত আছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই দরুদ পড়া হউক না কেনো উহা তাৎক্ষণিক দয়াল নবী(সঃ) এর কাছে পৌছানো হয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-বাইশ

তাকওয়াঃ তাকওয়া হচ্ছে ভয়। তাই হে মুসাফির, তোমার হৃদয়ে তাকওয়া যদি বদ্ধমূল হয় তাহলে তোমার গোনাহর ফেরেস্তা তোমার আমলনামাকে কলুষিত করতে পারবেনা। জ্বী বন্ধু, স্বচ্ছ আমলনামাই হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের একমাত্র সোপান এবং জান্নাতে স্বর্ণখচিত কক্ষে বালিশে (তাকিয়া) ঠেশ দিয়ে অপেক্ষমান তোমার সঙ্গি মনমোহিনী 'হুর' যাকে ইতিপূর্বে কোনো জ্বিন বা ইনছান কেহই দেখে নাই, তার সঙ্গে তোমার অবস্থান হবে অনন্তকাল ধরে (সুরা রহমান)।

উভয় উভয়কে দেখে এত ভালো লাগবে এই জন্যে যে প্রতিদিন উভয়ের রূপ-লাবন্যের পরিবর্তন ঘটবে। উন্মত্ত-যৌবনা দু'টি মন, মুক্ত বিহঙ্গের মত ছুটে বেড়াবে জান্নাতের তুবা বৃক্ষের ছায়ায়। এ ছায়ার এত বিস্তৃতি যে তা জ্বিন এবং ইনছানের বোধগম্যের বাইরে যেখানে ফুটন্ত ফুলের সৌরভে মোহিত করবে উভয়কে। উভয়েই ফরিয়াদ করবে যে, হে পরওয়ারদেগার এ ভালোলাগার যেন আর শেষ না হয়। শেষ না হয় এত নিবিড় করে পাওয়া একটু পরশ, একটু ছোয়ার। তাই হে বন্ধু তুমি যদি তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাকওয়া সম্পর্কে একটু সজাগ হও, তাহলে তোমার আমলনামা কোনোদিন কলুষিত হবে না এবং কবর দরজার ওপারে আসছে ঐযে এক জীবন সেই অনন্তজীবনে তুমি হবে ধন্য।

www.pathagar.com

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাকওয়া সমূহ ঃ

(ক) চোখ দুটোকে কলুষিত না করা এবং খারাপ দৃষ্টি হতে চোখ ফেরানোই হচ্ছে চোখের তাকওয়া;

(খ) মিথ্যা ও গর্হিত কথাবার্তা হতে জিহ্বাকে সংযত করাই হচ্ছে জিহ্বার তাকওয়া;

(গ) হাতের দ্বারা এমন কাজ না করা যে হাতের গোনাহ হয়;

(ঘ) এমন স্থানে গমন না করা যে পায়ের গোনাহ হয়;

(ঙ) অনুরূপ গান-বাজনা এবং কাহারও গীবত না শোনাও হচ্ছে কানের তাকওয়া;

(চ) হারাম দ্রব্য ভক্ষণ না করাও হচ্ছে পেটের তাকওয়া অর্থাৎ শরীয়ত বিরোধী যাবতীয় কৃতকর্মই হচ্ছে তাকওয়ার অন্ত র্ভূক্ত। তুমি ভীত হও। তোমার রিজিকের ফয়সালা হবে অজানা কোনো এক স্থান হতে এবং দুঃখ-ক্লেশ রহিত হয়ে গোটা পরিবার একদিন হেঁসে উঠবে গভীর সংযমের জন্যে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-তেইশ

তাওয়াক্কুলের ইতিহাসে বিজয়ী দু'জন বীরঃ-

হে পথিক-যখন তুমি কোনো কিছু চাও, তখন মহান আল্লাহ্‌র কাছেই চাও। কেননা সমস্ত মাখলুক হতে মনটাকে ফিরিয়ে এনে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাস ও গভীর নির্ভরতা স্থাপন করাই হচ্ছে তাওয়াক্কাল-তু-আলাল্লাহ্‌।

মহান আল্লাহ্‌ পাক বলেন যখন কোনো বান্দা আমার প্রতি অটল বিশ্বাস রেখে আমার দিকে একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকে আমিও তখন তার দিকে হাটতে থাকি এবং যখন সে আমার দিকে হাঁটতে থাকে, আমিও তখন তাঁর দিকে দৌড়াতে থাকি (এখানে অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ হতে থাকে)।

তাই, যখন তুমি কোনো কিছু চাও, গভীর নির্ভরতার সহিত মহান আল্লাহর কাছেই চাও। জ্বী-বন্ধু, তাওয়াক্কুলের গভীরতা কত বড় গভীর ছিল যে হযরত ইব্রাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপণকালে মহান আল্লাহ্‌পাক স্বয়ং সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেননি। অর্থাৎ নমরুদের আদেশ মোতাবেক দীর্ঘ ৪০ (চল্লিশ) দিন যাবত লাল আগুনকে নীল আগুনে পরিণত করে সে আগুনের মধ্যে হযরত ইব্রাহীমকে নিক্ষেপনের যে আদেশ ছিল সে আদেশ ছিল বড় ভয়ংকর এবং হৃদয় বিদারক করুণ আদেশ।

তাই, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে নিক্ষেপের পূর্বমূহুর্তে ফেরেস্তাকুল পর্যন্ত নিরব থাকতে পারেননি। তাঁরা নবীপাককে বলেছিলেন যে হে নবী, খোদার দোস্ত, আপনি বলুন আমরা আগুনকে নিভায়ে দেই। ইহাতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কি বলেছিলেন! বলেছিলেন যে, যেহেতু মহান আল্লাহ্‌পাক আমার কণ্ঠনালী হতে অতি নিকটে, তিনিই দেখছেন আমার এ করুণ

www.pathagar.com

দৃশ্য। সুতরাং তোমাদের সাহায্য মহান আল্লাহ্পাকের অভিলাষের অন্তরায়। অভিলাষকে সমুন্নত থাকতে দাও। হে পাঠকহৃদয়, ইহাই হচ্ছে অটল বিশ্বাস এবং গভীর নির্ভরতা,প্রকৃত তাওয়াক্কুলের নিদর্শন। আগুনের লেলীহান শিখাকে তুচ্ছজ্ঞান করে জীবনের মায়াকে বিসর্জন দিয়ে মহান আল্লাহ্র প্রতি যে গভীর প্রেম সেইতো প্রকৃত নির্ভরতা এবং ইহাই হচ্ছে প্রকৃত তাওয়াক্কাল-তু-আলাল্লাহ্।

জ্বী-বন্ধু, অগ্নীকুণ্ডে নবীকে নিক্ষেপের পূর্বমূহুর্তে ফেরেস্তাকুল মহান আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করেন যে, হে মাবুদ তোমার নবী হযরত ইব্রাহীম(আঃ) কে জ্বলন্ত আগুন হতে রক্ষা করো। মহান আল্লাহ্পাক ছিলেন নিরুত্তর। তিনি সর্বজ্ঞানী। তিনি জানতেন তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে হযরত ইব্রাহীম একদিন তার কোলের শিশু ইসমাইল সহ তার স্ত্রী, বিবি হাজেরাকে বনবাসে সেই মরু প্রান্ত রে রেখে এসেছিল এবং তারই সন্তান ইসমাঈলকে কোরবানী দিতে সে দ্বিধাবোধ করেনি। আজও তার অটল বিশ্বাস এবং গভীর নির্ভরতা তাকে বিজয়ী করবে।

হ্যাঁ বন্ধু-এ মূহুর্তে অগ্নীকুন্ডকে লক্ষ করে মহান আল্লাহ্পাক আদেশ করেন যে, হে অগ্নীকুণ্ড তুমি ঐরূপ ঠাণ্ডা হয়ে যাও যেন আমার ইব্রাহীমের একটি পশমও পোড়া না যায়। আর তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে অগ্নীকুণ্ডে নিক্ষেপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবী ইব্রাহীম(আঃ) জান্নাতি সুখ অনুভব করেছিলেন। এ দৃশ্য অবলোকন করে তৎকালিন মনুষ্য সমাজ এবং নমরুদ সিংহাসনও প্রকম্পিত হয়েছিল। নমরুদের প্রতি আস্থাশীল শত শত মানুষ মহান আল্লাহ্পাক ও নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বিজয়ী হয়েছিলেন তিন তিনটি কঠিন পরীক্ষায় ঃ-

www.pathagar.com

(ক) তিনি কুণ্ঠিত হননি তাঁর স্ত্রী ও পুত্র ইসমাইলকে মরু প্রান্তরে বনবাস দিতে;

(খ) পুত্র ইসমাইলকে কোরবানী দিতে;

(গ) মহান আল্লাহর প্রেমে জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে অগ্নীকুণ্ডে ঝাপ দিতে।

ইহাই হচ্ছে তাওয়াক্কুলের গভীরতা এবং মহান আল্লাহর প্রতি গভীর নির্ভরতা। জ্বী-নবী পাক হযরত ইব্রাহীম(আঃ) এর তাওয়াক্কুলের গভীরতা কত বড় গভীর ছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে এবং তা থাকবে চিরদিন।

মহান খোদার হুকুমে কোলের শিশু ইসমাইল সহ বিবি হাজেরাকে বনবাস দিতে ছুটে গিয়েছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)। কি করুণ দৃশ্য-যে মহান খোদার হুকুমের চেয়ে এ মাখলুকে আর বড় কিছু ছিলনা তাঁর কাছে। তাই কোলের শিশু ইসমাইল ও বিবিকে নিয়ে চলে যান নবী নির্জন মরু প্রান্তরে বনবাস দিতে। স্বামীর কাছে বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে লাবন্যময়ী হাজেরা কত সাজেই না সেজেছিলেন সেদিন। সেদিন কিন্তু যমযম কুপের সৃষ্টি এবং মুসলমানদের তীর্থ ভূমির কথা জানতোনা হাজেরা, জানতো শুধু বিধাতা। যাত্রাকালে এক মশক পানি ও কিছু খেজুর নিয়ে যাত্রা করেন খোদার দোস্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

হ্যাঁ বন্ধু-এ বিশ্বে যত সম্পদ যত ধন তার চেয়ে অধিক ছিল বিবি হাজেরার কাছে তাঁর স্বামীর ওজন! জ্বী-বিয়ের রাতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তুলে দিয়েছিল হাজেরাকে তাঁর মাতা তাঁর স্বামীর হাতে। সেই হাজেরাকে নিয়ে যায় তাঁর স্বামী মহান খোদার হুকুমে, মরু প্রান্তরে বনবাস দিতে।

www.pathagar.com

ঘোড়ায় চড়ে বিবি বাচ্চাকে নিয়ে ছুটে আসেন নবী মরু প্রান্তরে ছায়াদার এক খেজুর গাছের নীচে এবং ঘুরে আসার নাম করে দ্রুত প্রস্থান করেন তিনি বিবি বাঁচ্চাকে সেই মরু প্রান্তরে রেখে। ইহা এমনই ধুধু মরু প্রান্তর ছিল যে দু'চোখ যতদূর যেতো সেখানে ছিলনা কোনো লোকালয় কোনো বসতি।

জ্বী বন্ধু- স্বামী স্ত্রীর দু'টি জীবন সে যে বিনি সুতোর বন্ধন। কেউ পারেনা ছিড়তে তা আজীবন, আবার সন্তান এলে আরও সুদৃঢ় হয় সে বন্ধন। এ যে নিয়তির বিধান।

তাই, বাসায় ফিরে আসা মাত্র স্বামীর কর্ম ক্লান্ত মুখটাকে শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে দিত বিবি হাজেরা, এমনকি পা দুটোও।

ঠিক তেমনি, হযরত ইব্রাহীমও দু'টো খেজুর এনে গোপনভাবে পুরে দিত তা বিবি হাজেরার মুখে।

জ্বী-উভয়ের পবিত্র প্রেমাকর্ষণের কথা বিশ্ব ইতিহাসে হয়ত তেমন করে আর অংকিত হবে না। লাবন্যময়ী হাজেরার অনাবিল আনন্দ স্বামীর প্রতি প্রেমাকর্ষণের গভীরতা দেখে স্বয়ং বিধিও ঈর্ষান্বিত হয়ে কঠিন কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছেন তাঁর দোস্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কে।

হ্যাঁ ধুধু মরু প্রান্তরে বিবি বাচ্চাকে রেখে ফেরার পথে চোখের আড়াল হতেই দু'খানা মুখ ভেসে আসে তাঁর মানষপটে। ঘোড়া থামিয়ে বার বার চান নবী পিছন ফিরে। ভাবতে থাকেন এতক্ষণ হয়ত তাঁরই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে তাঁর বিবি শিশু ইসমাইলকে কোলে নিয়ে।

জ্বী, সেদিন নিথর নিস্তব্ধ মরু প্রান্তর
নির্বাক হয়ে শুধু আঁখিজল ফেলেছে।
নিয়তির কি বিধান! খোদা

www.pathagar.com

প্রেমিক প্রকৃত তাওয়াক্কুলে বিজয়ী
হয়েছেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)।

সন্ধ্যার আগমনে ভয়ে বিহব্বল হাজেরার চোখে পানি আসে। স্বামীর প্রতীক্ষায় থাকতে থাকতে সে অস্থির হয়ে কাঁদতে থাকে। ঠিক এ মূহুর্তে, মহান আল্লাহ্পাকের কি অসীম কুদরত যে নির্জন প্রান্তরে অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঐশীজ্যোতির প্রতিবিম্বও নেমে আসে খেজুর গাছের তলে, মিষ্টি আলোয় ভরে যায় গাছের চর্তুদিকে। দূর কাফেলার দল ভাবেন,কতকাল তারা যাওয়া আসা করেছেন বাণিজ্যের নিমিত্তে কিন্তু মরু প্রান্তরে কোনো আলো তো চোখে পড়েনি এতকালে। তারা ছুটে আসেন আলোর কাছে। কিন্তু একি! নির্জন প্রান্তরে সন্তান কোলে এক লাবন্যময়ী রমনী। তারা অভিভূত হয়ে যান মহান আল্লাহ্পাকের কুদরত দেখে। কাফেলার দল ভাবেন নিশ্চয়ই বিধাতার কোনো ইঙ্গিত রয়েছে এই বিশাল মরু প্রান্তরে, নইলে শিশু কোলে লাবন্যময়ী রমনীইবা কেন এখানে, যেখানে মহান খোদার মদদ ঐশ্বীজ্যোতির প্রতিবিম্ব নেমে এসেছে খেজুর গাছের তলে। কাফেলার দলে তা প্রায় ৭০ জন কাফেলা ছিলেন। অতি ভয়ে কুর্নিশ করে তারা 'মা' ডাকে অবহিত করেন বিবি হাজেরাকে। সকল ঘটনা শুনে 'বাবা' ইব্রাহীম(আঃ)কে খুঁজে বের করার আশ্বাস দেন কাফেলার দল তাদের মরুমাতাকে।

এ দিকে সঙ্গে নিয়ে আসা পানি ও খেজুর নিঃশেষ হয়ে গেলে ইসমাঈলকে শোয়ায়ে রেখে সাত সাতবার ছুটে যান বিবি হাজেরা 'সাফা' ও মারওয়া পাহাড়ে। শেষ পর্যন্ত একজন আওয়াজ কারীর আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন হাজেরা ইসমাইলের কাছে। কিন্তু একি! হযরত জ্বীবরীলের পায়ের আঘাতে পানির ফোয়ারা উথলে

www.pathagar.com

উঠেছে ইসমাঈলের পাশে। জ্বী-মহান খোদার মদদ এভাবেই আসে, জ্বীবরীল অন্তর্নিহিত হন এ কথা বলে।

ইহার পর অঞ্জলী ভরে পানিপান করেন বিবি হাজেরা এবং ফোয়ারার চতুর্দিকে মাটির বাধ প্রদান করেন তিনি নিজ হাতে। কথিত আছে যে আরব বিশ্ব সয়লাব হয়ে যেত যদি বাঁধ না দিতেন হাজেরা তার নিজ হাতে। পরবর্তীতে উক্ত ফোয়ারাই যমযম কুপ নামেই অবহিত হয়েছে গোটা বিশ্বের কাছে। পানি পাওয়ার আশায় শত শত কাফেলার দল প্রতিদিন ছুটে আসেন বিবি হাজেরার কাছে এবং তারা খাদ্য খোরাক পৌছে দেন পানির বিনিময়ে তাদের মরুমাতাকে। কালের আবর্তে গড়ে উঠে লোকালয় সেখানে। সত্যি মহান খোদার কুদরত কে বুঝিতে পারে।

হে, পাঠকহৃদয়, মহান আল্লাহ্‌র প্রতি তাওয়াক্কুলের গভীরতা কতবড় গভীরছিল যে একটু কুণ্ঠিত হননি খোদার দোস্ত হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তারঃ-

(ক) স্ত্রী ও কোলের শিশু ইসমাঈলকে নির্জন মরু প্রান্তরে বনবাস দিতে;

(খ) পুত্র ইসমাঈলকে কোরবানী দিতে;

(গ) জীবনকে তুচ্ছজ্ঞান করে অগ্নীকুণ্ডে ঝাপ দিতে।

জ্বী বন্ধু- ইহাই ছিল প্রকৃত তাওয়াক্কুল ইহাই ছিল প্রকৃত নির্ভরতা যা জ্বালাময় জীবনের প্রশান্তি অর্জনে একমাত্র নিশ্চয়তা।

ঠিক এমনিভাবে হযরত আইয়ুব নবীও অবিনশ্বর প্রতীক রেখে গেছেন তাওয়াক্কুলের উপর। তিনি ছিলেন সুন্দর নূরানী চেহারার মানুষ। তাঁর সুন্দর নূরানী চেহারার দিকে তৎকালীন

www.pathagar.com

সমাজের সবাই এক নজর চেয়ে থাকতো কিন্তু কালের আবর্তে তাঁর উপর শুরু হয়েছিল এক এক করে নানা পরীক্ষা।

হযরত আইয়ুব (আঃ) আক্রান্ত হয়েছিলেন কঠিন কুষ্ঠ রোগে। মহান আল্লাহ্‌র গভীর প্রেমের প্রতীক নবী পাকের একটি নিঃশ্বাসও বাদ যেতনা আল্লাহ্‌র জিকির হতে। সেখানে অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আর তেমন করে তিনি পারেন না মহান খোদাকে ডাকতে, ইবাদত করতে। শরীরে তীব্র ব্যথা-যন্ত্রণা অনুভব হলেও নবী পাক একটুও আহ্-উহ্ করতেন না, এই জন্য যে মহান আল্লাহ্‌পাকের সন্তুষ্টির বরখেলাপ হতে পারে। রোগ বৃদ্ধি পেয়ে আস্তে আস্তে নবীপাকের দেহ হতে মাংস খশে পড়তে শুরু করে, দুর্গন্ধ সহ্য করতে না পেরে পাড়া প্রতিবেশী তাঁকে রেখে আসেন দূর জঙ্গলে। জ্বী ঐ মূহুর্তে সমস্ত বিশ্বটাই যেন নির্বাক হয়ে নবী পাকের মুক্তির জন্যে নীরব রোদনে রোদন করেছে।

দুঃসময়ের সঙ্গি বিবির চোখের পানি মুছে দিতে দিতে নবী পাক বলেন এই গহিন জঙ্গলে এলাকাবাসী আমাদেরকে রেখে গেছে তার জন্যে কোনো দুঃখ করনা বিবি, এই নির্জনে কেহ নেই, কিন্তু মহান আল্লাহ্‌পাক তো আছেন। তাঁকে নির্ভর করে তোমার কান্না সংবরণ কর। তীব্র ব্যথায় নবীপাক যে কত অস্থির তবুও তিনি বলতে থাকেন –

হ্যাঁ বিবি সেই স্মৃতি বিজড়িত দিন যা
একদিন কতইনা সুন্দর ছিল তোমার
আমার দুটি জীবনে। সেদিন না তুমি
না আমি কেউ আমরা ভাবতে পারিনি
আমাদের ভাগ্যাকাশে দেখা দিবে

www.pathagar.com

শত সান্তনা দিতে চাইলেও বাঁধভাঙ্গা কান্না সংবরণ করতে পারেন না নবী পাক হযরত আইয়ুব (আঃ)। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করেন, হে পরওয়ারদেগার বিবির চোখের পানি যে আমাকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তোমার কাছে আমার কোনো নালিশ নেই। হে করুণার নিধি তুমি আমাকে সেই শক্তি দাও আমি যেন তোমার অসন্তুষ্টির কোনো কারণ না হই।

তাই হে পাঠকহৃদয়, মহান আল্লাহ্পাকের প্রতি সকল নবীগণের নির্ভরতা তাওয়াক্কুল ও তাকওয়া কতবড় যে গভীর ছিল তার পরিমাপ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়।

নবীপাক হযরত আইয়ুব (আঃ) তন্দ্রা গেলে নিশিথে, নিভৃতে বিবি ডাকেন হে পরওয়ারদেগার আজ যে অপরাধে অপরাধী তোমার নবী, তোমার রহমান নামের গুণে তাকে ক্ষমা করে দাও মাবুদ। সে যে কষ্টের আতিশায্যে একটি মূহুর্তও আরাম পচ্ছে না। এই গহিন জঙ্গলে কোনো চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, একমাত্র তোমার দয়া ছাড়া।

এমনি করে কত বিনিদ্র রজনী কেঁদেছেন বিবি, কেঁদেছেন নবী, কিন্তু মহান আল্লাহ্পাক নিরব থেকেছেন একটি নয় ২টি নয় দীর্ঘ ১৮ (আঠার)টি বছর।

হ্যাঁ বন্ধু, দীর্ঘ ১৮টি বছরের শেষ দিনে নবীপাকের শরীরের কীটগুলো যখন রক্তাভাবে তাঁর শরীর থেকে নেমে যাচ্ছিল তখন ঐ গুলোকে ধরে এনে পুনঃস্থাপন করেছিলেন নবী তাঁর নিজ শরীরে, মহান আল্লাহ্পাকের মহব্বতে এত পাগল ছিলেন যে শরীর থেকে কীটগুলো বিদায় নিলে আল্লাহ্পাকের অসন্তুষ্টির

www.pathagar.com

কারণ হতে পারে। তাই, চলে যাওয়া কীটগুলোকে ধরে এনে পুনঃস্থাপন করেছিলেন তার শরীরে।

হ্যাঁ পথিক- এ দৃশ্য শুধু করুণ দৃশ্যই নয়, ইহা ছিল গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে মহান আল্লাহ্পাকের এক অগ্নিপরীক্ষা। দীর্ঘদিন যাবত যে কিটের কামড়ে নবীপাক কোনোদিনই আহ্-উহ্ করেননি, সেগুলোও বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছিল চিরদিনের জন্যে যেখানে নবীপাক সেগুলোকে ধরে এনে পুনঃস্থাপন করেছিলেন তাঁর শরীরে।

এদৃশ্য কতো যে করুণ হতে পারে- হে পাঠকহৃদয়, একটু অন্ততঃ ভাবুন। ভাবুন যে দৃশ্য দেখে বনের পাখিও কেঁদে উঠেছিল, কেঁপে উঠেছিল খোদার আরশ এবং যে দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারেননি স্বয়ং মহান আল্লাহ্পাকও। সেদিন তিনি দয়ার সুরে ডাক দিয়ে বলেছিলেন –

হে আমার আইয়ুব, তুমি কেমন আছ। এ আওয়াজ শুনে নবীপাকের দু'গণ্ড বেয়ে নেমে আসে অশ্রুধারা। ভেসে যায় তাঁর বক্ষ। দু'হাত তুলে ফরিয়াদ করেন, হে পরওয়ারদেগার তুমি যে আমার কণ্ঠনালী হতে অতি নিকটে। সুতরাং আমি কেমন আছি তা তোমার অজানা নয়। দীর্ঘ ১৮টি বছর ধরে, করুন যন্ত্রণার কথা এবং দুগণ্ড বেয়ে নিরব অশ্রুধারার যে করুন দৃশ্য যাতে তোমার কাছে না পৌঁছায় সে চেষ্টা আমি করেছি। হে দয়াময় দয়ার সাগর আমাকে মাফ করে দাও এবং আমাকে সেই তৌফিক দান করো, যতদিন আমার এ করুণ দৃশ্য তোমার কাছে ভালো লাগে।

ঠিক এ মুহূর্তে মহান আল্লাহপাক আর নীরব থাকতে পারেননি। তিনি হযরত জ্বীবরীল (আঃ)কে আদেশ করেন যে হে

www.pathagar.com

জ্বীবরীল তুমি আমার আইয়ুবের কাছে চলে যাও এবং সেখানে মাটি হতে দু'টি পানির ফোয়ারা সৃষ্টি করো। একটি গরম এবং অপরটি ঠাণ্ডা। গরম পানি দ্বারা উত্তমরূপে গোসল করার পর তাকে পুনরায় ঠাণ্ডা পানি দ্বারা গোসল করাও।

ইহার পর নবীপাক-সুস্থতা অনুভব করলে নবী ও বিবি উভয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া নামাজ আদায় করেন। তাঁদের আনন্দশ্রু উভয়কে আনন্দে বিগলিত করে। এরপর তাঁরা জঙ্গল হতে নিষ্ক্রান্ত হন।

জ্বী-পাঠকবন্ধুগণ, মহান আল্লাহ্‌র গভীর প্রেমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত আইয়ুব (আঃ) এর ন্যায় আত্ম বলিদান এবং তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত বিশ্ব ইতিহাসে হয়ত আর কোনোদিন নূতন করে সংযোজিত হবে না।

হযরত আইয়ুব (আঃ) অতবড় কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়েও দীর্ঘ ১৮টি বছর ধরে একটুও উহ্-আহ্ করেননি অনুরূপভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার জীবন সঙ্গিনী বিবি হাজেরা সহ কোলের শিশু ইসমাঈলকে সেই মরু প্রান্তরে বনবাস দিতে গিয়ে একটুও কুণ্ঠিত হননি সে শুধু মহান আল্লাহ্‌র প্রেম, তাকওয়া এবং তাওয়াক্কুলের গভীরতার জন্যে। তাই তোমার ইবাদতে আসমান ও জমিন যদি পরিপূর্ণ হয় কিন্তু আল্লাহ্‌র গভীর প্রেমে উদ্ভাসিত না হয়, তাহলে তেমন ইবাদত মহান আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহিত নয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-চব্বিশ

হে মুসাফির মহান আল্লাহ্‌কে
চিনিবার পথ, নির্ভাবনার পথ,অভাবহীন পথ, শান্তি ও মঙ্গলের পথ এবং সরল পথের সন্ধান দিয়েছে উমমুল কোরআন অর্থাৎ সুরা ফাতিহা।

তুমি যদি ছহি শুদ্ধভাবে এ সুরার আমল করতে পারো তাহলে ঋণের বোঝা হতে মহান আল্লাহ্‌পাক রক্ষা করবেন।

শুধু ফজরের ওয়াক্তে ফরজ ও সুন্নতের মধ্যখানে মাত্র একুশবার এ আমল করতে হবে। ইনশাআল্লাহ্‌ একচল্লিশ দিন থেকে রহমতের দরজা খুলে যাবে এবং অজানা স্থান হতে রিজিকের ফয়ছালা হবে। নেয়ামুল কোরআনেও এ সুরার ফজিলত সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-পঁচিশ

হ্যাঁ-বন্ধু উন্মত্ত মন নিয়ে এ দুনিয়াতে চিরকাল বেঁচে থাকার দুঃস্বপ্ন একদিন ভেঙ্গে যাবে। মেনে নিতে হবে প্রাকৃতিক বিধি বিধানকে। যার শুরু হয়েছে তাঁর শেষ একদিন হবেই,যে জন্মেছে তার মৃত্যু হবেই। পৃথিবীর যে প্রান্তেই অবস্থান করিনা কেনো মৃত্যু এসে একদিন পাকড়াও করবেই।

www.pathagar.com

আজ যেখানে অবস্থান করছি আমাদের পরবর্তীরাও এখানে একদিন অবস্থান করেছিল তারা আজ আর নেই। যারা আজ ঐশ্বর্যে লালিত বিলাসবহুল জীবন-যাপন করেছে তারাও চলে গেছে শূন্য হাতে। তাই, নিঃশ্বাস বন্ধ হলে, এদেহযে পঁচে যাবে যেখানকার সম্পদ সেখানেই রবে এ নিয়ে একটু অন্ততঃ ভাবো।

অনুচ্ছেদ-ছাব্বিশ

হ্যাঁ বন্ধু যখন কোনো কাজের সফলতায় আনন্দিত হও তখন খোদার দরবারে শোকরিয়া আদায় করো এবং কঠিন মুছিবতে যখন গ্রেফতার হও তখন বিনয়ের সহিত মহান আল্লাহর কাছে মুক্তি চাও।

আল্লাহ্ওয়ালাদের অভিমত হচ্ছে সময় ও দিনক্ষণ দেখে তোমার নেক মকসুদের জন্যে ফরিয়াদ করো। ইনশাআল্লাহ্ তুমি মাহারুম হবে না। কেননা মহান আল্লাহ্পাক বড়ই লজ্জাশীল। তিনি বান্দার প্রার্থনার হাতকে খালি হাতে ফেরৎ দিতে লজ্জাবোধ করেন। তিনি প্রার্থনা কবুল করেন এবং বিলম্বে হলেও প্রতিফল দিয়ে থাকেন।

তাই ফরিয়াদ করো –

(ক) গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সময়;

(খ) আযান ও একামতের মধ্যখানে;

(গ) শুক্রবারের দিন ও বৃষ্টির সময়।

www.pathagar.com

তোমার দোয়া-দরূদ, তাছবীহ-তাহলীল,সুরা কারাত এমনকি কমপক্ষে- সুরা ফাতেহা-একবার, সূরা এখলাছ তিনবার আসতাগ ফিরুল্লাহ দশবার এবং যে কোনো দরূদশরীফ এগার বার। ইহাও যদি সম্ভব না হয়, আল্লাহু একশতবার এবং ছোট্ট দরূদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম মাত্র এগারবার পড়ে দু'হাত মুখ বরাবর উত্তোলন পূর্বক এভাবে বলো –

(ক) হে দয়াময় দয়ার সাগর আমি যাহা কিছু পাঠ করিলাম মেহেরবাণী করে সকল ভুলভ্রান্তি মার্জনা করে-দয়াল নবী (সাঃ) এর তোফায়েলে আমার আমলটুকু তোমার মহান দরবারে মঞ্জুর ও কবুল করে নাও এবং ইহার উছিলা করে আমার জীবনের সকল অপরাধ যাহা জানতে অজান্তে সংঘটিত হয়েছে উহা মাফ করে দাও।

(খ) দয়াময় আসমানী জমিনি বালা মুছিবত হতে রক্ষা করো;

(গ) জ্বিন ও ইনসানের অনিষ্ট হতে রক্ষা করো;

(ঘ) যাবতীয় অসুখ-বিসুখ হতে রক্ষা করো;

(ঙ) চলন্ত পথে দুর্ঘটনার কবল হতে রক্ষা করো এবং হায়াৎ দ্বারাজ করো;

(চ) দয়াময় তোমার দয়ার দান আমার স্ত্রী-পুত্র সন্তান-সন্ত তিকে হেফাজত করো;

(ছ) ছেলে সন্তানদের বিদ্যাবুদ্ধি দান করো এবং সমাজে উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করো;

www.pathagar.com

(জ) হে পরওয়ারদেগার, আমার আমলের হাদিয়া ছওয়াব যা আসে মেহেরবাণী করে উহা কোটি কোটি গুণ বৃদ্ধি করে দয়াল নবী(সাঃ)এর রূহপাকে এবং তাঁহার সকল বিবি ও আওলাদগণের রূহপাকে পৌঁছায়ে দাও।

(ঝ) দয়াময়, হযরত আলী ও মা ফাতেমা এবং ইমাম হাসান-হোসেন রাদিয়াল্লাহুতালা আনহুমা তাঁহাদের রূহপাকে পৌঁছায়ে দাও;

(ঞ) দয়াময়-সমুদয় নবী ও রাসুল, সমুদয় সাহাবা আজ মাইন, খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেয়্যীন, তাবে-তাবেয়্যীন তাঁদের রূহ পাকে পৌঁছায়ে যাও;

(ত) দয়াময় যত মোমেন মুসলমান নর-নারী ইন্তেকাল করেছেন তাহাদের রুহে ইহার ছওয়াব পৌঁছায়ে দাও।

(থ) হে দয়ার সাগর আমার মাতা-পিতার সমুদয় গোনাহ মাফ করে দাও; তাঁদের রুহে ইহার ছওয়াব পৌছায়ে দাও। ওয়াকুর রব্বির হামহুমা কামারাব্বাইয়ানি ছগিরা (তিনবার)।

(দ) দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে মা বাবা হয়ত তোমার কথা শুনে নাই, তোমার ইবাদত করে নাই তোমার আনুগত্য মানে নাই মেহেরবাণী করে তাঁদেরকে মাফ করে দাও। আমি সন্তান হয়ে তাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি-দয়াময় দয়াকরে মাফ করে দাও।

(ধ) দয়াময় আমার দাদা-দাদী, নানা-নানী,পরদাদা-পরদাদী, পরনানা, পরনানী, শশুর-শাশুড়ী, বন্ধু-বান্ধব, ওস্তাদপীর পাড়া হাম ছায়া গ্রামবাসী যে যেখানে কবরস্থিত, মেহেরবাণী করে

www.pathagar.com

সবাইকে মাফ করে দাও এবং আমার আমলের ছওয়াব তাহাদের রূহে পৌছায়ে দাও;

(ন) দয়াময় দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে ভালোর দিকে, ন্যায়ের দিকে, কল্যাণের দিকে ধাবিত করে দাও। দয়াময় যত প্রকার খুন-খারাবি-রাহাজানী, বিপদাপদ-মছিবত হতে এদেশকে রক্ষা কর। দয়াময় সবাইকে সত্যও সুন্দরের পথে পরিচালিত কর। তুমি হেদায়েত দিলে কেউ গোমরাহী থাকতে পারে না।

জ্বী-আঁখিজলে দুগন্ড ভাসিয়ে যদি স্বীয় প্রভুর কাছে দুহাত (মুখ বরাবর) উত্তোলন পূর্বক এভাবে ফরিয়াদ ,করো তাহলে তিনি খালিহাতে তোমাকে ফিরায়ে দিতে লজ্জা পাবেন। দোয়া করার নমুনা দেয়া হলো। এর চেয়েও আরও ভালো করে তোমার অভিলাষ যদি মহান রাব্বুল আল-আমীনের দরবারে পেশ করতে পারো ইনশাআল্লাহ্ এতে তাঁর আরশ কেঁপে উঠবে। তিনি আর স্থির থাকতে পারবেন না। তাঁর প্রতিনিধি ছুটে আসবেন তোমার আঁখিজল মুখে দিতে।

হ্যাঁ বন্ধু, গভীর মনোযোগী দোয়া-বান্দাকে খোদার নিকটবর্তী করে এবং বান্দা তার ইচ্ছা আকাঙ্খাকে তার প্রভুর কাছে সোপর্দ করে পরম তৃপ্তি অনুভব করে যেখানে নবীপাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে "লাইছা শাইয়্যুন আকরামা ইলাল্লাহে মিনাদ্দোয়া" অর্থাৎ দোয়ার চেয়ে এমন কোনো সুন্দর বস্তু নেই মহান আল্লাহ্র কাছে। তাই ডাকার মত ডাকলে তুমি মাহারুম হবেনা, যেখানে

www.pathagar.com

বার বার ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আদ্দোয়াও মখ্খুল এবাদত অর্থাৎ দোয়া সকল এবাদতের মূল বা শিকড় স্বরূপ।

অনুচ্ছেদ- সাতাশ

মুসাফির বেশে বহলুলঃ-

ইতিহাসখ্যাত বহলুলকে নিয়ে আমাদের অনেক কথা। বহলুল কি সত্যি সত্যি পাগল ছিলেন। জ্বী না, তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক সাধক এবং আল্লাহ্ প্রেমিক। সমাজ চোখের অন্তরালে গাউস, কুতুব, ওলী, আবদাল এবং আল্লাহ্ওয়ালাগণ যেমন লুকিয়ে বেড়াতেন ঠিক তেমনি বহুলুল ও শত তালিয়াযুক্ত আলখেল্লা পরিধান করে নিশীথে, নিভৃতে ঘুরে বেড়াতেন।

সমাজ তাঁকে পাগল বলত, রাস্তায় চললে ঢিল ছুড়তো, নানাভাবে উপহাস করতো। তাই, তিনি রাত না হলে আরাম পেতেন না। দিনের বেলায় প্রায়ই বিরাট এক কবরস্থানের পাশে বসে শুধু ভাবতেন আর ভাবতেন।

ঠিক এমনি একদিন, কবরস্থানের পাশে বসে বহলুল কি যেন ভাবছিলেন, হযরত ছিররী ছাকতী (রহঃ) ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বহুলুলকে দেখে শুধান, বহলুল তুমি এখানে বসে বসে কি ভাবছ! বহলুল জবাব দেন, আমি এমন এক জামাতের সঙ্গে অবস্থান করছি যে, এরা আমাকে বিরক্ত করেনা, ঢিল ছোঁড়ে না, গালমন্দ দেয় না। তখন হযরত ছিররী ছাকতী (রহঃ) শুধান, আচ্ছা বহলুল, এ জামাতের সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে, বহলুল জবাব দেন, জ্বী হয়েছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, হে

www.pathagar.com

কবরবাসী, তোমরা এখান থেকে প্রস্থান করবে কবে, উত্তরে কবরবাসী বলেছে যে, তোমরা সবাই যেদিন চলে আসবে এখানে।

জ্বী, অনন্তযাত্রার প্রাক্কালে প্রথম দরজা হচ্ছে কবর। আর তাই আসুন কবরে প্রবেশের পূর্বে বিশ্বমানবকুল, তথা প্রতিটি মুসাফির আমরা সতর্ক হই। প্রতিদিনকার শত ব্যস্ততার মাঝে পরকালকে নিয়ে একটু অন্ততঃ ভাবি। ভাবি, এ মুহূর্তে প্রাণবায়ু চলে গেলে বিবি বাচ্চা সংসার, কবর জীবনে কত টুকু সহায়তা করবে। আসুন, এনিয়ে একটু অন্ততঃ ভাবি।

অনুচ্ছেদ- আটাশ

মুসাফির বেশে হযরত মনসুর হিল্লাজ (রহঃ)

হযরত মনসুর হিল্লাজ (রহঃ) আজ আর নেই কিন্তু তৎকালীন খোদা প্রেমিক আধ্যাত্মিক সাধক তাঁর জুটি দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। তিনি তাঁর কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করে মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে এমনভাবে আত্মলীন হয়েছিলেন যে- তার লতিফাসমূহ ছাড়াও অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহ পর্যন্ত আনাল হক-আনাল হক-আমি খোদা, আমি সত্য, ধ্বণীতে সব সময় জিকিরে রত থাকতো। বাজে চিন্তা ক্বালব হতে দূরীভূত করে প্রতিদিন ২৪,৫০০ বার জেকের করতেন। তিনি তার সাধানায় এমন সিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, মুখে যখন যা বলতেন তখন তখন তাই ঘটে যেত।

কথিত আছে যে, এক বুড়ির একমাত্র ছেলের মৃত্যু হলে বুড়ির করুণ কান্নায় তিনি স্থির থাকতে পারেননি। তাই লাশকে

www.pathagar.com

বলে ছিলেন-" এ্যায় বাছা উঠ যাও"। আর অমনি লাশ জিন্দা হয়েছিল। বুড়ি তার ছেলেকে ফিরে পেয়ে লাখো শোকরিয়া আদায় করেছিলেন মহান খোদার দরবারে।

হযরত মনসুর হিল্লাজ (রহঃ) কালযাপন করতেন মুসাফির বেশে এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া সম্পর্কে সমাজের সবাইকে বলতেন "তোমরা এক পয়সার বিনিময়ে হলেও এ দুনিয়াকে কিনিও না এবং এর ফেরেবে মজিওনা"। কিন্তু তৎকালীন আলেম সমাজ মনসুরকে শরীয়তবিরোধী যাদুগীর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) এর নির্দেশে খোলামাঠে এক এক করে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। মনসুরকে হত্যা করার সময় তাঁর মুখে ম্লান হাঁসি দেখে তাহার অনুগামীগণ তাঁহাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। ইহাতে মনসুর বলেছিলেন যে খুব শীঘ্রই তিনি মহান খোদার সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছেন এবং অপেক্ষমান হাস্যময়ী সুন্দর হুরগণকে তিনি জান্নাতের দ্বারে দেখতে পাচ্ছেন।

জ্বী, মনসুরের মৃত্যুক্ষণ ছিল বড় করুণ, বড় নিমর্ম। খোলা মাঠে এক এক করে তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ কেটে কেটে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। ইহাতে তাঁর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হতে আনাল হক, আনাল হক, আমি খোদা, আমি সত্য জেকের ধ্বনি বিকট আওয়াজে সমস্ত এলাকাকে প্রকম্পিত করেছিল। উপায়ন্তর না দেখে তৎকালিন আলেম সমাজ তাঁর লাশকে পুড়ে তার ছাইভস্মকে দজলা ফোরাতে নিক্ষেপ করেছিলেন। ফলে ফোরাতের পানি আর নিরব থাকতে পারেনি- ফুটন্ত পানির ন্যায় জোয়ার তরঙ্গ এলাকাবাসীকে গ্রাস করেছিল এবং অবশেষে

www.pathagar.com

মনসুরের জুব্বাটি উত্তাল তরঙ্গের সামনে তুলে ধরায় ফোরাতের তর্জন গর্জন ও জোয়ার তরঙ্গ থেমে গিয়েছিল।

জ্বী, মনসুরের সেই জেকের ধ্বনী আনাল হক, আনাল হক আমি খোদা, আমি সত্য এর করুণ আওয়াজ বহুদিন পর্যন্ত রাতের গভীরে বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে দজলা ফোরাত হতে এলাকাবাসীর কাছে ভেসে আসতো।

অনুচ্ছেদ- উনত্রিশ

মুসাফির বেশে হযরত ওয়েছ করণী (রহঃ)ঃ

দয়াল নবী (সাঃ) এর মহব্বতে পাগল হযরত ওয়েছ করণী (রহঃ) এর মহব্বতের গভীরতা সম্পর্কে আজ আর আমাদের কারো অজানা নেই।

মহব্বতের গভীরতা এতই গভীর ছিল যে, এক এক করে ওয়েছ তার ৩২ টি দাঁতাকে ভেঙ্গে ফেলেছিলেন তখন, যখন-শুনেছিলেন যে ওহুদের যুদ্ধে হুজুর পাক (সাঃ) এর একটি দাঁত শহীদ হয়েছে এবং সে দাঁতটি অনুমান করতে গিয়ে তাকে ৩২টি দাঁত হারাতে হয়েছে।

হে পাঠকহৃদয়, একটু অন্ততঃ ভাবুন। দাঁতে একটু আঘাত করুণ, তাহলে মহব্বতের গভীরতা কত বড় গভীর ছিল তা অনুভূত হবে। তাই দয়াল নবী (সাঃ) কে যদি সত্যিকারে ভালবাসতে হয় তাহলে হযরত ওয়েছের মতো ভালবাসুন।

সত্যের সাধক, মহব্বতের পাগল এ দুনিয়ার বুকে হযরত ওয়েছ তাঁর সময়কাল অতিবাহিত করেছেন একজন মুসাফির বেশে। হায়াতে জিন্দেগীর এমন কোনো সময় ছিল না যে দয়াল নবী (সাঃ) এর জন্য তিনি সব সময় ব্যাকুল ছিলেন না।

www.pathagar.com

তিনি শরীয়তের বিধি বিধান মতো প্রতিদিন নামাজ আদায় করেছেন তা হাজার রাকাতেরও বেশি। এই জামানার এমন কেউ আছেন যিনি প্রতিদিন হাজার রাকাত নামাজ আদায় করতে পারেন। হযরত ওয়েছ নামাজ শুরু করলে কখন যে, সে নামাজ শেষ হবে তা সাধারণের বোধগম্যের বাইরে ছিল। তিনি লোকালয় হতে দূরে বহু দূরে জঙ্গলে কালাতিপাত করতেন। জীবদ্দশায় দয়াল নবী (সাঃ) এর সাথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়নি কিন্তু অন্তঃচক্ষু বলে তাঁর কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে। মৃত্যুকালে হজুরপাক (সাঃ) তাঁর খেরকাটি হযরত ওয়েছকে দিয়ে যেতে বলেছিলেন, যে খেরকাটি পাওয়ার জন্যে অতিপ্রিয় চার খলিফা কতই না আশান্বিত ছিল।

জ্বী, আজ আর ওয়েছ নেই, বহলুল নেই, নেই মনসুর হিল্লাজ কিন্তু তাঁদের কবর পাশে, শাহ মাখদুম, শাহজালাল এবং খাজা বাবার দরবারের ন্যায় ভক্ত প্রাণ ওলীরা এসে আজও ভিড় জমায়।

অনুচ্ছেদ- ত্রিশ

হে মুসাফির, মহান আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার দোয়া কত যে মধুর তা যদি তুমি জানতে! বান্দা যখন দু'হাত তুলে, নয়ন জলে দোয়া করে, তখন মহান আল্লাহ্ পাক খুশি হয়ে বলেন হে ফেরেস্তাকুল, প্রার্থনাকারী তোমাদেরকে দেখে নাই, আমাকে দেখে নাই, জান্নাত জাহান্নামও দেখে নাই। সে তার আস্থার দৃঢ়তা নিয়ে আমার কাছে ফরিয়াদ করছে। তাই, তোমরা সাক্ষী থাকো প্রার্থনাকারীর অতীতের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিলাম। হে পাঠকমন, দোয়া হচ্ছে ইবাদতের শিকড় বা সার বস্ত যেখানে দয়াল নবী (সাঃ) বলেছেন, 'লাইছা শাইয়্যুন আকরামা আলাল্লাহে মিনাদ্দোয়া'। অর্থাৎ দোয়ার বড় এমন কোনো সুন্দর বস্ত নেই মহান আল্লাহর কাছে'। তাই হে মুসাফির, তুমি যে মুছিবতে

www.pathagar.com

গ্রেফতার হয়েছ এবং যে মুছিবত এখনও তোমাকে গ্রেফতার করেনি উভয়ের জন্যে প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর গভীর রাতে মনযোগের সহিত। দেখবে মহান আল্লাহ্ পাকের কৃপাদৃষ্টি তোমার উপর পতিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ- একত্রিশ

ভাই মুসাফির, তুমি যদি ইবাদতে লজ্জত পেতে চাও, তাহলে তোমার দেলে এখলাস পয়দা কর। এখলাস এমন এক জিনিস যাকে কোন কিছুই পরাভূত করতে পারে না। মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন কর যেন উহা মাখলুকের জন্য না হয় এবং লাখো চিন্তার মনকে অছওয়াছা বিহীন তৈরী করাই হচ্ছে 'এখলাস'। এখলাসবিহীন আমল প্রাণহীন দেহের তুল্য। হে মুসাফির ইবাদতে এখলাসের গভীরতা অর্জন কর এবং অনন্তময়ের মাঝে আত্মলীন হওয়ার নিমিত্তে আধ্যাত্মিক ভ্রমণে তোমার শায়েখের আদেশ পালন কর দেখবে তুমি অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছ।

তাই, এখলাসের গভীরতা সম্পর্কে দয়াল নবী (সাঃ) বলেছেন যে সাহাবীগণের মধ্যে এখলাসের গভীরতা ছিল ঐরূপ যে, তাঁহাদের অর্ধসের যব দান করার পরিমাণ, সাধারণের পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণদানের সমান। অতএব, দিলে এখলাস পয়দা কর, তুমি অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন হবে।

জ্বী-বন্ধু, বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি বলখের বাহশাহ হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) এর এখলাসের গভীরতা ছিল সাহাবা আজমাইনদের সমান। তিনি রাজকার্য পরিচালনা মাঝে শত-ব্যস্ত তাকে উপেক্ষা করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে মশগুল

www.pathagar.com

থাকতেন এবং যখনই ইবাদত করতেন মহান খোদাকে এখলাসের সহিত ডাকতেন আর তাই দ্বীনের পথে পুরোপুরি ফিরিয়ে আনার নিমিত্তে মহান আল্লাহ্ পাক ইব্রাহীম আদহামের কাছে- হযরত খিজির (আঃ) কে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ গভীর রাতে, গভীর ঘুমে হযরত ইব্রাহীম যখন নিদ্রামগ্ন তখন শাহী বালাখানার ছাদে হযরত খিজির (আঃ) পায়চারী করতে থাকেন। ইহাতে বাদশার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করেন যে, এত রাতে রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর কে? উত্তর আসে আমি তোমার দোস্ত । আমার উট হারিয়েছে। তালাস করছি এখানে। ইহাতে বাদশাহ রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করেন ইহা কি সম্ভব যে, এত রাতে রাজ প্রাসাদের ছাদের উপর উট ওঠিবে? প্রতি উত্তর আসে যে ইহা কি সম্ভব যে শাহী বালা খানায় মখমলের বিছানায় শুয়ে মহান আল্লাহ্কে পাওয়া যাবে? ইহা শুনে বাদশাহ্র মন এক অজানা আতংকে কেঁপে উঠে।

পরদিন চিন্তাক্লিষ্ট মনে রাজ দরবারে বাদশাহ্ রাজকার্য পরিচালনা করছেন, এমন সময় এক তেজদীপ্ত পুরুষ মুখে পবিত্র জ্যোতিচ্ছাটা, সোজা বাদশাহের নিকট উপস্থিত হন। সান্ত্রী, সেপাই কেহই তাহার গতিপথ রোধ করতে পারেনি। বাদশাহ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আর কি ভাবেই বা এখানে এলে। আগন্তুক জবাব দেন, আমি মুসাফির, কিছু দিনের জন্যে আপনার মুসাফিরখানায় থাকতে চাই।

উত্তরে বাদশাহ্ বলেন, ইহা তো শাহীমহল এবং রাজদরবার, মুসাফিরখানা তো নয়।

www.pathagar.com

আগন্তক গভীরভাবে বাদশাহকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার পূর্বে এখানে কে বসবাস করতেন। উত্তরে বাদশাহ বলেন, আমার পিতামহ, তারপর আমার পিতা এবং আমার অবর্তমানে আমার সন্তান বসবাস করবে।

ইহাতে স্মিতহাস্যে আগন্তুক বলেন, হে বাদশাহ নাম্‌দার একটু ভেবে দেখুন, যে গৃহে বহুজন আসে আর যায় কেহই স্থায়ী নয় উহা মুসাফিরখানা বৈকি! আগন্তুক ইহা বলেই রাজদরবার হতে দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হন। বাদশাহর সম্বিত ফিরে আসে। তিনি একাকী আগন্তুকের পিছে ছুটতে থাকেন এবং সাক্ষাৎ লাভে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কে? আগন্তুক উত্তর দেন, আমি খিজির।

তাই, মুমিন বান্দাদের উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহপাক বলেন যে , যখন কোনো বান্দাকে আমার আনুগত্য ভাল লাগে এবং যখন আমার দিকে সে ছুটতে থাকে, আমিও তখন তার দিকে দৌড়াতে থাকি।

জ্বী, বিশাল সাম্রাজের অধিপতি বলখের বাদশাহ হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) ভাবতে থাকেন যে এখন তিনি কি করবেন। গভীর রাতে রাজপ্রাসাদের ছাদে এবং প্রকাশ্যে রাজদরবারে এ কোন ইঙ্গিত। সিদ্ধান্ত নেন, শাহী দরবার এবং শাহী পোশাক ছাড়তে হবে। আর তাই সাধারণ পোশাক পরে, রাতের আঁধারে পায়ে হেঁটে তিনি নিশাপুরে পৌঁছেন এবং সেখানে এক গভীর জঙ্গলে বিরাট এক গর্তে। দীর্ঘ নয় নয়টি বছর অতিবাহিত করেন। প্রতি শুক্রবারে গর্ত হতে বের হয়ে বাজারে কাঠ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ফকিরী বেশ ধারণ করে দীর্ঘ নয় নয়টি বছর অতিবাহিত করেন সেই গভীর জঙ্গলে।

www.pathagar.com

ইবাদত বন্দেগীতে ঐশ্বরিক শক্তি তার শারিরীক শক্তিকে অক্ষুন্ন রেখেছিল একটি নয়, ২টি নয়, দীর্ঘ নয় নয়টি বছর। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে আধ্যাত্মিক সাধক হযরত ইব্রাহীম আদহাম তৎকালীন জবরদস্ত ওলী হযরত জোনায়েদ বোগদাদী (রহঃ) এর সান্নিধ্যে অবস্থান করেন। তিনি সিদ্দিক হিসাবে সম্মানিত হন এবং হযরত জোনায়েদ বোগদাদী(রহঃ) তাহাকে ওলী আল্লাহদের "সকল বিদ্যার চাবি' উপাধিতে ভূষিত করেন।

জ্বী বন্ধু, মহান আল্লাহপাক যাহাকে হেদায়েত দেন কেউ তাকে গোমরাহী করতে পারে না। পারে না তার গতিপথকে রোধ করতে কোন শাহী বালাখানা ও শাহী দরবার। ক্ষণস্থায়ী বিশ্বে রাজ সিংহাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে খোদা প্রেমিক হযরত ইব্রাহীম আদহাম (রহঃ) খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর খোদাকে। পেয়েছিলেন পরম শান্তি তাঁর অনন্তময়ের মাঝে লীন হয়ে। যেখানে ঐশ্বরিক প্রেমই তাকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং আখেরাতর প্রতি আগ্রহ ও আর্কষণে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাজদরবার ও শাহী মহলের মায়ামমতা তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ- বত্রিশ

হে মুসাফির-তুমি যখনই ইবাদতে মনোনিবেশ কর তখন তখনই 'তওবার' প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ কর। কেননা তওবাই হচ্ছে ইবাদত কবুলের পূর্বশর্ত। দয়াল নবী (সাঃ) তওবাকে ইবাদতে উর্ধ্বে স্থান দিতে আদেশ করেছেন যেখানে সাহাবা আজমাইনদের তওবার জিকির এবং তাঁদের ইবাদতে মহান

www.pathagar.com

আল্লাহ্পাক স্বয়ং সন্তুষ্টি প্রকাশ করে রাদিয়াল্লাহুতাআলা উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন।

জ্বী,তাক্কওয়ার সহিত, এখলাসের সহিত, নিবিষ্টচিত্তে ইবাদত করেছেন হযরত আলী (রাঃ) যার পায়ে তীর বিধার ঘটনা আজও সর্বজনবিদিত। অনুরূপভাবে, ইবাদত করেছেন হযরত ওয়েছকরণী (রহঃ) যিনি তন্ময় হয়ে ডুবে যেতেন তার ইবাদতে। তিনি নামাজ শুরু করলে কখন যে সে নামাজ শেষ হবে তা সাধারণের বোধগম্যের বাইরে ছিল।

হ্যাঁ বন্ধু, ইবাদত কর হযরত আলীর মতো, ইবাদত কর হযরত ওয়েছের মতো এবং ইবাদত কর হযরত মনসুর হিল্লাজের মতো। তাহলে তোমার মাঝে খোদার দীদারের আয়না প্রতিষ্ঠিত হবে তখন ইল্লিয়্যীন হতে সিজ্জিয়্যীন পর্যন্ত গোটা সৃষ্টি রহস্য তোমার মাঝে প্রতিভাতো হতে থাকবে। তুমি তখন বোবার মত হয়ে যাবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুবেনা এই ভয়ে যে কথার মধ্যে শরীয়াত বিরোধী কিংবা মিথ্যার ছিটা ফোটা থাকার কারণে মহান আল্লাহ্পাক হয়তো সরে যাবেন দূরে, বহুদূরে, লক্ষকোটি মাইল দূরে শুধু এই ভয়ে।

অনুচ্ছেদ- তেতত্রিশ

হে মুসাফির-ক্ষুধাকে তুমি কি ভয় করো? জ্বী-না, ইহাকে ভয় করতে নেই। ক্ষুধা আল্লাহ্র একটি বিশেষ নিয়ামত। ইহা মহান আল্লাহ্পাক তাঁর মহব্বতের বান্দাদেরকেই দান করে থাকেন।

www.pathagar.com

ক্ষুধা হচেছ আখেরাতের চাবি এবং তৃপ্তি হচেছ দুনিয়ার চাবি। ক্ষুধা কিন্তু কু-প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করে এবং দিলকে নরম করে।

যে ব্যক্তি পেট ভরে আহার করে-

১। সে ইবাদতে স্বাদ পায় না;

২। তার মুখস্ত শক্তি কমে যায়;

৩। লোকের প্রতি তার অনুগ্রহ থাকে না;

৪। তাহার কামশক্তি বৃদ্ধি পায়;

তাই, ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে দয়াময়কে গালিগালাজ করিও না এবং নাফরমানী কথা বলে কোনো দোষ দিওনা। ছবুরী লেবাস পরিধান করো এবং তাঁর শোকরিয়া আদায় করো। দেখবে, অজানা স্থান হতে তোমার রিজিকের ফয়সালা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ- চৌত্রিশ

তাই, তুমি তোমার অতীত পাপরাশির জন্যে অধিক পরিমাণ "তওবার" জিকির করো। কেননা তওবার জেকের জ্বলন্ত আগুনসম। ইহা তোমার পাহাড় পরিমাণ পাপরাশিকে পুড়ে পুড়ে একদিন নিঃশেষ করে দেবে। যেখানে দয়ালনবী (সাঃ) বার বার এরশাদ করেছেন যে- তওবা আস্তাগফারের জিকিরে অভ্যস্থ হলে তোমার দিলের চক্ষু খুলে যাবে এবং অনন্তসত্ত্বার দিকে তোমাকে ধাবিত করবে। তাই, হে মুসাফির গভীর মনোযোগের সাথে "আস্তাগ ফিরুল্লাহ্ রাব্বি মিন কুল্লী জানবেঁও ওয়া আতুবু ইলাইহে" এর জিকির প্রতিদিন একই সময়ে ১০০০ (এক

www.pathagar.com

হাজার) বার করে জিকির করো। ইনশাআল্লাহ্ শত কালিমায় ঘেরা 'ক্বালব' স্বচ্ছ সুন্দর উজ্জ্বল আলোয় একদিন ঝলমল করবে এবং দিলে খোদার দীদারের আয়না প্রতিষ্ঠিত হবে।

অপরদিকে মহাশক্তির আঁধার ও কুমন্ত্রণার উৎস 'নাফস' আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে একদিন তোমার মাঝে "ভাল" প্রতিষ্ঠিত হবে এবং গাঢ় আঁধারের মাঝে ঐশ্বীজ্যোতির ক্ষীণ আলোর ছটা তোমাকে আকর্ষিত করবে।

অনুচ্ছেদ- পঁয়ত্রিশ

হে মুসাফির, তুমি তোমার দিলের গভীরে প্রবেশ কর। দিল হচ্ছে মহাসাগর আর এই মহাসাগরে কোনোদিন যদি ঐশ্বরিক প্রেমের জোয়ার আসে তাহলে তোমার দিলের পীড়া অর্থাৎ যত প্রকার কুচিন্তা/ কুভাবনা সে জোয়ারে ভেসে যাবে এবং স্বচ্ছ দিল তৈরি হবে। স্বচ্ছ দিল হচ্ছে খোদার দীদারের আয়না স্বরূপ। তাই তুমি আল্লাহ্ ভিন্ন বাজে চিন্তা পরিহার করো, তোমার দিলের পর্দা খুলে যাবে। তখন তুমি দেখতে পাবে মহান আল্লাহ্পাক প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুর সাথে কিভাবে বিরাজ করেছেন। তুমি যদি আল্লাহ্র মধ্যে বিলীন হতে পারো তাহলে তোমার মন ও মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হবে, লোকে তোমার সান্নিধ্য চাবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- ছয়ত্রিশ

হে মুসাফির তুমি যদি-

(ক) পরনিন্দা হতে বাঁচার চেষ্টা করো;

(খ) খারাপ ধারণা হতে দূরে থাকতে পারো;

(গ) হাসি-ঠাট্টা হতে বিরত থাকো;

(ঘ) হারাম হতে চক্ষু বন্ধ করো;

(ঙ) সত্য কথায় অভ্যস্থ হও;

(চ) যাহা কিছু ঘটনা আল্লাহ্‌র তরফ হতে আসে মনে করো;

(ছ) নিজের শ্রেষ্ঠতা ও বড়াই পরিহার করো;

(জ) নামাজের পা বন্দী হও;

(ঝ) জাহের ও বাতেন আমলের পার্থক্য নির্ণয় করে আমলের উপর নির্ভলশীল হও; ঠিক তেমনি-

(ক) মন্দ সংশ্রব হতে;

(খ) পরের দোষ তালাশ হতে;

(গ)শরাবের প্রতি আসক্ত হতে;

(ঘ) ঘুষ গ্রহন হতে যদি তুমি দূরে থাকতে পার তাহলে, পরহেজগারীর দরজা খুলে যাবে এবং একদিন না একদিন তাঁর সান্নিধ্যের আলামত বুঝতে পারবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- সাইত্রিশ

হে মুসাফির-মহব্বতের আগুণ হচ্ছে বড় তেজস্কর এবং মহব্বতের আগুনের অগ্নিকুন্ডই হচ্ছে আশেকের হৃদয়। যাহার হৃদয়ে এ আগুন লাগে, সে জ্বলে যায় এবং খোদাকে না পাওয়ার ব্যথায় অশ্রুনয়নে সে রোদন করতে থাকে। সোনা পুড়ে যেমন খাঁটি হয়। আশেক হৃদয়ও ঠিক তেমনি খোদাকে পাওয়ার নেশায় সে পুড়তে থাকে। অবশেষে তার অন্তঃচক্ষু খুলে যায় এবং সে পরিতৃপ্ত হয় যেমন শিশু মায়ের কোলে গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে যায়।

তাই, তুমি যদি গভীর মহব্বতের সাথে তোমার খোদাকে আকড়ে ধরতে পারো, তাহলে তিনি তাঁর রহমতের ভান্ডার হতে তোমাকে পরিতৃপ্ত করবেন এবং তুমি পরজগতের কল্যাণ এ জগতেই অনুধাবন করতে পারবে যেমনঃ সাহাবা আজমাইনগণের ইবাদতে এবং মহব্বতে আল্লাহ্পাক এমনই রাজী (খুশী) হয়ে ছিলেন যে তাদেরকে এ দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দানে পরিতৃপ্ত করেছেন এবং রাদিয়াল্লাহু তালা বলে অবহিত করেছেন।

অনুচ্ছেদ- আটত্রিশ

ভাই পথচারী, তোমার অতীত মন্দ কৃতকর্মের জন্যে এমন তওবা কর যার উপর তুমি স্থায়ী থাকতে পারো এবং তোমার বাম দিকের ফেরেস্তা যেন জীবনভর আর কোনো গোনাহ্ লিখতে না পারে, সে খেয়ালে তুমি স্থায়ী থাক এবং তওবার মতো তওবা

www.pathagar.com

করো। তওবা করো,নাছুহার মতো। নাছুহা এমন তওবা করেছিলেন যে আল কোরআনে তা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কথিত আছে যে, নাছুহা ছিলেন একজন তরুণ যুবক। তিনি কুমতলবে মেয়ের বেশ ধারণ করে শাহী হেরেমে বাঁদীর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর আচার আচরণে বেশভূষায় কেহই তাঁকে সন্দেহ করতে পারেনি, কোনোদিনও না।

একদিন রাণীর মূল্যবান লক্ষ টাকার স্বর্ণহার চুরি হওয়ার কারনে তল্লাসীর জন্যে সব বাঁদীকে একত্রে দাঁড় করানো হয়। নাছুহা কাঁপতে থাকে এই ভয়ে-যে, তিনিযে পুরুষ, তাছাড়া উক্ত হার তাঁরই কাছে। এ মুহূর্তে তাঁর সবকিছু প্রকাশ ঘটবে এবং গর্দান যাবে। নাছুহা কাঁদতে থাকে এবং খাঁটি দিলে তওবা করেন যে-তিনি আর জীবনভর কখনও এমন কাজ করবেন না। তাঁর হৃদয়ের কাঁন্নায় খোদার আরশ কেঁপে উঠে। মহান আল্লাহ্পাক তাঁর তওবা কবুল করেন। নাছুহার পূর্ব বাঁদীর কাছে উক্ত হার পরিলক্ষিত হয় এবং নাছুহা উক্ত তল্লাসী হতে বাদ পড়েন।

জ্বী বন্ধু, ইহাই আল্লাহর কুদরত যে, তিনি যাকে ইজ্জত দেন তাকে কেহই বেইজ্জতী করতে পারে না এবং যাকে বেইজ্জতী করেন কেহই তাকে ইজ্জত দিতে পারে না।

তাই অতীতের কুৎসিত কৃতকর্মের জন্যে তুমি এমন তওবা কর যার উপর তুমি আমরণ স্থায়ী থাকতে পারো।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- উনচল্লিশ

হে মুসাফির- সবাই আমরা দীর্ঘপথের যাত্রী। কখন কোন মুহূর্তে আমাদের যাত্রা পথ থেমে যাবে, তা কেহই আমরা বলতে পারিনা। যেখানে এ দুনিয়াটা হচ্ছে অসীম সাগর যার পাড়ে ভিড়ার ভেলা হচেছ পরহেজগারী। তাই, ইহজগতে চিরস্থায়ীত্বের আশা পরিহার করে পরজগতের জন্যে একটু কাঁদো।কেননা এ দুনিয়াতে যে বেশি বেশি করে কাঁদতে পারবে-পরকালে সে খোঁশ হবে।

জ্বী, মোমেনের জন্যে এ দুনিয়াটা হচেছ কষ্টের স্থান দোযখ স্বরূপ, যার কথা ভাবতে গিয়ে দয়াল নবী (সাঃ) প্রায়ই বিষন্ন মনে থেকেছেন এবং জীবনভর তিনি কোনো একটি দিন প্রাণ খুলে হাসতে পারেননি। অনন্দ উৎসবের মুহূর্তে শুধু মুচকি হেসে স্বাগত জানিয়েছেন সবাইকে। তাই, পরজগতের জন্যে বেশী বেশী করে ভাবো, মৃত্যুর পর খোশ হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- চল্লিশ

হে মুসাফির-প্রতিটি বান্দার হায়াত, মউত, রিজিক, দৌলত সবই কিন্তু খোদার নিয়ন্ত্রণে। এগুলোতে কারো কোনো হাত নেই। জীবন প্রদীপ নিভে গেলে যেখানকার সম্পদ, সেখানই রয়ে যাবে, কোনো সন্দেহ নেই। আদিকাল হতে আজ পর্যন্ত বেঁচে আছেন এমন কেউ, সে নজির কোথাও নেই ।

তাই মৃত্যু একদিন আসবে, জীবন প্রদীপ নিভে যাবে, শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে। শুধু ভালো-মন্দ আমলটুকুই সম্বল হবে, ইহাই খোদার বিধান।

তাই হে মুসাফির, তুমি এমন অলীক ধারণা পোষণ করোনা যে, সময় আছে কাজেই বেশি বেশি করে ইবাদত করে, ঘন ঘন মসজিদে গিয়ে, সব পাপের একদিন মোচন হবেই। এ ভ্রান্ত আস্থার অবতারণা মনে আনিও না কোনোদিন। ইংরেজদের ঐ কথাটি স্মরণ কর: 'নাউ ইজ দি বেষ্ট টাইম'। এখনই উপযুক্ত সময়। অসুখে পড়লে কিংবা হঠাৎ মৃত্যু হলে অতীত পাপগুলো রহিত করার কোনো সুযোগ পাবেনা। কাজেই মহান সৃষ্টিকর্তাকে আকড়ে ধরার নিমিত্তে এখনই দৃঢ় সংকল্প হও। নামাজের পায়রবি কর। ইবাদতে গভীর ভাবে প্রবেশ করো।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- একচল্লিশ

হে পরিভ্রমণকারী (মুসাফির) যুগে যুগে ওলীয়ে কামেল, বুজর্গানে দ্বীন এবং বিভিন্ন মাশায়েখগণ তাঁদের লিখিত ধর্মীয় পুস্তকের মাধ্যমে কিংবা মৌখিকভাবে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের উছিলা হিসেবে বিভিন্ন আমল সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করেছেন সেগুলো অবশ্যই আমাদের অনুধাবন করতে হবে।

তাই, যে কোনো ধরনের আমলের প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে সফলতার মূল চাবিকাঠি। কিছুদিন আমল করলাম আবার করলাম না এবং ধৈর্য্য হারা হয়ে ফলাফল কেন আসেনা এ অস্থিরতা ঠিক না। আমল করুণ, ধৈর্য্যের সাথে করুণ, গুরুত্ব সহকারে করুন। দেখবেন, ফলাফল ভাগ্যাকাশে একদিন উঁকি দিয়েছে।

এখানে এমন একটি আমল সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানবকল্যাণে শ্রেষ্ঠ আমল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে (গুনিয়াতুতত্বালেবীন)। ইহা রাসুলে পাক (সাঃ) হতে হযরত খিজির (আঃ) হতে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ আবদাল হযরত ইব্রাহীম তামীমী (রহঃ) হতে হযরত আবদুল কাদের জিলানী(রহঃ) কর্তৃক স্বীকৃত। জ্বলন্ত আগুন যেমন কাঠকে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করে দেয়, ঠিক তেমনি আমলকারীর গোনাহ্ রাশি যদিও চাঁদ-সুরুয পার হয়ে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় ইনশাআল্লাহ্ উহা নিঃশেষ হতে শুরু করবে এবং আমলকারী দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেই মৃত্যুই পর জান্নাতে সে কোন আসনে সমাসীন থাকবে তা অপেক্ষমান হুরসহ স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য নছিব হবে (অতি সহজ এবং ছোট্ট আমল)। আস্থার দৃঢ়তা নিয়ে এ আমল শুরু করুন, যেখানে দয়াল নবী (সাঃ) হতে শুরু করে পীরে শিরোমণি হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) কর্তৃক আমলটি স্বীকৃত হয়েছে

www.pathagar.com

সেখানে প্রত্যেক মুসলিম ভাইকে এ আমলে অভ্যস্থ হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আমলটি নিম্নরূপঃ-

সূর্যদ্বয়ের পর এবং সূর্যাস্তের পূর্বে মোট দু'বার আমল করতে হবে। মিথ্যা পরিহার পূর্বক হালাল রুজী এবং হালাল পোশাকে অভ্যস্থ হতে হবে যেখানে সুরা কারাতের বিশুদ্ধতা অবশ্যই থাকতে হবে-

১। সূরা ফাতিহা- ৭ বার
২। সূরা নাস- ৭ বার
৩। সূরা ফালাক- ৭ বার
৪। সূরা ইখলাস- ৭ বার
৫। সোবহানাল্লাহে আলহামদু লিল্লাহি ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর ৭ বার
৬। সূরা কাফেরুন- ৭ বার
৭। আয়তুল কুসরী- ৭ বার
৮। যে কোনো দরুদ শরীফ -৭ বার
৯। এরপর মোনাজাত করতে হবে এবং এভাবে ৭ বার বলতে হবে যে, "হে দয়াময় আমাকে মাফ দাও, আমার মাতা-পিতাকে মাফ করে দাও এবং সমস্ত মুমীন মুসলিম নর-নারীকে মাফ করে দাও।"
১০। অতঃপর নিম্নোক্ত দোয়া- একবার পড়তে হবে।

আল্লাহুমা রাব্বিফ আল বিনা ওয়া বিহীম আজিলাও ওয়া আজলান ফিদ্দিনি ওয়াদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাতি মা আন্তালাহু আহালোও ওলা তাফয়াল বিনা ইয়া মাওলানা মা নাহানু লাহু আহালান ইন্নাকা গাফুরুররাহীম-জাওয়াদোন কারীমুন বাররুর রাউফুর রাহীম।

ইহাতে মহান খোদা আমলকারীর প্রতি সদয় হবেন এবং রহমতের দরজা খুলে যাবে যাহা আমলকারী একচল্লিশ দিনের পরের দিন থেকে বুঝতে শুরু করবে। এ আমল সম্পর্কে দয়ালনবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, মহান আল্লাহ্পাক যাকে সৌভাগ্যবান করেননি সে উহা করতে সক্ষম হবে না।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-বিয়াল্লিশ

হে বিশ্বমানবকুল, মহান আল্লাহপাকের সৃষ্টি নৈপূণ্যতা কত যে বিচিত্র কত যে সুনিপুন তা জ্বীন ও ইনছান উভয়ের বোধগম্যের বাইরে। সমস্ত ভূমন্ডলে এবং নভঃ মন্ডলের এমন এমন জায়গায় এমন এমন আশ্চর্য বস্তু সন্নিবেশিত করা হয়েছে যে, যা ভাবতে বিস্ময় লাগে। সূর্যকে এমন দূরত্বে রেখে দেয়া হয়েছে যে, পৃথিবী যাতে পুড়ে না যায়। আবার চাঁদকে এমনভাবে রাখা হয়েছে যে, তার মিষ্টি আলোয় মন ভরে যায়।

অনুরূপভাবে, মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সকল বিশ্বমানবকুল, যাতে কঠিন কঠিন অসুখে যেমনঃ গলিত কুষ্ঠ, প্রেসার, ডায়াবেটিস ও হার্টের অসুখে নিঃশেষ হয়ে না যান তজ্জন্য এক এক গহীন জঙ্গলে এমন এমন আশ্চর্য বৃক্ষ সৃষ্টি করে রেখে দেয়া হয়েছে যে কিছু পরিমাণ পাতা ভক্ষণ করা মাত্রই উল্লেখিত অসুখগুলোর উপশম হয়ে যায়। উহা উক্ত বৃক্ষের মাহিত্য ও ঐশ্বরিক বিধিবিধান। যেমন কালো গুন্ডরাজ নামে একটি আশ্চর্য বৃক্ষ রয়েছে। একে সহজে কেউ চিনতে পারে না। একবার কেউ দেখে ফেললে আবার আড়াল হওয়া মাত্র ইহা অন্যরূপ ধারন করে থাকে। সমস্ত দিনে মোট ১২টি রূপে ইহা রূপান্তরিত হয়।

কথিত আছে যে, বৃটিশ পিরিয়ডে কুচ বিহারের রাজবাড়ীতে উক্ত বৃক্ষটি সংরক্ষিত ছিল। বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে একটি পাতাকে শত ভাগ করে শত শত কুষ্ঠ রোগীকে বিলি করা হতো। মহান খোদার কি কুদরত সমস্ত রোগীই নতুন জীবন লাভ করতো।

www.pathagar.com

ঠিক এমনিভাবে মহান আল্লাহপাক তাঁর আঠার হাজার মাখলুকাতের এমন এক জুলমাতে আবেহায়াৎ কুপটি সৃষ্টি করে গোপন রেখেছেন যে, যার পানি পান করা মাত্রই –

(ক) সে দীর্ঘ হায়াৎ লাভ করে;

(খ) পৃথিবীর যে প্রান্তেই ইচ্ছা পরিভ্রমণ করতে পারে। আবার যখন ইচ্ছা তখন মনুষ্য সমাজে বিচরণ করে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারে। ইহা ঐশ্বরীক বিধি বিধান এবং আবেহায়াৎ কুপের মাহিত্য ও বিশেষ কেরামত।

তাহলে এ বিশ্বের এমন কেউ আছেন যিনি উহার সন্ধান পেয়েছেন। জ্বী-একজন পেয়েছেন। তিনি আজও জীবিত আছেন। তাহলে আসুন কে সেই মকবুল বান্দা ও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, তাঁকে একটু অনুধাবন করতে চেষ্টা করি।

বাদশাহ্ জুলকারনাইন ছিলেন বিরাট ক্ষমতাশীন বাদশাহ্ (সুরা কাহফ)। এ বিশ্বের সূর্যদ্বয়ঞ্চল (ক্যাসপিয়ান সাগরের তীর) হতে শুরু করে সূর্যাস্তঞ্চল (কৃষ্ণ সাগরের তীর) পর্যন্ত তাঁর করায়ত্ব ছিল। তিনি ইতিহাসখ্যাত অত্যাচারী ইয়াজুজ মাজুযের গোষ্ঠীকে তামা ও লোহা গালিত ৬০ (ষাট) গজ প্রস্থ বিশিষ্ট প্রাচীর দ্বারা কিয়ামতক বন্দী করে রেখেছেন। তাঁর সকল সফলতার মূলে ছিল মহান আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল এবং ধর্মভিরুতা। গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের শেষে জল ভরা চোখে তাঁর প্রভুর কাছে রোদন করতেন। তাঁর প্রধান ওজির ছিলেন তৎকালীন আধ্যাত্মিক সাধক, শ্রেষ্ঠ আবদাল হযরত খিজির(আঃ)। ইহা হযরত খিজির(আঃ) এর নবুয়ত এবং নবীর হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

www.pathagar.com

বাদশাহ্ জুলকারনাইন বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হয়েও একটা গোপন অভিলাষের জন্যে তাঁর মনে কোনো শান্তি ছিল না। মহান আল্লাহ পাক এ বিশ্বের কোন জুলমাতে আবেহায়াৎ কুপটি সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং উহা কিভাবে কখন তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসবে এটাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। দীর্ঘ পঞ্চাশটি বছর ধরে এ গোপন অভিলাষের কথা সৈন্য-সামন্ত হতে শুরু করে শাহী মহলের কউকেও তিনি জানাননি; এমনকি বিবিকেও না। তাই একদিন নিশীথে নিভৃতে তাঁর খাস কামরাতে তাঁর প্রধান উজির হযরত খিজির (আঃ) কে ডেকে পাঠান। হযরত খিজির (আঃ) তাশরীফ নিলে পর বাদশাহ্ জুলকারনাইন মিনতি করে অতি করুণ সুরে জানান যে, হে প্রধান উজির আজ আমি পঞ্চাশে পদার্পণ করেছি, পৃথিবীর এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে আমি গমন করিনি এবং কর্তৃত্ব গ্রহণ করিনি। কিন্তু আমি দীর্ঘকাল খুঁজেছি, খুঁজেছি যে, মহান আল্লাহ পাক তাঁর আঠার হাজার মাখলুকাতের কোন জুলমাতে আবেহায়াৎ কুপটি গোপন করে রেখেছেন যার পানি পান করা মাত্রই কিয়ামত পর্যন্ত মৃত্যু আর তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কিন্তু কিয়ামতের পূর্বে মৃত্যু অবশ্যই হবে। হে প্রধান ওজির আধ্যাত্মিক সাধক, আপনি মহান খোদার প্রেমে প্রেমময়, দয়া করে বলুন উহা কোন জুলমাতে অবস্থিত।

হযরত খিজির (আঃ) ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর এবং খোদা প্রেমিক। তাঁহার সকল কাজের মধ্যে মহান আল্লাহতা'য়ালার চিন্তাধারার আধিক্য ছিল বেশী। তিনি সত্যের পুজারী, যখন যা বলতেন সত্য বলতেন। তিনি বাদশাহ্র আকুল আবেদনে বিগলিত হৃদয়ে, সম্মানের সহিত জানান যে, কোন জুলমাতে এ

www.pathagar.com

কূপের সৃষ্টি তাহা আমার জানা নেই। তবে এ ব্যাপারে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

ইহাতে বাদশাহ্ খুবই উৎসুক হয়ে বলেন, হে প্রধান উজির আপনি যে দিকেই চান এখনই সৈন্য সামন্ত ও রসদসহ যাত্রা করুন।

এরপর হযরত খিজির (আঃ) দক্ষিণ পাদদেশ হতে শুরু করে উত্তর পাদদেশে গমন করেন এবং বিনিদ্র রজনী তিনি আবেহায়াৎ কুপটি পাওয়ার ব্যাপারে গভীর ধ্যান খেয়ালে অতিবাহিত করেন। হযরত খিজির (আঃ) ইহা জানতেন যে কুপটি যেখানে অবস্থিত সেখানে ঝর্নাধারার শব্দের ন্যায় একটা শব্দ প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

তাই, তিনি গভীর রাতে একাকী এক জঙ্গল হতে আর এক জঙ্গলে পরিভ্রমণ করেন। আর এভাবে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতেন।

অবশেষে একদিন এক গভীর জঙ্গলে রাতের ইবাদত শেষে তাঁর 'কাশফ' খুলে যায় এবং অন্তর্চক্ষু বলে দেখতে পান যে, সেখান হতে আর এক দূর জঙ্গলে পাথরের চাকতি দ্বারা একটা জায়গা আবৃত আছে। হযরত খিজির (আঃ) তখন,তখন সেই জঙ্গলে গমন করেন এবং চাকতির পাশে বসে গভীর ধ্যান খেয়ালে ঝরণার শব্দ শুনতে পান। তিনি তাঁর লাঠির সহায়তায় পাথরের চাকতিটি সরাতে সক্ষম হন। দেখেন, ঝর ঝর করে পানি নীচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি মহান আল্লাহ্পাকের দরবারে শোকরিয়া ইবাদত আদায় করে দুই অঞ্জলী ভরে এবং প্রাণ ভরে যতক্ষণ পারেন পানি পান করেন। তারপর উক্ত পাথরের চাকতিটি পূর্বের ন্যায় স্থাপন করেন।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহর কি কুদরত। ঐশ্বরীকশক্তি তাঁর ভিতর কাজ করতে শুরু করে। তিনি অদৃশ্য হতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা গমন করতে পারেন। হযরত খিজির (আঃ) আবেহায়াৎ কুপটির কথা আর কাউকেও জানাবেন না স্থির করেন। ঠিক এ মুহূর্তে নীল পাগড়ী ও অতীব সুন্দর পোষাক পরিহিত নূরানী চেহারার মানুষ তাঁহার সম্মুখে হাযির হন। হযরত খিজির (আঃ) অভিভূত হন এই ভেবে যে, এত সুন্দর পুরুষমানুষও হতে পারে! তিনি ইতিপূর্বে কখনও এমন মানুষ দেখেননি। আগন্তুক সালাম জানিয়ে বলেন, আমি জ্বীবরাঈল। মহান আল্লাহপাক এ বিশ্বের সমস্ত বনাঞ্চলের জীব জন্তুর কর্তৃত্ব এবং সাগর ও সমুদ্রাঞ্চলের জীব জন্তুর কর্তৃত্ব আপনাকে প্রদান করেছেন। আপনি যেকোনো মূহুর্তে যেকোনো বনাঞ্চলে গমন করে জীবজন্তুর যাবতীয় সমস্যাদি নিরসন করবেন। ঠিক তেমনি সমুদ্রের তলদেশে গমন করে সকল জীবজন্তুর সমস্যাদি শ্রবণ করে ব্যবস্থাদি নিবেন। এখন হতে তাদের ভাষাজ্ঞান আপনাকে প্রদান করা হ'ল।

হযরত জ্বীবরাঈল (আঃ), হযরত খিজির (আঃ) কে নিয়ে সমুদ্রের তলদেশে গমন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন ধরনের জীবজন্তুর সমস্যাদি অবলোকন করেন।

(ক) সিন্ধু ঘোটক

(খ) হাঙ্গর, কুমীর আর যত মাছ

(গ) জল হস্তী, তিমি ও

সাপ হতে হাজারও প্রাণীর কাহিনী শ্রবণ করেন। কে কাকে চলার পথে বাঁধার সৃষ্টি করেছে, খাদ্য খোরাক পেতে দেয়নি, ছোটদের উপর বড়দের কর্তৃত্ব বেশী ইত্যাদি সমস্যাদি শ্রবণ করেন। অনুরূপভাবে বনাঞ্চলে জীবজন্তুর সমস্যাদির কথাও

www.pathagar.com

জ্বীবরাঈল (আঃ) বর্ণনা করেন। জ্বীবরাঈল (আঃ) আরও বলেন, সমুদ্র ও বনাঞ্চলের সকল সমস্যা সমাধানের বিচারের ভার আপনাকে প্রদান করা হয়েছে। ইহা বলে সালাম জানিয়ে বিদায় নেন। হযরত খিজির (আঃ) সমুদ্রের তলদেশ হতে চলে আসেন সৈন্যসামন্তের কাছে। তিনি সকল গোপনীয়তা রক্ষা করে সৈন্য সমান্তকে বাদশাহ্ জুলকারনাইনের দরবারে হাজির হতে বলেন এবং তিনি যে "এলহাম" প্রাপ্ত হয়ে অন্যত্র চলে গেছেন তা বাদশাহ্ কে জানাতে বলেন।

জ্বী বন্ধু, বাদশাহ্ জুলকারনাইন এর গোপন অভিলাষ সেই আবেহায়াৎ কুপের পানি আর পান করা হলো না। হলো না তাঁর সৌভাগ্য, সেই চিরআকাঙ্খিত কুপটি দেখার। মধ্যখানে চির বিজয়ী হয়ে চিরজীবী হলেন হযরত খিজির (আঃ) যিনি আজও জীবিত আছেন এবং কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত থাকবেন। উক্ত পানি পান করার পর হতে তিনি যখন তখন অদৃশ্য হতে পারেন এবং মূহুর্তের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে গমন করতে পারেন।

পরবর্তীতে মহান আল্লাহপাক তাঁহাকে নবুয়ত দান করেন এবং তিনি নবী হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁহার বড় কেরামতঃ তিনি যে জায়গায় গমন করেন কিংবা অবস্থান করেন সে জায়গা সবুজ আকার ধারণ করে এবং তাঁর আগমনে মরা ঘাসও জীবন্ত হয়ে সবুজ আকার ধারণ করে।

তাই, হে পাঠকবন্ধু, মহান আল্লাহপাকের ধ্যান খেয়ালে তাঁর মকবুল বান্দা হিসেবে আকর্ষিত হই এবং ইস্তেখারার মাধ্যমে হযরত খিজির (আঃ) কে কখনও যদি পাই তাহলে আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে মিনতি করব উক্ত কুপের হদিস কোনো জুলমাতে অবস্থিত যদি ইহাতে মহান আল্লাহপাকেরও কোনো

www.pathagar.com

আপত্তি না থাকে। কেননা এ সমস্ত হচ্ছে মহান আল্লাহপাকের মদদ, এলহাম এবং কাশ্‌ফের ব্যাপার।

অনুচ্ছেদ- তেতাল্লিশ

জ্বী- বিভিন্ন মাশায়েখগণ দিবারাত্রিতে বিভিন্ন সময়ে ইবাদত বন্দেগীর গুরুত্ব ও মাহিত্য সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্যের গুরুত্বারোপ করেছেন সেগুলোর প্রতি আমাদের অটল বিশ্বাস আনা প্রয়োজন। কেননা তাঁরা সবাই নায়েবে রাসুল। যেহেতু নায়েবে রাসুলগণ অনন্তজীবন সম্পর্কে পূর্ণ আস্থাশীল এবং কোনো মানব জীবন যাতে দুঃখময় না হয়, জাহান্নামের লেলিহান শিখা তাদের আত্মাকে পুড়ে নিঃশেষ করে না দেয়, সেজন্যেই নায়েবে-রাসুলগণ বিশ্বমানাবের মুক্তির জন্যে নিশীথে-নিভৃতে মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে থাকেন।

ঠিক তেমনি পীরে শিরোমণি, কুতুবে রব্বাণী জনাব আব্দুল কাদের জিলানী(রহঃ) বিশ্বমানবের মুক্তির জন্যে ডাক দিয়ে তাঁর গুনিয়াতূততত্বালেবীনে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসুলে পাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন-কোনো ব্যক্তি যদি শুধু শুক্রবারের রাতে মাগরীব ও এশার মধ্যখানে নিম্নোক্ত নিয়মে মাত্র ১২ (বার) রাকাত নামাজ আদায় করেন তাহলে, এক দিন নয়, একমাস নয় এক বছর নয়, পূর্ন ১২টি বছরের (দিনে রোজার এবং রাতে ইবাদত করার) সওয়াব তাঁর আমল নামায় লিখিত হবে যার প্রতিদানে পাহাড় পরিমাণ গোণাহ্‌রাশি রহিত হয়ে পরজগতে তার "অনন্তজীবন" জান্নাতি সুখ-শান্তিতে উপভোগ করবে। (গুনিয়াতুততত্বালেবীন)।

তাই আসুন, পীরে শিরোমণী জনাব আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) এবং দয়াল নবী (সাঃ) এর এরশাদ অনুযায়ী শুক্রবার রাতে মাগরীব ও এশার মাধ্যখানে উক্ত ১২ রাকাত নামাজ আদায় করে অশেষ সওয়াবের ভাগী হই।

www.pathagar.com

দৃষ্টি আকর্ষণঃ দুই বা চারি রাকাত নফলের নিয়তে মোট ১২ (বার) রাকাত নামাজ পড়া যাবে যাহা-

প্রতি রাকাতে

১। সূরা ফাতেহা- ১ বার

২। আয়তুল কুরসী- ১ বার

৩। সূরা এখলাস- ৩ বার

নামাজ শেষে দু'হাত তুলে এভাবে বলতে হবে যে, "হে দয়াময় প্রতি শুক্রবার রাতে এমনি করে তোমার দরবাওে যাতে হাজির হতে পারি সে তৌফিক দান করো। আমীন!"

অনুচ্ছেদ- চুয়াল্লিশ

হে পাঠকহৃদয়, ফুল হচ্ছে মহান আল্লাহ্পাকের বিশেষ এক নেয়ামত। তুমি যদি ফুলকে ভালবাসো এবং ফুলের সুঘ্রাণে তোমার হৃদয় যদি আকর্ষিত হয়, তাহলে ফুলের বাগানে বেশি বেশি করে গমণ করিও। কেননা ফুলের মতো যাদের হৃদয় এবং ফুলকে নিয়ে যাদের সাধনা, তাদের দ্বারা খারাপী হতে পারে না। তাদের স্বচ্ছ সুন্দর হৃদয়ে কোনো কালিমার আঁচড় কাটতে পারে না। তাছাড়া বিশ্বের যা কিছু কল্যাণ সাধিত হয়েছে তা ফুলের মতো হৃদয়বান ব্যক্তিদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে।

জ্বী, ফুল হচ্ছে জান্নাতের শোভা এবং জান্নাতকে সুশোভিত করা হয়েছে হাজারও রংঙের হাজারও ফুল দ্বারা। জান্নাত ফুটন্ত ফুলের সমাহার আর তার মাঝে সুন্দর সুলোচনা, স্পর্শ বিহীন, হাঁস্যময়ী,মনমোহিনী,সুন্দরী হুরগণের বিচরণ এবং জান্নাতবাসীদের জন্যে তারা অপেক্ষায় অপেক্ষমান। মহান আল্লাহ্র কি অপূর্ব কুদরত যে হুরগণের একটি আঙ্গুলের রূপ, রশ্মি, সপ্ত সূর্য্যের আলো রশ্মির চেয়েও তীব্রতর। (হুরুম মাখছুরাতোন ফিল খেয়ামঃ সূরা-রহমান)।

www.pathagar.com

তাছাড়া, বিভিন্ন ফুলের নির্যাস থেকে হয় মধু। মধু আহরণে শত শত মধুমক্ষিকা নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছে সেই আবহমান কাল ধরে। উপকৃত হচ্ছে বিশ্বমানবকুল এবং এমন কোনো অসুখ নেই যে ভাল হয় না মধুতে যেখানে শুষ্ক ব্রেইনকে তরুতাজা করতে মধু হচ্ছে অদ্বিতীয়। মধু যাবতীয় ক্ষয় পূরণের সহায়ক এবং হৃদয়-মনকে সঞ্জিবীত করার মহৌষধ।

তাই, ফুলকে ভালবাস তোমার হৃদয় দিয়ে এবং মধু মক্ষিকার ন্যায় উৎসর্গ করো তোমার মনকে। তোমার সার্বিক কৃতকর্মের সুঘ্রাণে পরিতৃপ্ত হোক মানবকুল এবং তুমিও দামী হও মণিমুক্তার মতো গোটা বিশ্বের কাছে।

অনুচ্ছেদ -পঁয়তাল্লিশ

হে মুসাফির- শিশু যেমন মায়ের কোলে পরম শান্তি অনুভব করে, ঠিক তেমনি তোমার মাঝে এমন একটি স্থান আছে যেখানে মহান আল্লাহ্পাককে বসাতে পারলে তুমিও সে শান্তি অনুভব করতে পারবে। আর তা হচ্ছে তোমার "ক্বাল্ব"।

জ্বী-সাগরে জোয়ার এলে নদীনালা,খালবিল যেমন পরিপূর্ণ হয়ে যায় ঠিক তেমনি, তোমার ক্বালবে যদি ঐশ্বরীক প্রেমের জোয়ার ভাসে, তাহলে তোমার মাঝে ৭০ হাজার লোমকুপ হতে শুরু করে,শিরা-উপশিরাসমূহ সেই প্রেম জোয়ারের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে "তোমার মাঝে মহান স্রষ্টার গুপ্ত রহস্য সমূহের প্রকাশ ঘটবে।

তাই তোমার মন হতে যাবতীয় ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত করে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৪,৫০০ বার মহান সৃষ্টিকর্তার যে নামে পারো যিকির করো যেন একটি নিঃশ্বাসও বাদ না যায়। ইহাতে ক্বালব ঐরূপ শক্তিশালী হবে যে, তোমার মধ্যে খারাপ রিপুসমূহ-

www.pathagar.com

যেমনঃ কাম, ক্রোধ, লোভ,মদ,মোহ,মাৎসর্য্য আর স্থান পাবে না এবং তোমার অনিয়ন্ত্রিত মনটা নিয়ন্ত্রিত হলে আত্মার অলৌকিক ক্ষমতা তোমার মাঝে চলে আসবে। তাই, তুমি যদি মুক্তি চাও, তাহলে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রেমে, তোমার আত্মাকে আত্মনিয়োগ কর এবং কে হিন্দু, কে মুসলমান, কে বৌদ্ধ, কে খ্রিস্টান জাতি ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মানব কল্যানে রত হও। তাহলে যত প্রকার খারাপি শক্তি ও গুপ্ত আবর্জনা (পাপ সমূহ) তোমার মাঝে তা আর দানা বাঁধতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ- ছয়চল্লিশ

হে বিশ্বমানবকুল, দয়াল নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, কাপড় যেমন পুরাতন হয়ে যায় ঠিক তেমনি ঈমানও পুরাতন হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিদিন একটি দুটি করে পাপের কাজ করতে করতে একদিন সমস্ত দিল কালো হয়ে মরিচা ধরে যায়। তখন ঐ দিলে ভাল কথা, ভাল কাজ এবং ভাল চিন্তা আর ভাল লাগে না। তাই, ঈমানকে তাজা করার জন্যে দয়াল নবী (সাঃ) বারবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বেশি বেশি করে পড়ার জন্যে এরশাদ করেছেন।

জ্বী-বৃষ্টি নেমে যেমন শুকনো জায়গাকে সজিব করে তোলে ঠিক তেমনি তুমিও সজিব হবে যদি তোমার দিলে উক্ত কলেমা প্রতিষ্ঠ করতে পারো।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- সাতচল্লিশ

মুসাফির বেশে শামছ তিবরিজ (রহঃ)ঃ

শামছ তিবরিজ আধ্যাত্মিক সাধনার একজন গভীর সাধক ছিলেন। তিনি মারফত জ্ঞানে এত বেশি পারদর্শী ছিলেন যে শ্রেষ্ঠ সাধক হিসাবে তাঁর সময়কালে তাঁর জুটি আর কেউ ছিলনা। তিনি লোক চক্ষুর অন্তরালে এক স্থান হতে আর এক স্থানে মুসাফির বেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর জালালী শক্তি এত বেশি তীব্র ছিল যে তিনি যেখানেই জালালী দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন সেখানেই আগুন ধরে যেতো।

কথিত আছে যে, একদিন তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর ঘরে উপস্থিত হয়ে চারিধারে কিতাবের স্তুপ দেখতে পান এবং মাওলানাকে জিজ্ঞেস করেন- এগুলো কি? মাওলানা নীচু মুখে গম্ভীর গলায় উত্তর দেন যে, ইহা তুমি বুঝবে না। একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে সমস্ত বিতাবসমূহে আগুন ধরে পুড়ে যায়। মাওলানা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করেন- ইহা কি? শামছ উত্তর দেন- ইহা তুমি বুঝবে না।

ইহার পর শামছ তিরবিজ সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করে অদৃশ্য হয়ে যান। মাওলানা ইহাতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে শামছ তিবরিজের আগমন ও প্রস্থানের দৃশ্য ভাবতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত শামছকে পাওয়ার বিচ্ছেদে সংসার ত্যাগী হয়ে মুসাফির বেশে দেশ হতে দেশান্তরে ঘুরতে থাকেন। তিনি শামছকে পাওয়ার জন্যে এত বেশি অস্থির হয়ে ছিলেন যে, লোকে মনে করতো যে, শামছ মাওলানাকে যাদু করেছে।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী মারেফত জ্ঞানের গভীরে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে শুধু শামছ তিবরিজের জালালী তওয়াজ্জুর বদৌলতে।

www.pathagar.com

তাই হে মুসাফির -তোমার জীবনে তুমি যদি এমন ব্যক্তির সন্ধান পাও, যার পরশে তোমার হৃদয়-মন ভরে যায়, তাহলে তুমি তাঁকে তোমার দিল বানানেওয়ালা দীক্ষাগুরু মনে কর এবং তাঁর কাছে তোমার একটু ঠাঁই চাও। যদি ঠাঁই পাও তাহলে তুমি মনিমুক্তার মতো দামী হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ- আটচল্লিশ

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) একজন খুব জবরদস্ত বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন এবং হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (রহঃ) এর মতে তিনি একজন সিদ্দিক ছিলেন। হযরত হাতেম আছাম নিশীথে নিভৃতে, নির্জন কক্ষে যখন মহান আল্লাহর ধ্যানে রত হতেন তখন তাঁর ইবাদত খানায় নূরের জ্যোতির প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হতো। তিনি মুসাফির বেশে জীবনের অধিকাংশ সময় দেশ-বিদেশে কাটিয়েছেন।

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) অছিহত করেছেন যে-"তুমি যদি প্রকৃত দোস্ত চাও তবে খোদা তোমার যথেষ্ট। আর যদি সঙ্গী চাও তবে কেরামন কাতেবীন তোমার সঙ্গী। যদি বন্ধু চাও তবে কোরআন যথেষ্ট। যদি কাজের দরকার হয় তবে ইবাদত কর। যদি উপদেশ কারীকে মনে কর তাহলে মৃত্যু হতে বড় কোনো উপদেশদাতা আর কেহ নেই।

নামাজ আদায় সম্পর্কে কোনো ব্যক্তি হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন। যখন নামাজের সময় হয় তখন পানি দ্বারা জাহিরি অজু করি এবং তওবা দ্বারা বাতেনী অজু করি। বেহেস্তকে ডান পার্শে এবং দোজখকে বাম পার্শে চিন্তাকরি। পুলছেরাতকে পায়ের নীচে এবং আজরাইলকে পিঠের উপর মনে করি। তৎপর দিলকে খোদার দিকে সোপর্দ করে সম্মানের সাথে তকবীর, ইজ্জতের সাথে কেয়াম, ভয়ের সাথে কেরাত, বিনয়ের সাথে রুকু, ক্রন্দনের সাথে সেজদা ও কৃতজ্ঞতার দ্বারা সালাম করি।

তিনি বলেন তিন সময় হেফাজত কর; কাজ করার সময় ইহা মনে রাখবে যে, খোদা তোমাকে দেখতেছেন, কথা বলবার সময় মনে

www.pathagar.com

করবে মহান আল্লাহ্পাক শুনতেছেন, যখন নীরব থাকবে তখন মনে করবে খোদা তোমার মনোভাব জানতেছেন।

হযরত হাতেম আছাম (রহঃ) আজ আর নেই কিন্তু তাঁর খোদাপ্রেম, মূল্যবন অছিহতসমূহ আজও জনসমক্ষে সমাদ্রিত হয়ে আসছে।

অনুচ্ছেদ- উনপঞ্চাশ

হে মুসাফির-পাথরের ভিতর যেমন আগুন আছে ঠিক তেমনি প্রতিটি মানুষের ভিতর রূহানী দিল আছে আর এই রূহনী দিলের খোরাক হচ্ছে মহান আল্লাহ পাকের ছেফত নামের 'খফি জিকির' যাহার মুল লতিফা হচ্ছে ক্বালব। ক্বালবকে সহায়তা করছে রুহ্, খফি আকফা, ছের, নাফস্, আব, আতোস, খাক, বাদ। আবার এই দশ লতিফাকে সহায়তা করছে সর্ব শরীরে সর্বমোট ৭০ (সত্তর) হাজার লতিফাসমূহ।

হে মুসাফির, মহান আল্লাহ্পাক কত যে খুশি ঐসব বান্দাদের জন্যে যাঁরা আধ্যাত্মিক ভ্রমনে বিভিন্ন মঞ্জিলসমূহ পার হতে আগ্রহী। তাই যখন কোনো বান্দা সমস্ত বিশ্বকে পরিহার করে নির্জনে বসে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে আত্মনিয়োগ করেন তখন তিনি বড়ই খুশি হয়ে তাঁর এবং বান্দার মাঝে পর্দা উঠায়ে দেন। তাই আধ্যাত্মিক ভ্রমনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে কঠোর সাধনায় রত হতে হয়। এ সাধনা শুরুর পূর্বে পাহাড় পরিমাণ গোনাহ্রাশিকে রহিত করার নিমিত্তে অবশ্যই সালাতুছ তাছবীহ কমপক্ষে ৪ (চার) রাকাত নামাজ আদায় করতে হয়। এ নামাজ

www.pathagar.com

আদায় করার জন্যে স্বয়ং দয়াল নবীপাক (সাঃ) মাসে একবার, বছরে একবার, নইলে জীবনে একবার মাত্র পড়ার তাগিদ দিয়েছেন।

তাই, অতি ধীরে নির্ভুলভাবে, বিনয় ও খুশু-খুজুর সাথে এ নামাজ আদায় করতে হয়। এ নামাজের মাহিত্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে এভাবে বলা হয়েছে যে মাত্র জীবনে একবার এ নামাজ আদায়কারী কবিরা/ছগিরা পাহাড় পরিমাণ গোণাহ্‌রশি ঐভাবে নিঃশেষ হয়ে যাবে, যেমন জলন্ত আগুন কাঠকে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করে দেয় এবং হজব্রত পালনকারীর ন্যায় সম্পূর্ন গোনাহ্‌রাশি হতে সে মুক্তি পাবে। তাছাড়া এ নামাজ আদায়কারী সময়কালে পৃথিবীতে যত লোক থাকবে ততটি গোণাহ্ হতে সে রেহাই পাবে। ইহা দয়ালনবী (সাঃ) এর মুখের বাণী (ফাজায়েলে আমাল)। তবে খুশু-খুজু যেমন নামাজের জীবন, তাই এ নামাজ আদায় করার সময় বিনয় ও খুশু-খুজুর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। শিশু যেমন নিষ্পাপ হয়ে জন্ম গ্রহন করে, ঠিক তেমনি সমস্ত জীবনের পাহাড় পরিমাণ গোণাহ্‌রাশি থেকে সে মুক্তি পাবে। এ নামাজ আদায়ের নিয়মাবলী যে কোনো কিতাব হতে সংগ্রহ করা যাবে। হে মুসাফির, দয়াল নবী (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য যদি কোনোদিন হয় তাহলে মনে হবে এ নূরের মানুষকে দেখার যেন শেষ না হয়। তাঁর সফলতার হাঁসি মুখ দেখে মনে হবে গোটা বিশ্ব মানব কুলকে গহীন অন্ধকার হতে চলার কায়দা জানিয়ে দিয়ে তিনি যেন পরিপূর্ণ বিজয়ী।

জ্বী,- মধ্যম গড়নের সুন্দর মানুষ দয়াল নবী (সাঃ) কে দেখলে মনে হবে যেন হাজার হাজার মানুষের মাঝে তিনিই সব

www.pathagar.com

চেয়ে উঁচু। গলার স্বর উঁচু নয়, বড় মিষ্টি কথার মানুষ তিনি। আরও মনে হবে, বহুকাল ধরে যেন তাঁর সঙ্গ না ছাড়ি। তাঁর দু-ভ্রূর মিলনে নূরানী মুখের সৌন্দর্য্য চাঁদকেও যেন হার মানিয়েছে। তাই, দয়ালনবী (সাঃ) এর গভীর মহব্বতে কোনোদিন যদি তোমার প্রাণ কাঁদে এবং দুগণ্ড বেয়ে আঁখি জল ঝরে, তাহলে দেখবে, তিনি ছুটে এসেছেন তোমার আঁখিজল মুছে দিতে।

অনুচ্ছেদ- পঞ্চাশ

হে পাঠকহৃদয়, কোনো বান্দা যখন গোনাহ্‌র কাজ করতে করতে মহান আল্লাহ্‌পাক হতে দূরে, বহু দূরে সরে চলে যায় তবুও আল্লাহপাক নারাজ হয়ে সহজে কোনো গজব বা মুছিবত তার প্রতি নাযিল করেন না বরং তাহার রিজিক তাকে দিতে থাকেন। এখানেই মহান আল্লাহপাকের রাহীম ও রহমান নামের স্বার্থকতা। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিষ্টান সবার কাছে তিনি তাদের রিজিক বন্টন করে থাকেন, তিনি অতি মহব্বতের সুরে বিশ্বমানবকে ডেকে বলেন, হে আমার বান্দা, তোমাদের গোনাহ্‌রাশি যদি চাঁদ -সুরুজ পার হয়ে সপ্ত আসমান পর্যন্ত ছুঁয়ে যায় এবং তোমরা যদি খালেছ নিয়তে তওবা কর তাহলে তোমাদের গোনাহ্‌রাশিকে আমি এমন ভাবে নিঃশেষ (ক্ষমা) করে দিব, যেমন-শিশু জন্মগ্রহন করে নিষ্পাপ হয়ে।

তাই হে পাঠকহৃদয়, নিঃশ্বাসের যেখানে বিশ্বাস নেই, নেই কোনো চিরকাল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা, তাই তুমি ফিরে এসো তোমার দয়াময়ের কাছে এবং রক্ষা কর জ্বলন্ত আগুনের লেলীহান শিখা থেকে তোমার 'আত্মাটাকে' কে।

তোমার একটি কান্না কিংবা একটি অনুতাপে যদি কোনোদিন তোমার পাপরাশি মাফ হয় এবং কোনোদিন যদি জান্নাত তোমার নছিব

www.pathagar.com

হয়, তাহলে অপেক্ষমান সুন্দর সুলোচনা মনমোহিনী হুরগণের সেবায় তুমি পরিতৃপ্ত হবে। তোমাকে যে হুর দেয়া হবে তার একটি আঙ্গুলের রূপ-রশ্মি সপ্ত সুর্যের আলো রশ্মির চেয়েও মনোরম তীব্রতর এবং তাকে স্পর্শ করেনি কেউ কোনোদিন, না ইনছান না জ্বীন। জান্নাতে আরও মনে হবে যে, হুরের একটু ছোঁয়া, একটু পরশ এবং একটু ভাললাগার যেন কোনোদিন আর শেষ না হয়। জ্বী,শেষ হবেনা কোনোদিন, কেননা প্রতিদিন উভয়ের রূপ লাবণ্যের পরিবর্তন ঘটবে। আজকে উভয়ে উভয়কে যেভাবে দেখছে পরদিন পরিবর্তন হয়ে উহা তারা ভিন্নভাবে দেখবে। মনে হবে উভয় উভয়কে নূতনভাবে দেখছে। চুম্বকের মতো উভয়কে আকর্ষিত করবে।

অনুচ্ছেদ- একান্ন

হে পাঠকহৃদয়, রাসূলেপাক (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্তায়ালা অমনোযোগী ক্বালবের দোয়া কবুল করেন না। ঠিক তেমনি, অমনোযোগী নামাজও আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। যেখানে শরীয়তের প্রধান খুঁটি হচ্ছে নামাজ। সেখানে নামাজী যদি নামাজে অমনোযোগী হয় এবং মাখলুখের সন্তুষ্টির জন্যে সে নামাজ আদায় করা হয় তাহলে প্রথম আসমান হতে উক্ত নামাজীর মুখে নামাজকে ছুড়ে মারা হয়। তাই নামাজের সময় শরীরটা যেমন জায়নামাজে উপস্থিত থাকে, তদ্রূপ মনটাও যেন উপস্থিত থাকে এবং এদিক ওদিক জরুরি সমস্যার কাছে ছুটে না যায়, সে দিকে মনোনিবেশ করতে হবে।

হে পাঠকহৃদয়, নামাজের প্রতি গভীর মহব্বত অর্জনের নিমিত্তে একচিল্লা পর্যন্ত অটল বিশ্বাসে বিনয়ের সাথে যদি নিম্নোক্ত নিয়মে নামাজ আদায় করা হয় তাহলে নামাজের প্রতি গভীর

www.pathagar.com

মহব্বত এমনভাবে জন্মাবে যে নামাজ ছাড়া নামাজীকে একটুও ভালো লাগবেনা এবং আযানের প্রতীক্ষায় তাহার মন সব সময় বিগলিত থাকবে। যেমন হযরত ওয়েছ করনী (রহঃ) নামাজ শুরু করলে কখন যে সে নামাজ শেষ হবে তা ছিল সাধারণের বোধগম্যের বাইরে।

কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে নামাজে গভীর আকর্ষণে মন ভরে উঠবে তা নিম্নরূপ-

প্রথমতঃ পবিত্রতাঃ

প্রতিটি মসজিদ হচ্ছে খোদার খাস দরবারের অংশ বিশেষ। এখানে বিনা অজুতে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশের বিধান নেই। তাই জামাত দাঁড়িয়ে গেছে, তাড়াহুড়া করে এস্তেনজা ও অজু সেরে জামাতে শরীক হতে হবে। ইহা ঠিক না। কেননা ইহাতে প্রস্রাবের ছিটাফোটা কাপড়ে লেগে যেতে পারে এবং তাড়াহুড়া অমনোযোগী অজু অপবিত্রতা আনতে পারে, যেখানে সার্বিক পবিত্রতাই হচেছ নামাজ কবুলের পূর্বশর্ত। তাই বিনয় ও তাকওয়ার সহিত প্রতিটি অঙ্গে যাহাতে পানি পৌঁছতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সুরাকারাতে বিশুদ্ধতাঃ

নিবিষ্ট চিত্তে নির্ভুলভাবে সুরাকারাত পড়তে হবে। ছোট সুরাকারাত পড়া অতি উত্তম। উচ্চারণ এবং অর্থের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে। যেমন সুরা ফাতেহা পড়তে গিয়ে আল্‌হামদুলিল্লাহে এর জায়গায় আলাহামদুলিল্লাহে পড়া হল এবং সুরা এখলাস পড়তে গিয়ে ক্কোলহুওয়াল্লাহু আহাদু এর জায়গায়

www.pathagar.com

কুলহুওয়াল্লাহু আহাদু পড়া হল। ইহাতে আসমান ও জমিন বরাবর পার্থক্য সুচিত হল যেখানে আল মানে সমস্ত এবং আলা মানে উপর এবং ক্কোল মানে বলো এবং কুল মানে খাও। কাজেই অর্থের তারতম্যের দিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এবং অতি ধীরে বিনয় ও তাকওয়ার সহিত সূরা কারাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, নামাজ শেষ করতে হবে।

তৃতীয়তঃ খুশুর সাথে রুকুঃ

অছওয়াছাবিহীন রুকু করতে হবে অর্থাৎ দেলে এক আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো গায়রুল্লাহ্র কল্পনা যেন না আসে, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যেখানে দু'ঘাড়ে দু'জন ফেরেস্তা গভীরভাবে ভালমন্দ ও যত ভুল ভ্রান্তি লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন। রুকুর সময় দেলে তাকওয়া আনতে হবে।

চতুর্থতঃ নম্রতার সাথে সেজদাঃ

নম্রতার সাথে সেজদা করতে হবে অর্থাৎ প্রজা যেমন আদবের সাহিত রাজার কাছে তার মাথা নত করে কিছু চায় তদ্রূপ তাড়াহুড়া নয়, অতি বিনয়ের সাথে সেজদায় যেতে হবে এবং এক সেজদার পর এমনভাবে বসতে হবে যে আলিফ অক্ষর যেমন দাঁড়িয়ে আছে। তৎপর পরবর্তী সেজদায় যেতে হবে। ১ম রাকতে দণ্ডায়মান হতে রুকু এবং রুকু হতে সেজদায় গমন করতে যতটুকু সময় ব্যয় হবে তদ্রূপ ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ রাকাতেও একই সময় নিরূপন করতে হবে।

পঞ্চমতঃ এখলাসের সাথে তাশাহুদঃ

www.pathagar.com

এখলাসের সহিত তাশাহুদ পড়তে হবে অর্থাৎ অন্তরে এমন খেয়াল যেনো না আসে যেনো এক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনো মাখলুখের সন্তুষ্টির জন্যে তাশাহুদ পড়া হচ্ছে।

ষষ্ঠতঃ ভক্তির সাথে সালামঃ

ভক্তির সহিত সালাম ফেরাতে হবে অর্থাৎ সুধী ও গুণিজনকে যেমন আদবের সহিত সালাম প্রদান করা হয় তদ্রূপ দু'ঘাড়ে দু'জন ফেরেস্তাকেও অতীব ভক্তির সাথে সালাম প্রদান করতে হবে।

সপ্তমতঃ মনের স্থিরতাঃ

নামাজে মনের স্থিরতা অতীব জরুরি। অবশ্যই খেয়াল করা উত্তম যে আমার ডানে,বামে, সামনে, পিছনে, উপরে, নীচে মহান আল্লাহপাকের 'আল্লাহ্' নামের ছবি দেখতে পাচ্ছি এবং সামনে দাঁড়িপাল্লা ঝুলছে। এ খেয়ালে মনের স্থিরতা আসবে।

অষ্টমতঃ জান্নাত সম্পর্কে খেয়ালঃ

মনে এ খেয়াল আনা উত্তম যে আমার ডানে-জান্নাত; যেখানে ফুটন্ত ফুলের বাগান আর বাগান এবং সুপরিপক্ক ফলমূলে পরিপূর্ণ সে স্থান।

নবমতঃ জাহান্নাম সম্পর্কে খেয়ালঃ

আর বামে রয়েছে জাহান্নাম, যাহার ভয়াবহ অগ্নীকুণ্ড দাউ দাউ করে দোজখবাসীকে গ্রাস করছে। দোজখবাসী পুড়ে নিঃশেষ

www.pathagar.com

হচ্ছে,আবার পূর্ণ অবয়বে ফিরে এসে পুনরায় অগ্নীকুণ্ডে নিক্ষেপিত হচ্ছে। এসব কল্পনায় নামাজে দৃঢ়তা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মাখলুকের কোনো চিন্তায় মন অবশ্যই আকৃষ্ট হবেনা। ইহা ছাড়াও নামাজীকে কম খাওয়া, কম কথা বলা এবং লোকের সঙ্গে কম মেলামেশা করা ইত্যাদি অভ্যাস গড়ার প্রচেষ্টা করতে হবে যেখানে মুজাহেদার প্রতি বিশেষ গুরুত্বরোপ করার নির্দেশ আছে।

দশমতঃ

নামাজীকে অবশ্যই তার খেয়ালে আনতে হবে যে, আমি

পুলছেরাতের উপর দাঁড়িয়ে আছি এবং আমার জান কবজের নিমিত্তে আজরাইল (আঃ) পিছনে ঘাড়ের কাছে তৈরি হয়ে আছেন। আমার এই নামাজই হয়ত জীবনের শেষ নামাজ।

উল্লেখিত বিধি বিধানগুলো যে কোন নামাজীর আয়ত্বে নিয়ন্ত্রিত হলেই নামাজের প্রতি গভীর মহব্বত ও মিষ্টতা অনুভূত হবে। হৃদয়ের কালিমা দুরীভূত হয়ে স্বচ্ছ সুন্দর খোদার দীদারের আয়না তার দিলে প্রতিষ্ঠিত হবে। নামাজ ছাড়া তাকে আর এক মুহূর্তও ভাল লাগবেনা এবং সদাসর্বদা আযানের অপেক্ষায় সে অপেক্ষমান থাকবে।

তাছাড়া দয়ালনবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, গভীর রাতে কিংবা দিনে নামাজ আদায়ে কখনই অলসতা আসবেনা যদি নামাজী-

(ক) হালাল রুজীতে অভ্যস্থ হয়;

(খ) তওবাতে মজবুত থাকে;

www.pathagar.com

(গ) আল্লাহর আজাবকে সে ভয় করে;

(ঘ) সর্বদা আল্লাহর কাছে ক্ষমার জন্য ব্যাকুল থাকে;

(ঙ) সন্দেহজনক বস্তু সর্বদা পরিত্যাগ করে;

(চ) পাপ কার্য সংঘটিত হলে উহার জন্য বার বার অনুশোচনা করে;

(ছ) মৃত্যুর কথা স্মরণ করে;

(জ) দুনিয়ার প্রতি অনাষক্ত থাকে;

(ঝ) মৃত্যুর পর ভাগ্যে কি ঘটবে উহা নিয়ে দিনে অন্ততঃ একবার চিন্তা করে।

জ্বী বন্ধু- নির্ভুল নামাজ পরহেজগারীর পূর্বশর্ত। যেখানে পরহেজগারী হচেছ কিস্তি স্বরূপ এবং দুনিয়াটা যে অসীম সাগর যার পারে ভিড়ার কিস্তি হচেছ পরহেজগারী। ইহাতে যদি একটু ফুটা থাকে তাহলে পারে ভিড়া আর হবে না। তাই, অমনোযোগী ক্বালবের দোয়া যেমন- আল্লাহ পাক কবুল করেন না, ঠিক তেমনি অমনোযোগী নামাজীর নামাজও তাঁর কাছে গৃহীত হয় না।

অতএব, হে মুসাফির নামাজের বিধি-বিধানসমূহ সঠিকভাবে পরিপালনের চেষ্টা কর। ইনশাআল্লাহ্ মনের যাবতীয় বিশৃঙ্খল চিন্তা সমুহের বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব হবে এবং মন্দ স্বভাবগুলো উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীতে পরিণত হয়ে তোমাকে মনিমুক্তার মতো দামি করবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- বায়ান্ন

হে মুসাফির-তুমি যদি তোমার নেক মাকসুদগুলো হাসিল করার জন্যে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ কর তাহলে খুব শীঘ্রই তার ফলাফল অনুভব করতে পারবে। আর তা হচ্ছে বাদ ফজর প্রথমে ১১ বার দরুদশরীফ পড়ে নিয়ে যেকোনো দিন আমল শুরু করতে হবে।

শুক্রবার: লাইলাহা ইল্লাল্লাহ্- ১০০ বার
শনিবার: ইয়া রাহমানু-ইয়া রাহীমু-১০০০ বার
রবিবার: ইয়া ওয়াহেদু- ইয়া আহাদু-১০০০ বার
সোমবার: ইয়া ছামাদু-ইয়া ফারদু-১০০০ বার
মঙ্গলবারঃ ইয়া হাইয়্যু-ইয়া কাইয়্যুমু -১০০০ বার
বুধবার: ইয়া হান্নানু- ইয়া মান্নানু-১০০০ বার
বৃহস্পতিবার: ইয়া যালজালালে ওয়াল ইকরাম-১০০০বার

যদি তুমি অর্থ শালী হতে চাও তাহলে প্রতিদিন ইহার সহিত ডান দিকে মুখ করে ইয়া রাজ্জাকু: ৩ (তিন) বার
ইয়া মুগনীয়্যু: ৩ (তিন) বার
ইয়া মুসাব্বেবুল আসবাবে ছাব্বিব ৩ (তিন) বার
বাঁ দিকে মুখ করে ঐ ৩ (তিন) বার
ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ঐ ৩ (তিন) বার
ক্বাবলার দিকে খেয়াল করে ঐ ৩ (তিন) বার।

এবং ১১ বার দরূদ শরীফ পড়ে খতম করতে হবে। ইনশাআল্লাহ্ খুব শীঘ্রই ইহার ফলাফল অনুভুত হবে এবং তোমার অফুরন্ত রহমতের আলামত বর্ষিত হবে। তবে সার্বিক পবিত্রতাই হচেছ এ আমলের পূর্বশর্ত এবং মিথ্যা পরিহার পূর্বক হালাল রিজিক ও হালাল পোষাকে অবশ্যই অভ্যস্থ হতে হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- তিপান্ন

হে মুসাফির, তোমার মুখ হচ্ছে খোদার কুদরত। তুমি তোমার মুখকে এমনভাবে সংযত করো যেন লোকে তোমাকে মনে করে তুমি বোবা। তোমার মনের চিন্তা ভাবনার বহিঃ প্রকাশ এমন ভাবে ঘটাও যেন সমাজ তোমাকে উপকারী বন্ধু হিসেবে গ্রহন করে। যে ব্যক্তি তার মন ও মুখকে এক করতে পেরেছে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সে সক্ষম হয়েছে। তাই, মহান আল্লাহ্‌র কুদরতী নেয়ামত তোমার জবানকে অকারণে ব্যয় করিও না। ইহাকে এমন ভাবে ব্যয় করিও যাহাতে দুনিয়া ও আখেরাতে লাভ হয়।

কাল কেয়ামতের মাঠে, যত প্রকার খারাপী কথাবার্তার জন্যে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে। সেদিন তোমার মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে,হস্তদ্বয় কথা বলবে এবং পদদ্বয় স্বাক্ষ্য দেবে। রেকর্ডকারী ফেরেস্তার রেকর্ড অনুযায়ী তোমার পাপ-পূণ্যের ফয়সালা হবে। কাজেই এমন কথা বলিওনা যে, আল্লাহ্‌র না ফরমানী হয় এবং কাল কেয়ামতের মাঠে তোমাকে জবাবদিহীতা করতে হয়।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- চুয়ান্ন

হে দীর্ঘ পথের যাত্রী মুসাফির, তোমার হায়াতে জিন্দেগীর দূরত্ব দিন দিন যেভাবে দ্রুত কমিয়ে আসছে তা নিভৃতে বসে কি একটু ভেবে দেখেছো? ক্ষণিক সম্পদের মোহে সুখ ও শান্তির অন্বেষায় তোমার পূর্ববর্তীরা একদিন তোমার মতো ছুটে চলেছিল, তারা আজ কোথায়। তাই, সুখ ঐশ্বর্যের মোহে ডুবে না থেকে অনন্তজীবনের ছামান (পাথেয়) সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করো। নবীপাক (সাঃ) বার বার এরশাদ করেছেন যে, দুনিয়াটা চির অবস্থানের জায়গা নয়, প্রস্থানের জায়গা এবং দুনিয়াটা হচ্ছে একটি মহাসাগর, যার তীর থেকে অনন্ত জীবন শুরু। তাই দুনিয়ার জীবনকে অত বড় করে না দেখে পর জগতের জন্য তৈরি হও।

হে পথচারী (মুসাফির) দয়াল নবী (সাঃ) এর জীবনাদর্শের দিকে একটু তাকাও। তিনি কি বিধর্মী রোম পারস্যবাসীদের ন্যায় সম্পদশালী হতে পারতেন না। যেখানে স্বর্ণের পাহাড়কেও তিনি প্রত্যাখান করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রিয় মাহবুব হওয়া সত্ত্বেও অতি দ্বীনহীন বেশে কালাতিপাত করেছেন। সে শুধু পারলৌকিক জীবনের চির শান্তির অন্বেষায়। তাহার জীবেনে এমন একটি দিন নেই যে তিনি প্রাণ খুলে হেঁসেছেন। আনন্দ মাহফিলে শুধু মুচকি হেঁসে স্বাগত জানিয়েছেরন সবাইকে। কথিত আছে যে- হযরত ওমর (রাঃ) একদিন নবী পাক (সাঃ) এর ঘরে হঠাৎ তাশরীফ নিলে পর দেখেন যে খেজুর ছালের পুটলী মাথায় দিয়ে নবী পাক (সাঃ) খালি চাটাইয়ের উপর শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। এ করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে হযরত ওমর(রাঃ) এর চোখে পানি আসে।

www.pathagar.com

তিনি সালাম জানিয়ে ঘরে উপবেশন করেন এবং জিজ্ঞেস করেন যে, হে খোদার হাবীব, আপনার কি করুণ অবস্থা, আপনার গায়ে চাটাইয়ের দাগ। উত্তরে নবী পাক (সাঃ) বলেন যে, ওমর দুনিয়ার সুখ সম্ভোগকে সব সময় তুচ্ছ মনে করিও যেখানে আখেরাতের সুখ সম্ভোগই হচ্ছে চিরস্থায়ী এবং অধিক।

তাই হে মুসাফির, দুনিয়ার মোহ থেকে তোমার মনকে, তোমার চিন্তাশক্তিকে ফিরিয়ে নাও এবং অনন্ত জীবনের দিকে একটু তাকাও, যার দরজা হচ্ছে মৃত্যু (কবর), যেখানে মহান আল্লাহ্ পাক স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে তুমি কি আমার বাণীসমূহকে সন্দেহ কর, তাহলে মৃত্যুর সময় চলে যাওয়া আত্মাটাকে ফিরিয়ে আনতে পারনা কেন!

কাজেই সবার জীবনে মৃত্যু একদিন আসবে, যেদিন জীবন প্রদীপও নিভে যাবে এবং পরজগতে পাড়ি দিতে হবে কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- পঞ্চান্ন

হে পাঠকহৃদয়, জীবনের যাবতীয় ঘটনা সে যত ছোট কিংবা বড়ই হোক তার ফলাফল জানার জন্যে ইস্তেখারা করুন যেখানে ভবিষ্যৎ কর্মপন্তার ফলাফল কি হবে উহা নিরূপণকারিকে মহান আল্লাহ পাক বড়ই ভালবাসেন। তাই ইস্তেখারা করুন। ঐদিন, নইলে পরবর্তী তিন রাত্রির মধ্যে, আবশ্যই স্বপ্নে ভাল বা মন্দ ফলাফল ইনশাআল্লাহ্ জানতে পারবেন।

বৃহস্পতিবার রাত হতে শুরু করাই উত্তম।

ইস্তেখারার সহজ নিয়মাবলীঃ

(ক) সূরা ফাতেহা ১ বার
(খ) সূরা নাস ৩ বার
(গ) সূরা ফালাক ৩ বার
(ঘ) সূরা এখলাস ৩ বার
(ঙ) সূরা কাফেরুন ৩ বার
(চ) সূরা এজাজায়া ২৫ বার

এভাবে পড়ার পর ডান হাতের তালুতে ফুক দিয়ে হাতটি গলার নিচে রেখে কেবলমুখী হয়ে দরুদ-'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা ছাইয়েদেনা মুহাম্মদেনীন নাবীইয়ীল উম্মী' যতক্ষণ ঘুম না আসে ততক্ষণ পড়তে থাকুন। ইনশাআল্লাহ্ স্বপ্নে ভালো- মন্দ জানতে পারবেন। হালাল পোশাক, হালাল রিজিক, নির্জন কক্ষ এবং পবিত্রতা এই আমলের পূর্বশর্ত।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- ছাপ্পান্ন

হে মুসাফির তুমি কি দেখেছ যে আগুনের লেলিহান শিখা কতবড় ভয়ংকর। নিমিশের মধ্যে সবকিছুকে পুড়ে নিঃশেষ করে দেয়। ঠিক তেমনি প্রতিটি মানুষের রাগ, রোষ, ক্ষোভ আর হিংসা, বিদ্বেষ, রিপুসমূহ হচ্ছে আগুনের চেয়েও ভয়ংকর এবং এ সমস্ত রিপুর তাড়নায় সামান্য কিছুকে কেন্দ্র করে জীবন পর্যন্ত বিনাশ হয়ে যায়।

তাই আগুন যেমন পানির কাছে দুর্বল, ঠিক তেমনি রাগ, রোষ, ক্ষোভ আর হিংসা, বিদ্বেষ, রিপুসমূহ অজুর কাছে দুর্বল যেখানে খারাপ রিপুর সঙ্গে ইবলীসের একটা যোগাযোগ আছে যেহেতু ইবলিশ আগুনের তৈরি।

তাই, খারাপ রিপুসমূহ তথা নাফসের উন্মত্ততাকে রহিত করার নিমিত্তে অজুর প্রতি মনোযোগী হতে হবে এবং প্রতিটি অঙ্গে অজুর পানি যাহাতে সঠিকভাবে পৌঁছে সেদিকে অবশ্যই মনোযোগী হতে হবে। তাকওয়ার সহিত অজু, মনোযোগের সাথে অজু, পবিত্রতা আনয়ন করে এবং অজু হচ্ছে নামাজের চাবি, যেমন বেহেস্তের চাবি হচ্ছে-নামাজ।

তাই সকল অস্থিরতাকে প্রসমিত করার মহৌষধ হচ্ছে মনোযোগী অজু। হে মুসাফির-তুমি বিশুদ্ধ অজু করতে অভ্যস্থ হও, অবশ্যই মনে প্রশান্তি পাবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- সাতান্ন

মুসাফির বেশে হযরত শেখ নাজ্জাস(রহঃ)।

হযরত শেখ নাজ্জাস(রহঃ) একজন আল্লাহ্‌র ওলী ছিলেন। তিনি নিশীথে, নিভৃতে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

কথিত আছে যে, তাহার বয়স যখন ১২৬ বৎসর তখন তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে তিনি আজরাইল(আঃ) কে বলেছিলেন যে-হে আজরাইল(আঃ) আমার জান কবজের জন্য তুমি যেমন আদিষ্ট হয়েছো, ঠিক তেমনি আমিও নামাজ আদায়ের জন্যে আদিষ্ট আছি। কাজেই অপেক্ষা কর মাগরিবের ওয়াক্ত চলে যায়, জীবনের শেষ নামাজটুকু আদায় করে লই। ইহার পর নামাজ আদায় করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণ বায়ু চলে যায়।

হযরত নাজ্জাস(রহঃ) জীবনভর নামাজের প্রতি এত আসক্ত ছিলেন যে, নামাজকে তিনি মেরাজের সঙ্গে সবসময় তুলনা করতেন, সঙ্গী সাথীদের উপদেশ দিতেন এবং তিনি মনে করতেন যে, মহান আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হতে নামাজের ন্যায় আর দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম নেই। তাই কখন নামাজের ওয়াক্ত হবে, কখন আযান হবে এবং কখন মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভে রত হবেন ইহাই ছিল তার সার্বক্ষণিক চিন্তা।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- আটান্ন

যে মুসাফির, আল্লাহ্‌তে এবং আল্লাহ্‌ হতে যাদের ভ্রমণ তাদের সম্বল হচ্ছে 'ছবর' এবং সন্তুষ্টি। দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোনো জিনিসকে বড় মনে না করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বতের নিদর্শন। মহান আল্লাহ্‌পাকের মহব্বত ও সন্তুটি অর্জনের প্রচেষ্টাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আমল।

তাই তোমার উপর যখন কোনো বিপদ আসে তখন তুমি আল্লাহ্‌র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, যখন কোনো পাপের কাজ করো তখন তওবার উপর আরোহণ করো এবং যখন কোনো মুছিবতে গ্রেফতার হও, তখন ছবুরীর লেবাস পরিধান করো।

তুমি কি জানো যে, এ দুনিয়াটা হচ্ছে অসীম সাগর আর এ সাগরের তীর হচ্ছে কবর জীবন এবং এ সাগর পাড়ি দেয়ার কিস্তি হচ্ছে পরহেজগারী।

তাই, ইবাদতে গভীরতা অর্জন করো। কম হাঁসো, বেশি কাঁদো এবং নীরবতা অবলম্বন করে পরহেজগারী হাসিল করো। পরহেজগারী হাসিল হলে তোমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- উনষাট

হে মুসাফির, ঘুমন্ত মানুষ স্বপ্নে বিচরণ করে জাগরিত হলে যেমন স্বপ্নীল স্মৃতি তাকে কাঁদায় কিংবা হাঁসায় ঠিক তেমনি পরজগতে এ দুনিয়ার দীর্ঘ জিন্দেগীর কর্মফল স্বপ্নের মতো ভাসতে থাকবে।

তাইঃ-

১। দুনিয়াতে যদি বেশি বেশি করে কাঁদতে পারো, আখেরাতে খোশ হবে;

২। যদি দুনিয়াতে খোদাকে বেশি বেশি করে ভয় করো, কেয়ামতে নির্ভয় থাকবে;

৩। তোমার সকল দায়িত্ব ভার যখন তুমি খোদার উপর ন্যস্ত করবে তখন তুমি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহে পৌঁছতে পারবে। মনে করিও, যিনি তাওয়াক্কুলের উপর ঐরূপ নির্ভরশীল যেমন অগ্নীকুণ্ডে নিক্ষেপকালে নির্ভরশীল হয়েছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এবং মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর নির্ভরতায় খুশি হয়ে আগুনকে এমন আদেশ করেছিলেন যে, হে আগুন তুমি ঐরূপ শীতল হয়ে যাও যেন আমার ইব্রাহিমের একটি পশমও পোড়া না যায়। তাই, মহান আল্লাহর প্রতি তুমি যদি পুরোপুরি নির্ভরশীল হও, তাহলে মৃত্যুর সময় তুমি নির্ভয় থাকবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- ষাট

হে মুসাফির, যে তিনটি জিনিসের উপর ঈমান নিহিত আছে আর তা হচ্ছে-

১। **ভয়ঃ** যদ্বারা গোনাহ্ ত্যাগ হয়।

২। **আশাঃ** যদ্বারা ইবাদতে মন আকৃষ্ট হয়।

৩। **মহব্বতঃ** যদ্বারা আল্লাহ্র প্রেমে হৃদয় বিগলিত হয়।

তাই, তুমি যদি আল্লাহর দিকে ভ্রমণ, এবং আল্লাহ্ হতে ভ্রমণ শুরু করো তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাকে তোমার চলার কায়দা জানিয়ে দিবেন। যেমন খোদা অন্বেষী বান্দাদেরকে দিয়ে থাকেন।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- একষট্টি

হে মুসাফির, তুমি যদি কম খাও- ইবাদতে শান্তি পাবে; নির্জনতা পছন্দ কর- খোদাকে পাওয়া সহজ হবে; রাত্রি যদি জাগতে পারো খোদার আলামত বুঝতে পারবে।

তবে ৫ (পাঁচ) ব্যক্তি হতে সর্বদা দূরে থাকবে। আর তা হচ্ছেঃ

মিথ্যাবাদী- তাহার সহিত মিশিলে অহংকার জন্মিবে।

বোকা- সে যতই তোমার ভাল করতে চেষ্টা করবে; ততই তোমার ক্ষতি হবে।

কৃপণ- তাহার সাহচর্যে তোমর বহু সময় নষ্ট হবে;

কাপুরুষ- সে বিপদের সময় তোমাকে ত্যাগ করবে;

বদকার- সে সামান্য কিছুর বিনিময়ে তোমাকে বিক্রি করে পালিয়ে যাবে।

অতএব-

১। হালাল খাদ্য ভক্ষণ করো, ইহাই সকল কল্যানের চাবিকাঠি।

২। হারাম জিনিসে হাত লাগাইওনা।

৩। রাজত্ব অন্বেষী হইওনা।

৪। কোরআন মানুষের জন্যে আল্লাহ্‌র দলিল।

৫। দুনিয়াতে তুমি নিষ্পাপ হয়ে এসেছ ঠিক তেমনি নিষ্পাপ হয়েই বিদায় নাও।

৬। রাত্রি আসার পূর্বেই দিনের গোনাহ্‌সমূহ হতে এবং দিন আসার পূর্বেই রাত্রির গোনাহ্‌সমূহ হতে তওবা কর।

৭। শরীয়ত হচ্ছে নৌকা। ইহাতে ভালভাবে আরোহন করে। পারে ভিড়তে পারবে আর যদি একটু ছিদ্র থাকে তাহলে ধ্বংস অনিবার্য।

৮। মহান আল্লাহর প্রিয় পাত্র হতে চাও শরীয়তের গভীরে প্রবেশ কর।

৯। রূহানী ব্যাধি হতে দূরে থাকো, রূহানী উন্নতিতে সফল হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ-বাষট্টি

হে মুসাফির তোমার অন্তকরণের গুপ্তভাব যদি হঠাৎ জাগরিত হয় যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এবং তুমি যদি খোদার প্রেমে মত্ত হও তাহলে তার সন্তুষ্টি ও কুদরতী নিয়ামত তোমার উপর প্রতিফলিত হবে।

(ক) **ইসলাম**-সে যে শান্তির সন্ধান দিয়েছে। হে মুসাফির, তোমার মন যদি তা মেনে নেয়, তাহলে ইসলামী আদর্শে তোমার জীবন ব্যবস্থা গড়ে তোলো। দেখবে, তুমি ইকামতে দ্বীনের মধ্যে দাখিল হয়েছো।

(খ) আখেরাতের মুক্তি যদি তোমার কাম্য হয়, তুমি যদি ভাবো এ দুনিয়াটা তোমার নয়, তাহলে তোমার গৌরব, তোমার আমিত্বকে তুমি ঐরূপ বিসর্জন দাও যেমন শস্যের দানা মাটিতে মিশে গিয়ে বাগিচায় পরিণত হয়।

(গ) নিশ্চইয় সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, যদি বিশ্বমানবকুল প্রত্যেক্যেই একে আপরের কল্যাণ চিন্তা করে এবং সকাল হতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হতে সকাল পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সবাই সবাইকে দেখে।

(ঘ) তোমার দিলে যদি এমন চিন্তা জাগে যে পরকালে তুমি আল্লাহ্‌কে কি করে মুখ দেখাবে তাহলে দিলে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর- 'মিজান' (দাঁড়িপাল্লা) কে সামনে দেখো এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বিধি বিধান কে পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে 'হক' প্রতিষ্ঠা করো তাহলে খোদার বিধান মতে আখেরারতের লাঞ্ছনা হতে রেহাই পাবে।

(ঙ)যদি ভাবো মহান সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন, তাহলে তিনি যে তার নবী, রাসুল এবং নায়েবে রাসুলের মাধ্যমে চলার কায়দা জানিয়ে দিয়েছেন, উহা গ্রহণ করো, দেখবে তোমার জীবনে অমানিশার ঘোর অন্ধাকারের সিঁড়ি গুলো খোদার নুরে ঝলমল করছে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- তেষট্টি

জ্বী, রাসুলেপাক (সাঃ) বার বার এরশাদ করেছেন যে, মহান আল্লাহ্পাকের বিরাটত্বকে আন্দাজ করতে কখনই তোমরা সক্ষম হবে না। তোমরা তার সৃষ্টি নৈপুন্যতাকে নিয়ে একটু চিন্তা কর। একটা পিপিলিকা যেমন ভাবতে পারে না যে এই পৃথিবীটা কত বড়, ঠিক তেমনি একটা মানুষেরও বোধগম্যের বাইরে সীমাহীন মাহশূন্যের মাঝে এই বিশ্বব্রমাণ্ডে ভুমণ্ডল ও নভঃমণ্ডলের অবস্থান কত বড়।

তিনি ভূমণ্ডলকে এমন ভাবে সন্নিবেশিত করেছেন যে, এমন কোনো ভ্রমণশীল প্রাণী নেই, যাহার রিজিক ইহার মধ্যে লুকায়িত নেই। গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সাগর ও মহাসাগর দিয়ে যেমন ভূমণ্ডলকে সাজিয়েছেন, ঠিক তেমনি, নভমণ্ডলকে সুশোভিত করেছেন লক্ষ কোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে।

আঠার হাজার মাখলুকাতে যাহা কিছু সৃষ্টি সবই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একটা মহাশক্তির সাহায্যে যেমন চম্বুক আকর্ষিত করে সকল ধাতব পদার্থকে। সূর্যকে এমন দূরত্বে রাখা হয়েছে যে, পৃথিবী যাতে পুড়ে না যায়, ঠিক তেমনি চাঁদকেও রাখা হয়েছে এমনভাবে, যাতে জোয়ার- ভাটার কোনো ব্যতিক্রম না হয়।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল কি অপূর্ব যা ভাবতে বড় বিস্ময় লাগে। পৃথিবী হতে প্রথম আসমানের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশত বৎসরের পথ এবং সে আসমান তৈরি হয়েছে জমাট বাঁধা ধোয়া থেকে। নাম দেয়া হয়েছে 'রক্বীয়া;।

আবার প্রথম আসমান হতে দ্বিতীয় আসমান 'মাউনে' পৌঁছতে সময় লাগে ঐ পাঁচশত বছর, যে আসমান তৈরি হয়েছে লোহা দিয়ে এবং যেখানে সর্বক্ষণই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবার দ্বিতীয় আসমান হতে তৃতীয় আসমান 'হ্যারিয়্যুনে' যেতে সময় লাগে ঐ পাঁচশত বছর। এ আসমান তৈরি হয়েছে তামা দিয়ে।

www.pathagar.com

মহান আল্লাহ্পাকের অপূর্ব সৃষ্টি নৈপূণ্য যে এক আসমান হতে আর এক আসমানের দূরত্ব নেয়া হয়েছে সমান দূরত্ব রেখে আর তা হচেছ পাঁচশত বছরের পথ। তাই, তৃতীয় আসমান হতে ৪র্থ আসমান 'জাহেরাহ'তে সময় লাগে পাঁচশত বছর এবং এ আসমান তৈরি হয়েছে রূপা দিয়ে। আবার ৫ম আসমান 'মশায়্যিরাহ্'তে যেতে সময় লাগে- পাঁচশত বছর এবং এ আসমান তৈরি হয়েছে সোনা দিয়ে। নীলা রত্নের তৈরি ৬ষ্ট আসমান 'খালেশাহ্'তে পৌঁছতে সময় লাগে পাঁচশত বছর যেখানে লাল ইয়াকুতের তৈরি ৭ম আসমান 'লামিয়াহ'তে পৌঁছতে সময় লাগে ঐ পাঁচশত বছর।

হে পাঠকহৃদয়, মহান আল্লাহ্র সেই বাণী- আসমানে ও জমিনে প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুর মধ্যে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। তাই, পৃথিবী হতে সপ্ত আসমানের দূরত্ব এবং বিস্তৃতি কত বিশাল তা একটু অনুমান করতে চেষ্টা করুন যেখানে সপ্ত-আসমানকে সুশোভিত করা হয়েছে অতিব সুন্দর বায়তুলমামুর মসজিদ দ্বারা। যাহার চারিটি দেয়ালের একদিকে ইয়াকুত রত্নের পাথর, বিপরীত দিকে সবুজ পান্নার। তৃতীয় দিকে দুধ সাদা রূপার এবং ৪র্থ দিকে লাল সোনার।

জ্বীহাঁ, কি অপূর্ব সৃষ্টি নৈপূণ্য মহান খোদার যে কঠিন রৌদ্রে কোন বস্তুই যাহাতে পুড়ে না যায় তজ্জন্য সূর্যকে রেখে দেয়া হয়েছে ৪র্থ আসমানে এবং মিষ্টি আলোর চাঁদকে প্রথম আসমানে যেখানে প্রতিটি সৃষ্টি বস্তুই পরিভ্রমন করছে আপন আপন কক্ষ পথে।

মহান আল্লাহ্র মহাশক্তির আঁধার 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই' নিয়ন্ত্রণ করছে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুকে। তাই, বিশ্ব ব্রমাণ্ডে যা কিছু আছে সবই মানবিক কল্যাণের জন্যে। যেদিন খোদার হুকুম হবে, সিংগায় ফুৎকার দিবে, সেদিন প্রলয় ঘটবে যত সৃষ্টির।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- চৌষট্টি

হে মুসাফির, তুমি যদি নিম্নোক্ত নিয়মে বেতের নামাজ আদায় করো তাহলে অবশ্যই তোমার দাঁতকে নিয়ে তুমি কবরে যেতে পারবে এবং দাঁতের যদি কোনো কঠিন অসুখ হয়ে থাকে তাহলে আস্তে আস্তে উহা হতে মুক্তি পাবে। (ইহা পরীক্ষিত- নেয়ামুল কোরআন)।

তাছাড়া, যে কোনো ধরনের আমলের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং সেই সাথে পবিত্রতার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করাই হচ্ছে সফলতার মূল চাবিকাঠি। কিছুদিন আমল করলাম, আবার করলাম না এবং ধৈর্যহারা হয়ে ফলাফল কেন আসেনা, এ অস্থিরতা ঠিক না। আমলে অভ্যস্ত হওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রাখাই হচ্ছে তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ্।

তাই, সফলতার সিঁড়িতে যদি আরোহণ করতে চাও অটল বিশ্বাসে ছবুরী লেবাস পরিধান করে আমলে অভ্যস্ত হও, সিদ্ধি ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যম্ভাবী।

বেতেরের নামাজঃ

১ম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ওয়াত্তীন, (একিনের সহিত)।

২য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা তাকাসুর ; (একিনের সহিত)।

৩য় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা এখলাস; (একিনের সহিত)

www.pathagar.com

ইনশাআল্লাহ, এ অভ্যাসে দাঁতকে কবর পর্যন্ত নেয়া সম্ভব হবে যেহেতু উল্লেখিত সূরা সমূহে মহান আল্লাহ্পাক দ্ব্যার্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে আমি আমার বান্দাকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি এবং দাঁত হচ্ছে তার মধ্যে সৌন্দর্য্যের একটি উপকরণ। তাই, হে মুসাফির অটল বিশ্বাসে উপরোক্ত আমলে অভ্যস্থ হও, ইনশাআল্লাহ্ ইহার ফলাফল খুব শীঘ্রই অনুভুত হবে।

ঠিক তেমনি, ফজরের নামাজ কাযা হলেও তুমি যদি ফরজ ও সুন্নতের মধ্যিখানে ৪১ (একচল্লিশ) বার সূরা ফাতেহা পড়ার অভ্যাস করো এবং প্রতি ওয়াক্তে অজুর পর আকাশের দিকে চেয়ে সুরা কদর (ইন্না আনযালনাহু) একবার পাঠ কর, ইনশাআল্লাহ, নিশ্চয়ই তোমার চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি পাবে। যেখানে আমল কারীর অটল বিশ্বাস এবং জ্বলন্ত ঈমানই ফলাফলের নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- পঁয়ষট্টি

হে মুসাফির, তোমার অন্তরে যদি সৎভাব বিরাজ করে এবং ভক্তির আদর্শে তোমার জ্ঞানের আলো যদি সামাজিক কল্যাণে বিকিরণ করে, তাহলে তুমি যে সৎ এবং সত্যের পূজারী তা প্রচারের প্রয়োজন হবে না। সামাজিক দৃষ্টিকোণে আপনা আপনিই ইহার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে যেমনঃ ডালিম পাকলে আপনা আপনি ফেটে যায়। তাই, তোমার মাঝে সৎ, সত্য এবং বিশ্বাসের (ঈমানের) গভীরতা কতটুকু বিরাজ করছে তা পরিমাপ করতে সচেষ্ট হও। কেননা যার ভিতরে সৎ, সত্য এবং বিশ্বাস যত গভীর, যত উচ্চ, তার মন তত গভীর, তত উচ্চ এবং এই তিন আদর্শের ব্যক্তিত্ববান ব্যক্তিরাই হচ্ছে অন্ধকার সমাজের আলোর প্রদীপস্বরূপ।

তাই, আল্লাহওয়ালাদের অভিমত হচ্ছে-তুমি যদি সৎ, সত্য ও বিশ্বাসের (ঈমানের) পূজারী হও, তাহলে জ্বলন্ত আগুন যেমন কাঠকে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ করে দেয় ঠিক তেমনি তোমার মাঝে কুৎসিত কাজগুলো (পাপ) আর দানা বাঁধতে পারবেনা এবং কালিমায় ভরা ক্বালব স্বচ্ছ সুন্দর আলোয় অবগাহন করে তোমাকে তাঁর দিকে, তাঁর হাবীবের দিকে অনুপ্রাণিত করবে। মৃত্যুর পরে তুমি ধন্য হবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- ছয়ষট্টি

হে মুসাফির -তোমার চিন্তাশক্তি যদি দুর্বল হয়। তোমার ক্বালব যদি কালিমায় পরিপূর্ণ হয়, তাহলে খুব শীঘ্রই "ধ্বংস" তোমাকে আক্রমণ করবে। শুরু হবে তোমার জ্বালাময় জীবনের সূত্রপাত।

তাই, জ্বালাময় জীবনের চিরসঙ্গী কলুষিত মন, কলুষিত চোখ এবং কলুষিত মুখ (কথাবার্তা) হতে তুমি নির্মল হও। কেননা তোমার প্রাণবায়ু দেহ- পিঞ্জর ছেড়ে কোন মুহূর্তে বিদায় নেবে সেক্ষণ তুমি জাননা। তুমি ক্ষণস্থায়ী বিশ্বে চিরস্থায়ীত্বের নেশা পরিহার করে নিয়তির ধ্যানে রত হও। দেখবে, তিনি তোমাকে ভ্রান্ত পথ হতে সরিয়ে নিয়ে চলার কায়দা জানিয়ে দিয়েছেন। তখন তোমার মন, মুখ ও চোখ উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে উঠবে এবং তোমার সমস্ত অবয়বে পবিত্র নূরের ছটা প্রকাশ ঘটবে। ফলে সবাই তোমার সান্নিধ্য চাইবে।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ- সাতষট্টি

হে পাঠকহৃদয়-আল্লাহ্ পাকের কাছে এভাবে ফরিয়াদ করো যে-

"হে মা'বুদ তুমি আমাকে সেই
তৌফিক দান করো যেন তোমার
দরবারের হাজির হতে আমার
কোনো কষ্ট না হয়,
হে দয়ার সাগর তুমি আমাকে
সেই তৌফিক দান করো।"

ইহাতে তোমার মাঝে শক্তির সঞ্চার হবে এবং তোমার উপর বিশেষ রহ্মত অবতীর্ণ হবে যা তুমি কল্পনা করতে পারবে না কোনোদিন।

তাই দয়ালনবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যখন কোনো বান্দা পুরোপুরি মহান আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় তখন আল্লাহ্পাকই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান।

জ্বী-দয়াল নবী (সাঃ) কোনো উন্মতের কষ্ট সহ্য করতে পারেন না, যেখানে মহান আল্লাহ্পাকও কোনো বান্দার ফরিয়াদ মঞ্জুর না করে লজ্জা পান। যেহেতু তিনি বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল (ইন্নাল্লাহা বিন্নাছে লা-রাউফুর রাহীম)।

হে পাঠকহৃদয়, যার শুরু আছে তার শেষ থাকবেই। যার জন্ম আছে তার মৃত্যু হবেই এবং পৃথিবীতে এমন কোন নজির নেই যে আদিকাল হতে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে এমন কেউ যেখানে ১৪০০ বৎসর হায়াৎ কাল পেয়েও হযরত নূহ (আঃ) কে এবং ৯১২ বৎসর হায়াৎকাল পেয়েও হযরত শীষ (আঃ) কে এ পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হয়েছে। তাই চিরকাল বেঁচে থাকার লব্ধ আশা পরিহার করে পরজগতের পাথেয় সংগ্রহে এখনই আত্মনিয়োগ করো। কেননা

নিঃশ্বাস বন্ধ হলে;
এদেহ যে পঁচে যাবে;
যেখানকার সম্পদ সেখানেই রবে;
কোনো সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

জন্ম ঃ বদরগঞ্জ, রংপুর- আগষ্ট ২৭, ১৯৫০ খ্রিঃ

একুশ বছর ঢাকার জীবনে কমলাপুর, মীরপুর এবং মোহাম্মদপুরে অবস্থান।

আভিজাত্যের কোলে লালিত হলেও লেখকের জ্ঞান উন্মেষের বহু পূর্বেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে গোটা সংসারে গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে। কিন্তু সৃষ্টিকর্তার সেই যে বিধান, প্রতিভাকে কোনোদিন পাথর চাপা দিয়ে রাখা যায় না; আর তাই, লেখকের প্রতিভার বিকাশ ঘটে নোয়খালী জেলার (সোনাইমুড়ি) সাতার পাইয়া এলাকা নিবাসী মরহুম আলহাজ্ব মৌলানা আব্দুল হক সাহেবের তত্ত্বাবধানে। মৌলনা সাহেব প্রায় ৪০ (চল্লিশ) বছর পর্যন্ত মসজিদ-মাদ্রাসার শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁহার হাতে খড়ি বহু ছাত্র/ছাত্রী দ্বীনি এলেম বিস্তারে আজও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

লেখক মাদ্রাসা কারিকুলামে অগ্রসর হয়ে পরবর্তীতে জেনারেল এ্যাডুকেশনে সুনামের সহিত কমার্স গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ব্যবস্থাপনায় মাষ্টার্স পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে কৃতকার্য না হলেও ব্যাংকিং সেক্টরে এগ্রিকালচারাল ডেভলপমেন্ট ব্যাংক অব পাকিস্তানে এক অকল্পনীয় সুযোগ তাঁহার জীবনে চলে আসে। তিনি ১৯৬৮ সালের জুলাই ৪, তারেখে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং দীর্ঘদিন সেখানে অফিসার / ম্যানেজার / প্রিন্সিপাল অফিসারের দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে লেখক দিশেহারা বিশ্বে বিশ্বমানবের দৃষ্টিশক্তি ও চিন্তাশক্তিকে অনন্তসত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে অত্র বইটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গকৃত বইটি গ্রহণপূর্বক আপনিও একটু এগিয়ে আসুন। এগিয়ে আসুন, বিশ্ব মানবের চিন্তাশক্তিকে ভালোর দিকে, ন্যায়ের দিকে এবং কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিতে।

-প্রকাশক